Contents

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
১৮তম বর্ষ ৫ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারী ২০১৫

Contents



মাসিক
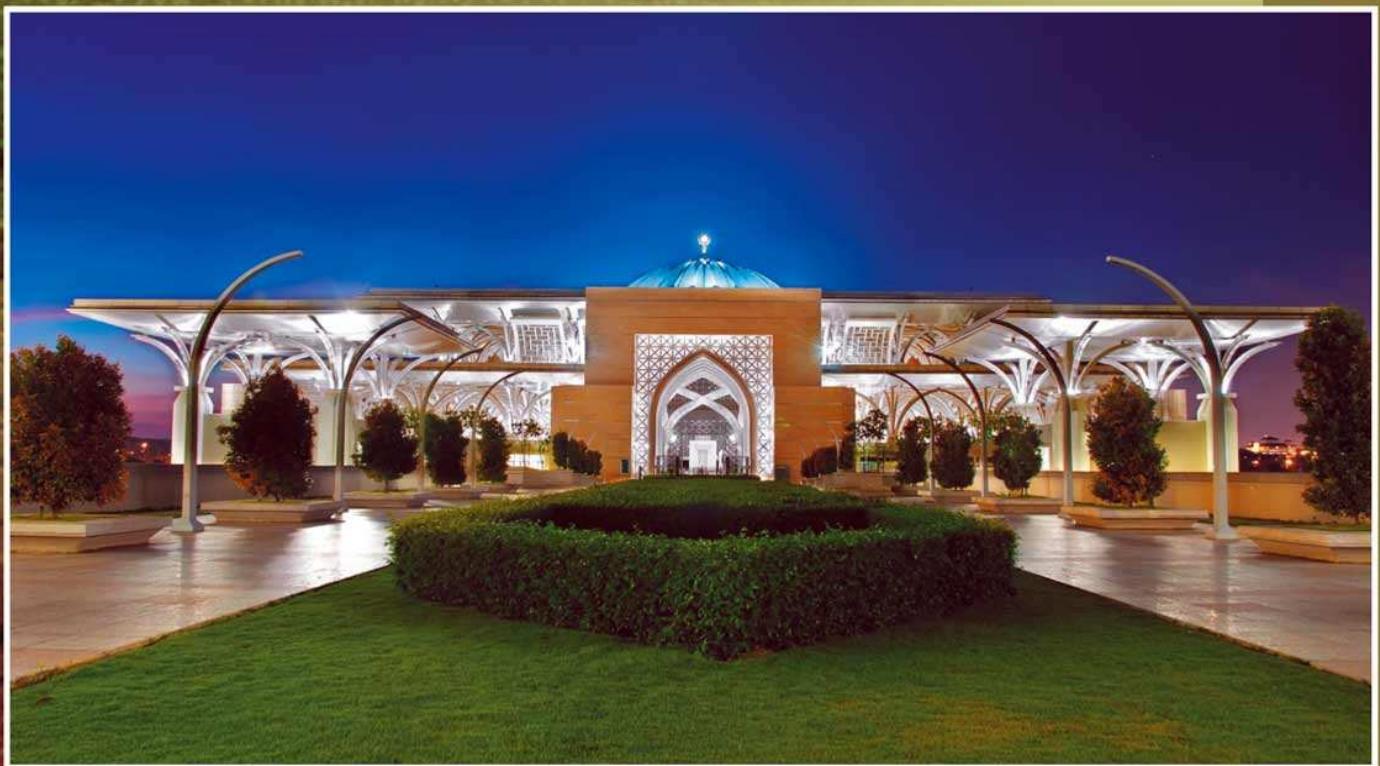
আত-তাহরীক

১৮তম বর্ষ : ৫ম সংখ্যা ফেব্রুয়ারী ২০১৫

# সূচীপত্র



## সম্পাদকীয়

### তবে কি বাংলাদেশ একটি ব্যর্থ রাষ্ট্র?

জান-মাল-ইযযতের নিরাপত্তা, খাদ্য-পানীয়-চিকিৎসা-বাসস্থান ও স্বাভাবিক মৃত্যুর নিশ্চয়তা এবং সর্বোপরি অধিকতর উন্নত জীবন যাপনের জন্য রাষ্ট্র গঠিত হয়। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশে এর কোনটাই কি খুঁজে পাওয়া যাবে? রাস্তায় বের হ'লে বোমাবাজ ও চাঁদাবাজদের আতংক, ঋণ নিতে গেলে সূদখোর ও অফিসে গেলে ঘুষখোরদের আতংক, বাজারে গেলে বিষ ও ভেজালের আতংক, আদালতে গেলে রিম্যাণ্ড ও কারাগারের আতংক, নেতাদের কাছে গেলে মিথ্যা আশ্বাস অথবা ক্যাডার লাগিয়ে স্বার্থ উদ্ধারের আতংক, র‌্যাব-পুলিশের কাছে গেলে আযরাঈলের আতংক, এভাবে সার্বিক জীবনে আতংক নিয়ে যে দেশের মানুষ সদা তটস্থ, সে দেশ কি সফল রাষ্ট্র? ব্যবসা-বাণিজ্য স্থবির, চাকুরী থেকে কর্মী ছাটাই, শ্রমিক-মজুরদের কর্মহীন জীবন, নারীর ইযযত ও মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা, সর্বত্র দুর্বৃত্তায়ণ যে দেশকে আষ্টে-পৃষ্ঠে গ্রাস করেছে, সে দেশকে আমরা কি বলব? 'একটি ফুলকে বাঁচাতে মোরা যুদ্ধ করি'- মুক্তিযুদ্ধের সেই গান এখন বেসুরো মনে হয়। পত্রিকা খুললেই বন্দুক যুদ্ধে র‌্যাব ও পুলিশের মানুষ হত্যা আর দুবৃত্তদের ককটেল ও পেট্রোল বোমা মেরে মানুষ পোড়ানোর খবর। ক্ষমতালোভী দু'টি দলের নেতা ও ক্যাডারদের হানাহানিতে দেশ এখন ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। উভয় দলই গণতন্ত্র উদ্ধারের জন্য লড়ছে। অথচ উভয় দলেরই সস্তা শিকার হ'ল এদেশের জনগণ। কথিত ক্রসফায়ারে মরছে সাধারণ মানুষ, পেট্রোল বোমায় পুড়ছে সাধারণ মানুষ, মিথ্যা মামলায় কারাগারে যাচ্ছে সাধারণ মানুষ। গত ৩রা জানুয়ারী থেকে এযাবত যে ১২/১৪ হাযার মানুষকে পুলিশ গ্রেফতার করে জেলে পাঠিয়েছে, তাদের মধ্যে কয়জন প্রকৃত দোষী? দোষীরা তো দোষ করে পালিয়ে যায় বা তারা শেল্টার পায়। পরে পুলিশ গিয়ে নিরীহ মানুষ ধরে এনে পিটায় ও ডজন খানেক মিথ্যা মামলা দিয়ে জেলে পাঠায়। গত ১৫ই জানুয়ারী শিবগঞ্জের মহদীপুর, রসূলপুর ও চণ্ডিপুরে র‌্যাব-পুলিশ যৌথবাহিনী যে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে, '৭১-এর ধ্বংসযজ্ঞের পরে তার কোন তুলনা আছে কি? রাস্তায় কারা ককটেল ফাটিয়েছে তার জন্য কি গ্রামবাসী দায়ী? দিনে-দুপুরে বাড়ী-ঘরে ঢুকে নারী-পুরুষ-শিশু সবাইকে বেধড়ক পিটানো, ঘরের আসবাব-পত্র, টিভি,

ফ্রিজ, শোকেস ইত্যাদি ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেওয়া, ধানের গোলায় আগুন দেওয়া, হোন্ডা পুড়িয়ে দেওয়া, এগুলি স্রেফ সন্ত্রাস ও গুণ্ডামি ছাড়া আর কি? কয়েকটি গ্রামের আতংকিত মানুষের কাঁথা-বালিশ নিয়ে এক কাপড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে রাস্তায় হাঁটার দৃশ্য পত্রিকায় দেখে কে বলবে যে, এরা স্বাধীন বাংলাদেশের স্বাধীন মানুষ? নিরীহ নিরপরাধ ছেলেটিকে ধরে নিয়ে রাতের বেলায় ঠাণ্ডা মাথায় নিজেরা গুলি করে হত্যা করে হাসপাতালে রেখে আসা। অতঃপর বন্দুক যুদ্ধের (!) মিথ্যা বিবৃতি সাজিয়ে পত্রিকায় দেওয়াই হ'ল এখন বিচার সম্মত শাস্তি ব্যবস্থা। অথচ 'দেখামাত্র গুলি' 'জিরো টলারেন্স' ইত্যাদি ভাষা তো কোন দায়িত্বশীল সরকার বা আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর হ'তে পারে না। তাহ'লে ৭১-এর খানসেনাদের সাথে এদের পার্থক্য কোথায়? তাই জিজ্ঞেস করতে মন চায়- হে গণতন্ত্রের ধ্বজাধারীরা! আর কত মানুষ খুন করলে, আগুনে পোড়ালে আর জেলে ভরলে তোমাদের গণতন্ত্র উদ্ধার হবে?

হাযারো মানুষের আবেদন উপেক্ষা করে বলা হচ্ছে, 'সংলাপে লাথি মারো'। সরকারী দলের মন্ত্রী-এমপিদের এ ধরনের হুমকি ও ফালতু কথন যে দেশটাকেই ফালতু বানিয়ে দেয়, সে হুঁশ কি নেতাদের আছে? দেশটা কি কেবল সরকারী দলের? নাকি কেবল বিরোধী দলের? যারা দু'দলের কোনটাতে নেই, তারা কি এদেশের নাগরিক নয়? তারা কি সরকারকে ট্যাক্স দেয় না? দু'দলের কামড়া-কামড়িতে দেশ রসাতলে যাচ্ছে। এরপরেও নেতাদের হুঁশ ফিরছে না। সরকার যেখানে শতভাগ জনপ্রিয়, সেখানে দেশে শান্তির স্বার্থে সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে এখনি নির্বাচন দিতে সমস্যা কোথায়? বিরোধী দলের স্বাভাবিকভাবে সভা-সমিতি করায় বাধা কেন? মনগড়া সংবিধানের একটি পৃষ্ঠার চাইতে একটি মানুষের জীবনের মূল্য কি বেশী নয়? সরকার ও সরকারী দল যখন একাকার হয়ে গেছে এবং দু'টি দলের নেতারা যেখানে চরমপন্থায় চলে গেছেন, তখন প্রেসিডেন্টের 'ভূমিকা' রাখাটা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি তাঁর সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রয়োগ করুন। নইলে ইহকালে ও পরকালে তাঁর জওয়াবদিহী করার কোন পথ থাকবে না। প্রধান বিচারপতিরও এক্ষেত্রে করণীয় আছে। দয়া করে তা প্রয়োগ করুন সর্বোচ্চ মানবিক তাকীদে। নইলে অন্ধকার ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে সকলের জন্যে। সবাই দেখতে পাচ্ছেন দু'দলই এখন তাদের বিদেশী প্রভুদের দিকে তাকিয়ে আছে। কে না জানে যে, বিদেশীরা এই সুযোগেরই অপেক্ষায় আছে। আর তাদের মধ্যস্থতায় মীমাংসা হওয়া অর্থ দেশের স্বার্থ তাদের কাছে বিকিয়ে দেওয়া। তাদেরই ষড়যন্ত্রে ইতিমধ্যে সূদান, ইরাক, লিবিয়া অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে এবং ইয়ামেন হবার পথে।

দল এবং সরকার আলাদা বস্তু। সরকারকে সর্বদা নিরপেক্ষ থাকতে হয়। তাদেরকে দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে দেশ ও জনগণের স্বার্থ দেখতে হয়। এর ফলে শেষ বিচারে সরকারী দলেরই লাভ হয়। কিন্তু এ দূরদর্শিতা এদেশে বিরল। তবুও উভয় দলকে বলব, মানুষ হত্যার ও লুটপাটের রাজনীতি বাদ দিন। মানুষকে ভালবাসুন। মানুষ আপনাদের ভালবাসবে। আল্লাহ খুশী হবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মানুষ পুড়িয়ে মারতে নিষেধ করেছেন *(বুখারী)*। অথচ বন্দুকের গুলির আগুনে আর ককটেল ও পেট্রোল বোমার আগুনে আপনারা হর-হামেশা মানুষ পুড়িয়ে মারছেন। এর ফলে আপনারা ইহকাল ও পরকাল দু'টিই হারাচ্ছেন। সারা জীবন রাজনীতি করে তাহ'লে কি নিয়ে আপনারা কবরে যাবেন?

এ বিষয়ে আমাদের একটা ছোট্ট প্রস্তাব আছে : সরকার ও বিরোধী দল যদি নিশ্চিত হন যে, তারাই এদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় দল, তাহ'লে নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দিন, তারা দল ও প্রার্থীবিহীন ভাবে নেতৃত্ব নির্বাচন দিন। কোন এমপি নয়, কেবল সর্বোচ্চ নেতার নির্বাচন হবে। নির্বাচনের দিন ছুটি ঘোষণা করবেন না। কেউ কোনরূপ ক্যানভাস করবেন না। শূন্য ব্যালটে বা ই-মেইল যোগে জনগণ তাদের মতামত ব্যক্ত করুক। দেখা যাক কোন নেতা কত জনপ্রিয়। সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত ব্যক্তি হবেন প্রধানমন্ত্রী। পরের জন হবেন উপ-প্রধানমন্ত্রী। অতঃপর উভয়ে যোগ্য লোক বাছাই করে পারস্পরিক পরামর্শক্রমে দেশ চালাবেন। সরকারী বা বিরোধী দল বলে কোন কিছুর নাম-গন্ধ থাকবে না। উভয় দলের নেতাদের মধ্যে কারু এ সৎসাহস আছে কি?

আমরা একটি কার্যকর ও সফল রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশকে দেখতে চাই। আমরা আমাদের জান-মাল ও ইযযত নিয়ে এদেশে নিরাপদে বসবাস করতে চাই। নেতাদের মারামারির দায় আমরা গ্রহণ করতে চাই না। পেট্রোল বোমায় দগ্ধীভূতদের কান্না আর কথিত বন্দুকযুদ্ধে সন্তান হারানো মায়েদের কান্না কি নেতা-নেত্রীরা শুনতে পান? আল্লাহ তুমি দেশকে হেফাযত কর- আমীন! *(স.স.)*।

# মুনাফিকী

*মূল : শায়খ মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ*

*অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক**

(২য় কিস্তি)

**১০. আল্লাহ্র সঙ্গে ধোঁকাবাজি এবং ইবাদতে অলসতা :**

আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের এ আচরণ সম্পর্কে বলেন, إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ يُخَادِعُوْنَ اللهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوْا إِلَى الصَّلاَةِ قَامُوْا كُسَالَى يُرَآؤُوْنَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُوْنَ اللهَ إِلاَّ قَلِيْلاً– 'নিশ্চয়ই মুনাফিকরা আল্লাহকে ধোঁকা দেয়। বস্তুতঃ এর মাধ্যমে তিনিই (আল্লাহই) তাদের ধোঁকায় ফেলে দেন। আর যখন তারা ছালাতে দাঁড়ায় তখন অলস হয়ে দাঁড়ায়। তারা লোকদের দেখায়, বস্তুতঃ তারা আল্লাহকে খুবই কম স্মরণ করে' *(নিসা ৪/১৪২)*।

মুনাফিকরা মুখে ইসলাম গ্রহণ করার মাধ্যমে মুসলমানদের হাত থেকে নিজেদের জান-মাল হেফাযত করতে পারে; সরাসরি কাফির হ'লে যা তারা পারত না। আর এভাবে তারা আল্লাহকে ধোঁকা দিচ্ছে। কিন্তু এমনটি করতে গিয়ে তারা বরং আল্লাহ্র ধোঁকায় পড়ে যাচ্ছে। কেননা আল্লাহ তাদের মনের খবর ও তাদের কুফরী আক্বীদা সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। তারপরও তিনি তাদের মুখে ঈমান যাহির করার জন্য তাদের জান-মালের উপর হস্তক্ষেপ বন্ধ রেখেছেন দুনিয়াতে ছাড় দেওয়ার মানসে। অবশেষে আখিরাতে যখন তারা আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন কুফর গোপন রাখার কারণে তিনি তাদের ঠিকই জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

আর ছালাতে যে তারা অলসতাভরে দাঁড়ায় তার অর্থ হ'ল, আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের উপর যেসব আমল ফরয করেছেন, মুনাফিকরা তার কোনটাই আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের নিয়তে করে না। কারণ তারা পরকাল, পাপ-পুণ্য, শাস্তি ও পুরস্কার কোনটাতেই বিশ্বাস করে না। তারা কেবল জান বাঁচানোর তাকীদে কিছু বাহ্যিক আমল করে। মুমিনরা যাতে তাদের হত্যা না করে, তাদের অর্থ-সম্পদ ছিনিয়ে না নেয় সেই ভয়ে তারা এসব আমল করে। তাই ছালাতের মত একটি দৃশ্যমান ফরযে যখন তারা দাঁড়ায়, তখন আলস্যভরে দাঁড়ায়। যাতে মুমিনরা ছালাত আদায়কারী হিসাবে তাদের দেখতে পেয়ে তাদেরকে নিজেদের লোক বলে মনে করে। অথচ তারা তাদের লোক নয়। কেননা তারা ছালাতকে তাদের উপর ফরয বা আবশ্যিক বিষয় ভাবে না। তাই তারা আলস্যভরে ছালাতে দাঁড়ায়।

আল্লাহ্র বাণী- 'তারা আল্লাহকে খুব অল্পই স্মরণ করে' বাক্যটির উপর কেউ হয়ত প্রশ্ন করতে পারে যে, আল্লাহ্র যিকিরের ক্ষেত্রে 'অল্প কিছু' বলে কোন কথা আছে কি? তার উত্তরে বলা চলে, আয়াতের অর্থ আসলে তা নয়। এ কথার আসল অর্থ হচ্ছে- তারা আল্লাহকে লোক দেখানোর জন্য স্মরণ করে। এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য নিহত হওয়া, বন্দী হওয়া এবং ধন-সম্পদ খোয়ানোর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া। তাদের যিকির কোন বিশ্বাসীর যিকির নয়, যে আল্লাহ্র একত্ববাদে বিশ্বাস করে, একনিষ্ঠ মনে তার রুবূবিয়াতকে মেনে চলে। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা একে 'অল্প' বলেছেন। কেননা এই যিকিরের লক্ষ্য আল্লাহ তা'আলা নন, আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের ইচ্ছাও তাতে নেই, আল্লাহ্র নিকট প্রতিদান লাভের প্রত্যাশাও এখানে নেই। তাই আমলকারী যতই কষ্ট করুক এবং যত বেশী যিকির করুক তা মরুভূমির মরীচিকা সদৃশ গণ্য হবে। যা দেখতে পানির মত, কিন্তু আসলে পানি নয়।[১]

**১১. দোটানা ও দোদুল্যমান মনোভাব :**

আল্লাহ তা'আলা বলেন, مُذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذَلِكَ لاَ إِلَى هَـؤُلاَءِ وَلاَ إِلَى هَـؤُلاَءِ– 'এরা (কুফর ও ঈমানের) দোটানায় দোদুল্যমান, এরা না এদিকে না ওদিকে' *(নিসা ৪/১৪৩)*।

এ আয়াতের মর্মার্থ হ'ল, মুনাফিকরা তাদের দ্বীন সম্পর্কে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তারা কোন বিশ্বাসেই স্থির হ'তে পারে না। না তারা মুমিনদের সাথে জাগ্রত জ্ঞানের উপর আছে, না কাফেরদের সাথে অজ্ঞতার উপর আছে। তারা বরং দুইয়ের মাঝে অস্থিরমতি হয়ে বিরাজ করছে। ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ تَعِيرُ إِلَى هَذِهِ مَرَّةً وَإِلَى هَـذِهِ مَـرَّةً. 'মুনাফিকের উদাহরণ দু'টো পাঁঠার মাঝে অবস্থিত একটি গরম হওয়া বকরির মত, একবার সে এটার কাছে যায়, আরেকবার সে অন্যটার কাছে যায়'।[২] ইমাম নববী বলেছেন, اَلْعَائِرَةُ অর্থ হয়রান, দোদুল্যমান, যে বুঝে উঠতে পারছে না, দু'জনের কার কাছে সে যাবে। আর تَعِيْـرُ শব্দের অর্থ, সে কার কাছে যাবে না যাবে তা নিয়ে দোটানায় পড়েছে।[৩]

**১২. মুমিনদের সাথে ধোঁকাবাজি :**

আল্লাহ তা'আলা বলেন, يُخَادِعُوْنَ اللهَ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا وَمَا يَخْدَعُوْنَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ– 'তারা (মুখে ঈমানের দাবীদার মুনাফিকরা) আল্লাহ ও ঈমানদারদের সঙ্গে ধোঁকাবাজি করতে চায়। বস্তুতঃ তারা নিজেদেরকেই ধোঁকা দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তারা এটা বুঝতে পারছে না' *(বাক্বারাহ ২/৯)*।

* *কামিল, এমএ, বিএড; সহকারী শিক্ষক, হরিণাকুণ্ডু সরকারী বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ।*

১. ইবনু জারীর ত্বাবারী, জামিউল বায়ান ৫/৩২৯।
২. মুসলিম হা/২৭৮৪।
৩. নববী, মুসলিম শারহু ১৭/১২৮।

মুনাফিকদের তাদের রব ও মুমিনদের সাথে ধোঁকাবাজি এই যে, তারা মুখে কালিমা উচ্চারণ এবং আল্লাহকে বিশ্বাসের কথা বলে। কিন্তু অন্তরে তারা আল্লাহ্র প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাস লুকিয়ে রাখে। সরাসরি আল্লাহকে অস্বীকার করলে তার বিধান মৃত্যুদণ্ড অথবা বন্দীত্ব। এই উভয় শাস্তি থেকে দুনিয়াতে নিজেদের বাঁচানোর জন্য তারা মুখে ঈমান যাহির করে এবং অন্তরে কুফর লুকিয়ে রেখে আল্লাহ ও আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসীদের ধোঁকা দিতে চেষ্টা করে।[৪]

**১৩. আল্লাহদ্রোহী শাসকদের নিকট মামলা-মোকদ্দমা পেশ করা :**

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ أَنَّهُمْ آمَنُوْا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ أَنْ يَّتَحَاكَمُوْا إِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ أُمِرُوْا أَنْ يَّكْفُرُوْا بِهِ وَيُرِيْدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيْداً- وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُوْلِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْداً-

'তুমি কি তাদের দেখনি, যারা দাবী করে যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা তোমার আগে অবতীর্ণ হয়েছে, তারা সে বিষয়ের উপর ঈমান এনেছে। কিন্তু তারা আল্লাহদ্রোহী শক্তির কাছ থেকে ফায়ছালা পেতে চায়। অথচ এদের আদেশ দেওয়া হয়েছিল যে, তারা এসব আল্লাহদ্রোহীর হুকুম অমান্য করবে। আর শয়তান তাদেরকে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়। আর যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ যা কিছু নাযিল করেছেন তোমরা তার দিকে এবং রাসূলের দিকে (ফিরে) এসো, তখন তুমি মুনাফিকদের দেখবে, তারা তোমার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে' *(নিসা ৪/৬০-৬১)*।

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'যদি আপনি অহি-র সুস্পষ্ট বিধান মোতাবেক মুনাফিকদের মাঝে বিচার-ফায়ছালা করেন, তখন দেখবেন মুনাফিকরা তা থেকে পলায়ন করছে। আর আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাত অনুযায়ী বিচারকার্যের দিকে ডাকলে তাদেরকে তা থেকে বিমুখ দেখতে পাবেন। আপনি যদি তাদের প্রকৃতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন, তাহ'লে দেখতে পাবেন, হেদায়াত থেকে তারা বহু দূরে অবস্থান করছে এবং অহি-র প্রতি তাদের মনে এতই বিদ্বেষ যে, তার দিকে ফিরে তাকাতেও তারা রাযী নয়।[৫]

**১৪. মুমিনদের মাঝে বিপর্যয় সৃষ্টি :**

আল্লাহ তা'আলা বলেন, لَوْ خَرَجُوْا فِيْكُم مَّا زَادُوْكُمْ إِلاَّ خَبَالاً وَلأَوْضَعُوْا خِلاَلَكُمْ يَبْغُوْنَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيْكُمْ سَمَّاعُوْنَ لَهُمْ وَاللهُ عَلِيْمٌ بِالظَّالِمِيْنَ 'তারা তোমাদের সাথে বের হ'লে তোমাদের মধ্যে বিভ্রান্তিই শুধু বাড়িয়ে দিত এবং তোমাদের মাঝে ফিৎনা সৃষ্টির জন্য ছুটাছুটি করত। তাছাড়া তোমাদের মাঝেও তাদের কথা আগ্রহের সাথে শোনার মত লোক আছে। আল্লাহ যালিমদের সম্পর্কে সম্যক অবগত' *(তওবা ৯/৪৭)*।

মুনাফিকরা মূলতঃ কাপুরুষ। তাই তোমাদের মাঝে যাতে বিদ্বেষ ও ফিতনা-ফাসাদ ছড়িয়ে পড়ে সেজন্য তারা পরনিন্দার মাধ্যমে যারপর নাই চেষ্টা করে। তাছাড়া তোমাদের মাঝেতো তাদের অনুগত কিছু লোক আছে। তাদের কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনা ওদের ভাল লাগে। ওরা তাদের কল্যাণ কামনা করে; অথচ তাদের অবস্থা ওরা ভাল করে জানে না। এতে করে মুমিনদের মাঝে একটা খারাপ অবস্থা এবং মহা বিপর্যয় দেখা দেয়।[৬]

**১৫. মিথ্যা শপথ, ভয়-ভীতি, কাপুরুষতা ও অস্থিরতা :**

আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের উক্ত আচরণাদি সম্পর্কে বলেন,

وَيَحْلِفُوْنَ بِاللهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُم مِّنْكُمْ وَلَـكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُوْنَ- لَوْ يَجِدُوْنَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلاً لَّوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُوْنَ-

'এরা আল্লাহ্র নামে শপথ করে যে, এরা তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত। অথচ এরা কখনই তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। বস্তুতঃ এরা এমন লোক, যারা ভয় করে থাকে। এরা কোন আশ্রয়স্থল, কোন গুহা অথবা মাটির ভিতর ঢুকে পালাবার মত কোন সুড়ঙ্গ পেলে অবশ্যই তোমাদের ছেড়ে এসব জায়গার দিকে দ্রুত পালিয়ে যাবে' *(তওবা ৯/৫৬-৫৭)*।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে মুনাফিকদের অস্থিরতা, ভয়-ভীতি, অসহিষ্ণুতা ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা দিতে গিয়ে বলেন, ওরা জোরাল শপথ করে বলে যে, ওরা তোমাদের লোক, অথচ প্রকৃতপক্ষে ওরা তোমাদের লোক নয়। এই মিথ্যাকে সত্য প্রমাণ করতেই ওরা কসমের আশ্রয় নিয়েছে। ওরা তোমাদের প্রতি এতটাই বিদ্বেষপরায়ণ যে, যদি তোমাদের সংস্পর্শ থেকে বাঁচার জন্য কোন দুর্গ পেত, তবে তাকে আশ্রয়স্থল বানাত অথবা কোন গিরিগুহা পেলে তাতে ঢুকে পড়ত কিংবা মাটিতে কোন সুড়ঙ্গ পেলে তথায় পালিয়ে যেত। তোমাদের থেকে সরে পড়ার কাজটা তখন তারা খুব দ্রুতই করত। কারণ তারা তো মুমিনদের সাথে মিশে মনের ঘৃণা ও অসন্তোষ নিয়ে, ভালবাসার টানে নয়। তারা মন থেকে চায় যে, মুমিনদের সাথে যেন তাদের মিশতে না হয়। কিন্তু বাধ্য হয়ে মিশতে হচ্ছে বলে তারা সব সময় পেরেশানী, দুঃখ-বেদনা ও দুশ্চিন্তার মধ্যে দিনাতিপাত করে।

৪. জামিউল বায়ান ১/২৭২।
৫. মাদারিজুস সালিকীন ১/৩৫৩।
৬. ইবনু কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম ৪/১৬০।

অপরদিকে মুসলমানরা আল্লাহ্র রহমতে সব সময় উন্নতি, সম্মান ও বিজয়ের মধ্যে রয়েছে। ফলে যখনই কোন ক্ষেত্রে মুসলমানদের খুশির ঘটনা ঘটে তখনই তাদের মনোকষ্ট বেড়ে যায়। ফলে মুসলমানদের সংস্রবে যাতে থাকতে না হয় সেটাই তাদের কাম্য। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, তারা কোন আশ্রয়স্থল কিংবা কোন গিরিগুহা কিংবা কোন সুড়ঙ্গ পেলে দৌড়ে গিয়ে তাতে আশ্রয় নিত।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُوْلُوْا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُوْنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللهُ أَنَّى يُؤْفَكُوْنَ–

'তুমি যখন তাদের দেখবে তখন তাদের দেহকান্তি তোমাকে অভিভূত করবে এবং যদি তারা কথা বলে, তবে তুমি তাদের কথা সাগ্রহে শুনবেও। তারা দেয়ালে ঠেকানো কাঠের স্তম্ভ সদৃশ। তারা যেকোন শোরগোলকেই নিজেদের বিরুদ্ধে মনে করে। এরাই হচ্ছে দুশমন। সুতরাং এদের থেকে হুঁশিয়ার থেকো। আল্লাহ তাদের ধ্বংস করুন। এরা বিভ্রান্ত হয়ে কোথায় ফিরে চলছে? *(মুনাফিকূন ৬৩/৪)*।

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, এই মুনাফিকরা সবচেয়ে সুন্দর দেহের অধিকারী, সবচেয়ে আকষর্ণীয় ভাষার অধিকারী, কথাবার্তায় অত্যন্ত সুমিষ্ট; কিন্তু তাদের মন সবচেয়ে বেশী নোংরা এবং অন্তর অত্যন্ত দুর্বল। এজন্য তাদের উদাহরণ দেয়ালে ঠেকানো সেই কাঠের মত, যার কোন সারবত্তা নেই। যেগুলো শিকড় থেকে উপড়ে ফেলানো। তারপর সেগুলোকে দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা হয়েছে; যাতে মাটিতে পড়ে থাকায় পথচারীরা পা মাড়িয়ে না যায়।[৭]

**১৬. তারা যা করেনি তা করার নামে প্রশংসা পিয়াসী :**

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَا أَتَوْا وَّيُحِبُّوْنَ أَن يُحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا فَلاَ تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ

'যারা নিজেরা যা করে তাতে আনন্দ প্রকাশ করে এবং নিজেরা যা করেনি তার জন্যও প্রশংসিত হ'তে ভালবাসে এমন লোকদের সম্পর্কে তুমি কখনো ভাববে না যে তারা আল্লাহ্র আযাব থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে। বরং তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে' *(আলে ইমরান ৩/১৮৮)*।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে মুনাফিকদের কিছু লোক ছিল, যারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন কোন যুদ্ধে বের হ'তেন তখন তাঁর সাথে অংশ না নিয়ে পিছনে থেকে যেত। তারা এভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে না যাওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করত। তারপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন মদীনায় ফিরে আসতেন তখন তারা তাঁর সামনে নানা অজুহাত পেশ করত। তারা এসব অজুহাতের জন্য আল্লাহ্র নামে কসমও করত। সেই সঙ্গে তারা যে কাজ করেনি, সেই কাজ করেছে মর্মে তাদের প্রশংসা করা হ'লে তারা খুব খুশি হয় এবং এরূপ কাজ না করেও প্রশংসা পেতে তারা খুব আকাঙ্ক্ষী হয়। এতদপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন।[৮]

**১৭. তারা সৎকর্মকে দূষণীয় গণ্য করে :**

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوْا مِنْهَا رَضُوْا وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُوْنَ 'এদের (মুনাফিকদের) মাঝে এমন লোকও আছে, যারা দানের ব্যাপারে তোমার উপর দোষারোপ করে। কিন্তু সেই দান সামগ্রী থেকে তাদের কিছু দেওয়া হ'লে তারা সন্তুষ্টি প্রকাশ করে। আর যদি তা থেকে তাদের দেওয়া না হয়, তখন তারা খুবই ক্ষুব্ধ হয়' *(তওবা ৯/৫৮)*।

একদল মুনাফিক নবী করীম (ছাঃ)-এর যুগে দান-ছাদাক্বা বণ্টন নিয়ে তাঁকে দোষারোপ করত। তারা সরাসরি দ্বীন ইসলাম অস্বীকার করত না। কেবল অস্বীকার করত তাদের দানের অংশ না পাওয়ার জন্য। এজন্যই যাকাতের অংশ পেলে তারা খুশি থাকত, না পেলে মনে মনে খুব অসন্তুষ্ট হ'ত। তারা যাকাত ও অন্যান্য দান বণ্টনকালে নবী করীম (ছাঃ)-কে এভাবে অন্যায় দোষারোপ করতো বলে আলোচ্য আয়াতে তাদের অভিযুক্ত ও ভর্ৎসনা করা হয়েছে।[৯]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

الَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِيْنَ لاَ يَجِدُوْنَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ

'মুমিনদের মধ্যে যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ছাদাক্বা করে এবং যারা নিজ শ্রম ব্যতিরেকে কিছুই পায় না, তাদের যারা দোষারোপ করে ও বিদ্রূপ করে, আল্লাহ তাদেরকে বিদ্রূপ করেন। তাদের জন্য আছে মর্মন্তুদ শাস্তি' *(তওবা ৯/৭৯)*।

আবু মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদেরকে যখন দান করার আদেশ দেওয়া হ'ল তখন আর্থিক সঙ্কট সত্ত্বেও আমরা তা পালনে তৎপর হ'লাম। আবু আকীল অর্ধ ছা' (খেজুর কিংবা অন্য কিছু) নিয়ে এল। আরেকজন তার থেকে অনেক বেশী নিয়ে এল। তখন মুনাফিকরা বলতে লাগল, আল্লাহ তা'আলা এই লোকের সামান্য দান গ্রহণের মুখাপেক্ষী নন। আর অন্যজন যে অনেক দান করল, সেও লোক দেখানোর জন্য। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন,

---

৭. মাদারিজুস সালিকীন ১/৩৫৪।

৮. বুখারী হা/৪৫৬৭; মুসলিম হা/২৭৭৭।
৯. তাফসীরুল কুরআনিল আযীম ২/১৮২।

الَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِيْنَ لاَ يَجِدُوْنَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ

'মুমিনদের মধ্যে যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ছাদাক্বা করে এবং যারা নিজ শ্রম ব্যতিরেকে কিছুই পায় না, তাদের যারা দোষারোপ করে ও বিদ্রূপ করে, আল্লাহ তাদেরকে বিদ্রূপ করেন। তাদের জন্য আছে মর্মন্তুদ শাস্তি' *(তওবা ৯/৭৯)*।[১০]

কোন অবস্থাতেই এই মুনাফিকদের দোষারোপ ও নিন্দাবাদের হাত থেকে কেউ নিস্কৃতি পাবে না। এমনকি তাদের নিন্দা থেকে দানকারীরাও মুক্ত নয়। যদি তারা কেউ অনেক মাল দান করে তাহ'লে ওরা বলে, এ লোক দেখাচ্ছে। আর যদি কেউ সামান্য সম্পদ দান করার জন্য হাযির করে, তাহ'লেও বলে, আল্লাহ তা'আলার এতটুকু দান গ্রহণের কোন প্রয়োজন নেই।[১১]

**১৮. নিম্নতম অবস্থানে খুশী :**

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ أَنْ آمِنُوْا بِاللهِ وَجَاهِدُوْا مَعَ رَسُوْلِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُوْلُوْا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوْا ذَرْنَا نَكُنْ مَّعَ الْقَاعِدِيْنَ 'আর যখন এমন সূরা অবতীর্ণ হয়, যাতে বলা হয়, তোমরা আল্লাহ্র উপরে ঈমান আন এবং তাঁর রাসূলের সাথে জিহাদ কর, তখন তাদের মধ্যে যাদের শক্তিসামর্থ্য আছে তারা তোমার নিকট অব্যাহতি চায় এবং বলে, আমাদেরকে ছাড় দিন। যারা বসে থাকে, আমরা তাদের সাথে থাকব' *(তওবা ৯/৮৬)*।

যাদের জিহাদ করার শক্তি-সামর্থ্য ও অর্থ-বিত্ত আছে, তারপরও তারা জিহাদে অংশ না নিয়ে বাড়ি বসে থাকার অনুমতি চায়, আল্লাহ এই আয়াতে তাদের নিন্দা করেছেন। এরা নিজেদের জন্য লজ্জা-অপমানে সন্তুষ্ট। এরা মহিলাদের ন্যায় বাড়ি বসে থাকে সেনাবাহিনীর যুদ্ধে বেরিয়ে যাওয়ার পর। যুদ্ধ সংঘটিত হ'লে দেখা যায়, এদের মত কাপুরুষ আর দ্বিতীয় কেউ মানব সমাজে নেই। আর যখন শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করে, তখন লম্বা লম্বা কথা বলায় মানবসমাজে তাদের জুড়ি মেলে না। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেছেন,

أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُوْنَ إِلَيْكَ تَدُوْرُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوْكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ

'তারা তোমাদের প্রতি কুণ্ঠাবোধ করে। অতঃপর যখন তোমাদের উপর কোন বিপদ আসে তখন তুমি তাদের দেখবে তারা মৃত্যুভয়ে অচেতন ব্যক্তির মত চক্ষু উল্টিয়ে তোমার দিকে তাকায়। তারপর ভয় যখন দূরীভূত হয়ে যায়, তখন এরাই (গনীমতের) সম্পদের লালসায় তোমাদের সাথে বাকচাতুরী শুরু করে দেয়' *(আহযাব ৩৩/১৯)*। অর্থাৎ নিরাপদকালে তারা তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার ভাষায় লম্বা লম্বা কথা বলে। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে তারা হয়ে যায় সবচেয়ে বড় কাপুরুষ।[১২]

**১৯. অন্যায়ের আদেশ ও ন্যায়ের নিষেধ :**

মুমিনরা যেখানে ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ করে থাকে, সেখানে মুনাফিকরা তার বিপরীতে মানুষকে অন্যায় কথা ও কাজের আদেশ দেয় এবং ন্যায় কথা ও কাজ করতে নিষেধ করে। আল্লাহ তা'আলা তাদের এ আচরণ অবৈধ আখ্যায়িত করে বলেছেন,

الْمُنَافِقُوْنَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ وَيَقْبِضُوْنَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوْا اللهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ

'মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী একে অপরের অনুরূপ। এরা অন্যায়ের আদেশ দেয় এবং ন্যায়ের নিষেধ করে। আর তারা আল্লাহ্র পথে খরচ করা থেকে নিজেদের হাত গুটিয়ে রাখে। এরা (দুনিয়ায়) আল্লাহ তা'আলাকে ভুলে গেছে তিনিও আখিরাতে তাদের ভুলে যাবেন। নিঃসন্দেহে মুনাফিকরা পাপিষ্ঠ' *(তওবা ৯/৬৭)*।

তাদের হাত গুটিয়ে রাখার অর্থ আল্লাহ্র পথে জিহাদ ও জনকল্যাণমূলক কাজে তারা অর্থ ব্যয় করে না। তারা আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার অর্থ তারা আল্লাহ্র যিকির করতে ভুলে গেছে। ফলে আল্লাহও তাদের ভুলে গেছেন অর্থ- তাদেরকে ভুলে যাওয়া লোক যেমন আচরণ তাদের সাথে করে, তিনিও তাদের সাথে সেরূপ আচরণ করবেন। যেমন তিনি অন্যত্র বলেছেন, وَقِيْلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا 'আর বলা হবে, তোমরা যেমন এই দিনের সাক্ষাৎ লাভের কথা ভুলে গিয়েছিলে, আজ আমিও তেমনি তোমাদের ভুলে গিয়েছি' *(জাছিয়া ৪৫/৩৪)*। মুনাফিকরা পাপাচারী অর্থ তারা সত্যপথ থেকে বিচ্যুত; বাতিল পথের অন্তর্ভুক্ত।[১৩]

**২০. জিহাদে বিরাগ ও তা থেকে পিছুটান :**

মুনাফিকরা ইসলামের খাতিরে জিহাদে অংশগ্রহণে মোটেও আগ্রহ বোধ করে না; বরং জিহাদে অংশগ্রহণ না করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। আল্লাহ তা'আলা তাদের এ আচরণ প্রসঙ্গে বলেন,

---

১০. বুখারী হা/৪৬৬৮; মুসলিম হা/১০১৮।
১১. তাফসীরুল কুরআনিল আযীম ৪/১৭৪।
১২. ঐ ৪/১৯৬।
১৩. ঐ ৪/১৭৩।

فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلاَفَ رَسُوْلِ اللهِ وَكَرِهُواْ أَن يُجَاهِدُوْا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَقَالُوْا لاَ تَنفِرُوْا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرّاً لَّوْ كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ

'যুদ্ধ থেকে পশ্চাদপসরণকারীরা আল্লাহ্র রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে নিজেদের ঘরে বসে থাকতে পেরে খুব খুশি হয়েছে এবং নিজেদের জান-মাল দ্বারা আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করা অপসন্দ করে; আর তারা বলেছে, এই গরমে তোমরা বের হয়ো না। বল, জাহান্নামের আগুন এর চাইতেও অধিক উত্তপ্ত। যদি তারা এ কথা বুঝতে পারত' *(তওবা ৯/৮১)*।

তাবুক যুদ্ধে কিছু মুনাফিক নানা বাহানা তুলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণের সঙ্গে যুদ্ধে যায়নি। ছাহাবীগণের যুদ্ধে বেরিয়ে পড়ার পর তারা যে বাড়ী বসে থাকল সেজন্য তারা বরং খুব আনন্দিত। তারা নিজেদের জান-মাল ব্যয় করে আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করতে একেবারেই অনাগ্রহী, অনিচ্ছুক। তাইতো তারা একে অপরকে বলে, এই গরমে যুদ্ধের জন্য বাইরে বের হয়ো না। তাবুক যুদ্ধ যে সময় হ'তে যাচ্ছিল, তখন ছিল প্রচণ্ড গরম। তাইতো তারা বলেছিল, এই গরমে বাইরে বের হওয়ার দরকার নেই। তদুত্তরে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে বললেন, তুমি ওদের বলে দাও, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতার জন্য যে জাহান্নামের আগুনের দিকে তোমরা ধাবিত হচ্ছ, তা তোমাদের পালিয়ে বাঁচা গরম থেকে বহু বহু গুণ বেশী গরম।[১৪]

**২১. যুদ্ধ না করতে উদ্বুদ্ধ করা এবং ভীতিকর গুজব ছড়ানো :**

*[ঈমানদাররা যাতে যুদ্ধের ময়দানে না যায়, আর গিয়ে থাকলে যাতে ময়দান ছেড়ে চলে আসে মুনাফিকরা সেজন্য তাদের অনুপ্রাণিত করে এবং তাদের মাঝে এমন কথা ছড়ায় যাতে ভয়ে তাদের মন অস্থির হয়ে পড়ে।]* আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِذْ يَقُوْلُ الْمُنَافِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُوْلُهُ إِلَّا غُرُوْراً- وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوْا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُوْلُوْنَ إِنَّ بُيُوْتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيْدُوْنَ إِلَّا فِرَاراً-

'আর স্মরণ কর, যখন মুনাফিক এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি ছিল তারা বলতে লাগল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদের সঙ্গে যে ওয়াদা করেছেন তা প্রতারণা বৈ কিছুই নয়। আর তাদের একটি দল বলেছিল, হে ইয়াছরিবের অধিবাসীরা! আজ (শত্রুবাহিনীর সামনে) তোমাদের দাঁড়াবার মত কোন জায়গা নেই। অতএব তোমরা ফিরে যাও। তাদের একাংশ তোমার কাছে এই বলে অনুমতিও চাইছিল যে, আমাদের বাড়ী-ঘরগুলো অরক্ষিত (তাই আমাদের ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিন)। অথচ তা অরক্ষিত ছিল না। এরা আসলে ময়দান থেকে পালাতে চেয়েছিল' *(আহযাব ৩৩/১২-১৩)*।

**২২. মুমিনদের সাথে থাকায় গড়িমসি :**

যারা মুনাফিক তারা মুমিনদের সাথে জিহাদ কিংবা অনুরূপ কোন কাজে শরীক হ'তে গড়িমসি করে। মূলতঃ মুমিনদের উপর আপতিত বালা-মুছীবত থেকে বাঁচাই তাদের লক্ষ্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيْبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيْداً 'তোমাদের মধ্যে অবশ্যই এমন লোক আছে, যে (যুদ্ধের ব্যাপারে) গড়িমসি করবে। তোমাদের উপর কোন বিপদ-মুছীবত চেপে বসলে সে বলবে, আল্লাহ তা'আলা আমার উপর বড় অনুগ্রহ করেছেন। কেননা আমি সে সময় তাদের সাথে ছিলাম না' *(নিসা ৪/৭২)*।

আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের স্বভাব-চরিত্র বলতে গিয়ে মুমিনদের লক্ষ্য করে বলেছেন যে, হে মুমিনগণ! তোমাদের দল ও জাতিভুক্ত কিছু লোক, যারা তোমাদের সঙ্গে সাদৃশ্য রাখে এবং যাহির করে যে, তারা তোমাদের দাওয়াত ও মিল্লাতের লোক, আসলে তারা মুনাফিক। তোমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-জিহাদে অংশ নিতে তারা গড়িমসি করে। তোমরা তাদেরকে তোমাদের সাথে যেতে বললে নানা অজুহাত ও টালবাহানা করে। তারপর যুদ্ধে যখন তোমাদের কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়- যেমন পরাজয় কিংবা নিহত ও আহত হওয়ার মত ঘটনা ঘটে তখন তারা বলে, বেশ হয়েছে, আল্লাহ আমাদের উপর বড় অনুগ্রহ করেছেন। এজন্যেই তো তাদের সাথে যুদ্ধে আমরা ছিলাম না। থাকলে আমাদেরও আঘাত, যন্ত্রণা, খুন-খারাবী একটা কিছু ঘটে যেত। বিদ্বেষবশতঃ তোমাদের প্রতি তোমাদের সাথে যুদ্ধে অংশ না নেওয়ায় সে খুশি। কেননা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধে মুমিনদের যে পুরস্কার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছেন এবং এ ব্যাপারে শিথিলতা দেখালে যে শাস্তির কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন, তার কোনটাই এই মুনাফিকরা বিশ্বাস করে না। ফলে তারা না পুণ্যের প্রত্যাশী, না শাস্তির ভয়ে ভীত।[১৫]

**২৩. জিহাদে অংশ না নিতে অনুমতি প্রার্থনা :**

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمِنْهُم مَّنْ يَقُوْلُ ائْذَن لِّيْ وَلاَ تَفْتِنِّيْ أَلاَ فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُواْ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ بِالْكَافِرِيْنَ 'আর তাদের ভেতর এমন মানুষও আছে যারা বলে, আমাকে অব্যাহতি দিন এবং আমাকে মুছীবতে ফেলবেন না। সাবধান! এরা তো মুছীবতে পড়েই আছে। আর জাহান্নাম তো কাফেরদের চারিদিকে ঘিরে রয়েছে' *(তওবা ৯/৪৯)*।

---

১৪. ঐ ৪/১৮৯।

১৫. জামিউল বায়ান ৮/৫৩৮।

Contents



আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে তাঁর রাসূলকে উদ্দেশ্য করে কিছু মুনাফিকের স্বভাব তুলে ধরেছেন। তিনি বলছেন, হে রাসূল! কিছু মুনাফিক তোমাকে বলে, আমাকে বাড়ি বসে থাকার অনুমতি দিন। তোমার সাথে যুদ্ধে গিয়ে রোমের সুন্দরী কিশোরীদের ফিৎনায় পড়ে যাই কি-না তাতেই এ অনুমতি চাচ্ছি। আল্লাহ বলেন, এ ধরনের কথা বলে তো ওরা ফিৎনায় পড়েই রয়েছে।[১৬]

**২৪. জিহাদ থেকে পিছনে থাকার জন্য অজুহাত পেশ :**

মুনাফিকরা কোন কারণ ছাড়াই যুদ্ধে অংশ নেয় না। এজন্য কৈফিয়তের সম্মুখীন হ'লে তাদের মিথ্যা অজুহাত পেশের অন্ত থাকে না। আল্লাহ তা'আলা সে কথা তুলে ধরেছেন,

يَعْتَذِرُوْنَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُل لاَّ تَعْتَذِرُوْا لَن نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهُ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُوْنَ

'তোমরা তাদের কাছে ফিরে আসলে তারা তোমাদের কাছে ওযর পেশ করবে। বল, কোন ওযর-আপত্তি পেশ করো না। আমরা আর কখনো তোমাদের বিশ্বাস করব না। আল্লাহ তা'আলা ইতিমধ্যেই তোমাদের সব কথা আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অবশ্যই তোমাদের ক্রিয়াকলাপ দেখবেন। অতঃপর যিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা তাঁর কাছে তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তিত করা হবে এবং তিনি তোমাদের জানিয়ে দেবেন দুনিয়ায় তোমরা কী কী কাজ করেছিলে' *(তওবা ৯/৯৪)*।

মুনাফিকদের বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে বলছেন যে, মুসলমানরা যখন তাবুক যুদ্ধ থেকে মদীনায় ফিরে আসবে তখন এই মুনাফিকরা কেন যুদ্ধে যেতে পারেনি সে সম্পর্কে নানা কৈফিয়ত পেশ করবে। তাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আল্লাহ তা'আলা পূর্বেই বলে দিচ্ছেন, তুমি তাদের বলবে, তোমাদের আর এসব কৈফিয়ত, অজুহাত পেশ করার দরকার নেই। আমরা তোমাদের বিশ্বাস করি না। তোমাদের খবরাদি আল্লাহ তা'আলা আগেই আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমাদের ক্রিয়াকলাপ অচিরেই মানুষের সামনে তুলে ধরবেন। তারপর কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে দৃশ্য-অদৃশ্যের পরিজ্ঞাত মহান আল্লাহ্র নিকট ফিরে যেতে হবে। সেখানে তিনি তোমাদের ভাল-মন্দ সকল কাজের খবর দিবেন এবং তদনুযায়ী প্রতিদান দেবেন।[১৭]

১৬. তাফসীরুল কুরআনিল আযীম ৪/১৬১।
১৭. ঐ, ৪/২০১।

**২৫. মানুষের দৃষ্টির আড়াল হওয়ার চেষ্টা :**

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ النَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ اللهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُوْنَ مَا لاَ يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطاً

'এরা মানুষের কাছ থেকে নিজেদের কর্ম গোপন রাখতে চায়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে তারা কিছুই গোপন করতে পারবে না। তারা যখন রাতের অন্ধকারে এমন সব বিষয়ে সলাপরামর্শ করে যা তিনি পসন্দ করেন না, তখনও তিনি তাদের সাথেই থাকেন। এরা যা কিছু করে তা সম্পূর্ণই আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানের আওতাধীন' *(নিসা ৪/১০৮)*।

এ আয়াতে মুনাফিকদের উক্ত আচরণের প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। তাদের মন্দ কাজগুলো যাতে মানুষের দৃষ্টিতে ধরা না পড়ে, সেজন্য তারা তা লুকিয়ে করে। যার ফলে মানুষ তাদের প্রতিবাদ করতে পারে না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার কাছে তো তারা তা খোলামেলাই করছে। কেননা তিনি তাদের সব গোপন কথা জানেন এবং তাদের মনের অবস্থাও তাঁর সুবিদিত। এজন্যই তিনি তাদের ধমক ও ভীতি প্রদর্শন স্বরূপ বলেছেন, রাতের আঁধারে যখন তারা গোপনে সলাপরামর্শ করে যা আল্লাহ্র নিকট পসন্দনীয় নয় সে সময়েও আল্লাহ তাদের সাথে থাকেন। তাদের সব কাজই আল্লাহ্র আয়ত্তের মধ্যে রয়েছে।[১৮]

*[চলবে]*

১৮. ঐ, ২/৪০৭।

Contents



# তাওহীদের গুরুত্ব ও শিরকের ভয়াবহতা

*শায়খ খালেদ বিন সাঊদ বিন আমের আল-আজমী**

الشيخ خالد ابن سعود ابن عامر العجمي

মানুষের জীবনে তাওহীদ অতীব গুরত্বপুর্ণ বিষয়। তাওহীদ বিশ্বাসের কারণেই মানুষ পরকালে মুক্তি লাভ করবে। তাওহীদ সম্পর্কে জানা ও নির্ভেজাল তাওহীদে বিশ্বাসী হওয়া প্রত্যেকের জন্য অত্যাবশ্যক। তাওহীদের বিপরীত হ'ল শিরক। যার কারণে মানুষের জীবনের সকল পুণ্য বিনষ্ট হয়, পূর্বের সব আমল বাতিল হয়ে যায় এবং পরকালে জাহান্নাম অবধারিত হয়। তাই শিরক থেকে সতর্ক-সাবধান হওয়া সকল মানুষের জন্য অতি যরূরী। আলোচ্য নিবন্ধে তাওহীদ ও শিরক সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করা হ'ল।-

## তাওহীদের পরিচয় ও প্রকারভেদ

তাওহীদ 'ওয়াহদাতুন' ধাতু হ'তে উৎপন্ন। যার অর্থ একক। তাওহীদ-এর আভিধানিক অর্থ একক গণ্য করা বা একত্ববাদ। পারিভাষিক অর্থ- 'আসমান ও যমীনসহ এর ভিতর ও বাইরের জানা-অজানা সকল সৃষ্টির একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা হিসাবে আল্লাহকে বিশ্বাস করা। তাওহীদ তিন প্রকার : (১) তাওহীদে রুবূবিয়াত (২) তাওহীদে আসমা ওয়া ছিফাত (৩) তাওহীদে ইবাদত বা উলূহিয়াত। বাংলায় যাকে বলা যায়- সৃষ্টি ও প্রতিপালনে একত্ব, নাম ও গুণাবলীর একত্ব এবং ইবাদত ও উপাসনায় একত্ব।

(১) **'তাওহীদে রুবূবিয়াত'**-এর অর্থ হ'ল আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রূযীদাতা, রোগ ও আরোগ্যদাতা, জীবন ও মরণদাতা প্রভৃতি হিসাবে বিশ্বাস করা। কিছু সংখ্যক নাস্তিক ও প্রকৃতিবাদী ছাড়া দুনিয়ার প্রায় সকল মানুষ সকল যুগে এমনকি শেষনবী (ছাঃ)-এর আগমনকালে মক্কার মুশরিক আরবরাও আল্লাহকে 'রব' হিসাবে, সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা হিসাবে বিশ্বাস করত। কুরায়েশ নেতারা তাদের ছেলেদের নাম আব্দুল্লাহ, আব্দুল মুত্ত্বালিব ইত্যাদি রাখত।

(২) **'তাওহীদে আসমা ওয়া ছিফাত'**-এর অর্থ হ'ল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলী যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, সেভাবেই আল্লাহ্র সত্তার সাথে সম্পৃক্ত ও সনাতন বলে বিশ্বাস করা, যা বান্দার নাম ও গুণাবলীর সাথে তুলনীয় নয়। সুগন্ধিকে যেমন ফুল হ'তে পৃথক করা যায় না, কিরণকে যেমন সূর্য হ'তে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, আল্লাহ্র গুণাবলীকে তেমনি তাঁর সত্তা হ'তে পৃথক ভাবা যায় না। তিনি দয়া বিহীন দয়ালু, কথা বিহীন কথক, কর্ণহীন শ্রোতা বা হস্তবিহীন দাতা নন। তিনি নিরাকার বা নির্গুণ সত্তা নন। বরং তাঁর আকার রয়েছে। কিন্তু তা কেমন তা কেউ জানে না। 'তাঁর তুলনীয় কিছুই নেই, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা' *(শূরা ৪২/১১)*। 'তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই' *(ইখলাছ ১১২/৪)*। 'লোকেরা তাঁর সম্পর্কে যেসব বিশেষণ প্রয়োগ করে থাকে, সেসব থেকে তিনি অনেক ঊর্ধ্বে' *(ছাফফাত ৩৭/১৮০)*। মু'আত্ত্বিলাগণ আল্লাহকে নির্গুণ ও নিরাকার মনে করে শূন্য সত্তার পূজারী হয়েছে। জাহমিয়া, ক্বাদারিয়া, মু'তাযিলা প্রভৃতি এদের অনেকগুলি উপদল রয়েছে। মুজাসসিমাহ ও মুশাব্বিহাগণ আল্লাহকে বান্দার সদৃশ কল্পনা করে মূর্তিপূজারী হয়েছে। প্রকৃত সত্য রয়েছে এ দুইয়ের মধ্যবর্তী পথে, যা ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের গৃহীত পথ।

(৩) **'তাওহীদে ইবাদত বা উলূহিয়াত'**-এর অর্থ হ'ল 'সর্বপ্রকার ইবাদতের জন্য আল্লাহকে একক গণ্য করা'। আল্লাহ্র জন্য সর্বাধিক ভালোবাসা সহ চরম প্রণতি পেশ করাকে 'ইবাদত' বলা হয়। সামগ্রিক অর্থে 'ইবাদত' ঐসকল প্রকাশ্য ও গোপন কথা ও কাজের নাম, যা আল্লাহ ভালবাসেন ও খুশী হন'। 'ইলাহ' সেই সত্তাকে বলা হয়, যাঁর নিকটে আশ্রয় ভিক্ষা করতে হয় ও যাঁকে ইবাদত করতে হয় মহব্বতের সাথে একনিষ্ঠভাবে ভীতিপূর্ণ সম্মান ও সর্বোত্তম শ্রদ্ধার সাথে।

মানুষের জীবনে ইবাদাত ও মু'আমালাত বা আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক দু'টি দিক রয়েছে। এর মধ্যে আধ্যাত্মিক বা রূহানী জগতটাই বেশী গুরুত্বপূর্ণ। আধ্যাত্মিক জগতের বিশ্বাস অনুযায়ী মানুষ তার বৈষয়িক জীবন পরিচালনা করে। এ কারণে আধ্যাত্মিক জগতকে সুনিয়ন্ত্রিত করার জন্য ইসলাম যে বিধান সমূহ প্রদান করেছে তা হ'ল 'তাওক্বীফী'। অর্থাৎ যার কোন নড়চড় নেই। বান্দার পক্ষ হ'তে সেখানে কোনরূপ রায়-ক্বিয়াস বা ইজতিহাদের অবকাশ নেই। ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত, যবহ-মানত ইত্যাদি ইবাদত সমূহের নিয়ম পদ্ধতি উক্ত বিধানের অন্তর্ভুক্ত। এসব ক্ষেত্রে কেবলমাত্র পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে প্রাপ্ত বিধান মেনে চলাই নিরপেক্ষ মুমিনের কর্তব্য।

অতঃপর 'মু'আমালাত' বা বৈষয়িক জীবনে মুমিন আল্লাহ প্রেরিত 'হুদূদ' বা সীমারেখার মধ্যে থেকে স্বাধীনভাবে কাজ করবেন। আদেশ-নিষেধ ও হালাল-হারাম-এর সীমারেখার মধ্যে থেকে যোগ্য আলেমগণ শারঈ মূলনীতির আলোকে 'ইজতিহাদ' করবেন ও যুগ-সমস্যার সমাধান দিবেন। রাজ্যশাসন, প্রজাপালন, চাকুরী-বাকুরী, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি মানুষের জীবনের বিস্তীর্ণ কর্মজগত তার মু'আমালাত বা বৈষয়িক জীবনের অন্তর্ভুক্ত। একজন প্রকৃত মুমিন তার আধ্যাত্মিক জীবনে যেমন আল্লাহ্র বিধান মেনে চলেন, তেমনি বৈষয়িক জীবনেও ইসলামী শরী'আতের আনুগত্য করে থাকেন। আধ্যাত্মিক জীবনে আল্লাহ্র আনুগত্য ও বৈষয়িক জীবনে গায়রুল্লাহ্র আনুগত্য স্পষ্ট শিরক। জান্নাতপিয়াসী মুমিনকে তাই ইবাদতের ক্ষেত্রে যেমন হাদীছপন্থী হ'তে হবে, বৈষয়িক জীবনেও তেমনি শারঈ বিধানের আনুগত্য করে চলতে হবে। নইলে তার তাওহীদের দাবী মিথ্যা প্রমাণিত হবে। তাওহীদে রুবূবিয়াতকে মেনে নিলেও কাফের আরব নেতারা তাওহীদে ইবাদতকে মেনে নিতে পারেনি বলেই নবীকে অস্বীকার করেছিল।

* *দাঈ, ধর্ম মন্ত্রণালয়, রিয়াদ, সাঊদী আরব।*

Contents



**তাওহীদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য :**

তাওহীদের গুরুত্ব অপরিসীম। তাওহীদের কারণেই মানুষ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে এবং পরকালে জান্নাত লাভে সক্ষম হবে। নিম্নে তাওহীদের গুরুত্বের কতিপয় দিক উল্লেখ করা হ'ল।-

**১. মানব সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য :** আল্লাহ মানুষকে কেবল তাঁর ইবাদতের জন্য তথা তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ 'আমি মানুষ ও জিনকে কেবল আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি' *(যারিয়াত ৫১/৫৬)*। আর ইবাদতের মূল তাওহীদের স্বীকৃতি।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ- 'হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্র ইবাদতে সর্বদা রত থাক, যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তাহ'লে তোমরা সংযমী ও মুত্তাক্বী হ'তে পারবে' *(বাক্বারাহ ২/২১)*। তিনি আরো বলেন, فَلاَ تَجْعَلُوْا لِلّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ- 'তাঁর সাথে অন্য কাউকে কদাচ অংশীদার করো না, অথচ তোমরা জান' *(বাক্বারাহ ২/২২)*।

মানবজাতির সর্বপ্রথম কর্তব্য হচ্ছে তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে এক বলে জানা। কেননা আল্লাহকে এক বলে না জানা পর্যন্ত তাঁকে এক বলে মানাও যায় না। আল্লাহ বলেন, فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ 'অতএব জেনে রাখ, নিঃসন্দেহে আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য ইলাহ নেই' *(মুহাম্মাদ ৪৭/১৯)*।

**২. নবী-রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল তাওহীদের প্রতিষ্ঠা :** তাওহীদ বা আল্লাহ্র একত্বকে প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্যই আল্লাহ মানবজাতির নিকট যুগে যুগে নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। তাওহীদই হচ্ছে সমস্ত রাসূলদের দাওয়াতের মূল কথা, যার দিকে তাঁরা তাঁদের উম্মতদের ডেকেছেন। আল্লাহ বলেন, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُوْلٍ إِلاَّ نُوْحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُوْنِ 'আর তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল আমরা পাঠাইনি যার প্রতি আমরা এই ওহী অবতরণ করিনি যে, 'আমি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই; সুতরাং তোমরা আমার ইবাদত কর' *(আম্বিয়া ২১/২৫)*। তিনি আরো বলেন, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُوْلًا أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ 'আর আমরা অবশ্যই প্রত্যেক জাতির নিকটে একজন রাসূল প্রেরণ করেছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগূতকে পরিহার কর' *(নাহল ১৬/৩৬)*।

**৩. তাওহীদ বিশ্বাস নিরাপত্তা ও হেদায়াত লাভের মাধ্যম :** আল্লাহ বলেন, الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا إِيْمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَـئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُوْنَ 'যারা ঈমান আনে এবং স্বীয় বিশ্বাসকে শিরকের সাথে মিশ্রিত করে না, তাদের জন্যেই শান্তি এবং তারাই সুপথগামী' *(আন'আম ৬/৮২)*।

তিনি আরো বলেন, 'এবং এ কারণেও যে, যাদেরকে জ্ঞানদান করা হয়েছে তারা যেন জানে যে, এটা তোমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে সত্য; অতঃপর তারা যেন এতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর যেন এর প্রতি অনুগত হয়। আল্লাহ বিশ্বাসস্থাপনকারীকে অবশ্যই সরল পথ প্রদর্শন করেন' *(হজ্জ ২২/৫৪)*।

**৪. দুনিয়া ও আখেরাতে দৃঢ়তা লাভের মাধ্যম :** আল্লাহ বলেন, يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ 'যারা শাশ্বত বাণীতে বিশ্বাসী তাদেরকে আল্লাহ দুনিয়ার জীবনে ও আখেরাতে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন' *(ইবরাহীম ১৪/২৭)*।

**৫. গোনাহ মাফের উপায় :** আল্লাহ বলেন, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ 'আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আমরা অবশ্যই তাদের মন্দ কর্মগুলো মিটিয়ে দেব এবং তাদেরকে তাদের কর্মের উৎকৃষ্টতর প্রতিদান দেব' *(আনকাবূত ২৯/৭)*। তিনি আরো বলেন, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ 'আর যদি আহলে কিতাবরা বিশ্বাস স্থাপন করত এবং আল্লাহভীতি অবলম্বন করত, তবে আমরা তাদের মন্দ বিষয়সমূহ ক্ষমা করে দিতাম এবং তাদেরকে নে'মতের উদ্যানসমূহে প্রবেশ করতাম' *(মায়েদাহ ৫/৬৫)*।

**৬. জান্নাত লাভের মাধ্যম :** আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَبَشِّرِ الَّذِين آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقاً قَالُوْا هَـذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوْا بِهِ مُتَشَابِهاً وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

'আর হে নবী! যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ সমূহ করেছে, তুমি তাদেরকে এমন জান্নাতের সুসংবাদ দাও, যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহমান থাকবে। যখনই তারা খাবার হিসাবে কোন ফল প্রাপ্ত হবে, তখনই তারা বলবে, এতো অবিকল সে ফলই যা আমরা ইতিপূর্বেও লাভ করেছিলাম। বস্তুতঃ তাদেরকে একই প্রকৃতির ফল প্রদান করা হবে এবং সেখানে তাদের জন্য শুদ্ধাচারিণী রমণীকুল থাকবে। আর সেখানে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে' *(বাক্বারাহ ২/২৫)*।

Contents



## শিরকের পরিচয় ও প্রকারভেদ

শিরকের আভিধানিক অর্থ- অংশ। الـــشِّرْكُ শব্দের মাছদার বা ক্রিয়ামূল হ'ল الاشْـــرَاكُ (আল-ইশরাক) অর্থ: শরীক করা। পারিভাষিক অর্থ: আল্লাহ্‌র সত্তা অথবা গুণাবলীর সাথে অন্যকে শরীক করা। শিরকের সংজ্ঞায় আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেছেন, الشرك هو أن يتخذ من دون الله نداً يحبه كما يحب الله 'শিরক হ'ল আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কাউকে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ গ্রহণ করা এবং আল্লাহ্‌র মত তাকে ভালবাসা'।[১৯]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শিরকের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, أَنْ تَجْعَلَ لِلَّه نِدّاً وَهُوَ خَلَقَكَ 'আল্লাহ্‌র জন্য অংশীদার সাব্যস্ত করা, অথচ তিনি (আল্লাহ) তোমাকে সৃষ্টি করেছেন'।[২০]

তাওহীদের বিপরীত হ'ল শিরক। শিরক ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ *(নিসা ৪/৪৮, ১১৬)*।

শিরক পাঁচ প্রকার। যথা- (১) জ্ঞানগত শিরক (২) ব্যবহারগত শিরক (৩) ইবাদতে শিরক (৪) অভ্যাসগত শিরক (৫) ভালবাসায় শিরক। এগুলি হ'ল বড় শিরক বা 'শিরকে আকবার'। এতদ্ব্যতীত 'শিরকে আছগার' বা ছোট শিরক হ'ল 'রিয়া' বা লোক দেখানো দ্বীনদারী। যা বড় শিরকের এক দর্জা নীচে এবং সবচেয়ে বড় কবীরা গোনাহ।

(১) **জ্ঞানগত শিরক :** এর অর্থ হ'ল আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী মনে করা, বিপদ-আপদে অন্য কোন অদৃশ্য সত্তাকে আহ্বান করা, অন্যের নামে যিকর করা বা ধ্যান করা ইত্যাদি।

(২) **ব্যবহারগত শিরক :** এর অর্থ সৃষ্টির পরিকল্পনা ও সৃষ্টি জগতের পরিচালনায় অন্য কাউকে শরীক গণ্য করা। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকেই মুসলমানের রাজনীতি, অর্থনীতি, বিচারনীতি, শিক্ষানীতি, ধর্মীয় নীতি, সমাজনীতি সবকিছু পরিচালিত হবে। এটাই হ'ল তাওহীদের মূল কথা এবং এর বিপরীতটাই হ'ল শিরক।

(৩) **ইবাদতে শিরক :** এর অর্থ হ'ল ইবাদত বা উপাসনার ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র সাথে অন্যকে শরীক করা। যেমন আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে সিজদা করা, অন্যের নামে যবহ করা, মানত করা, অন্যের নিকটে প্রার্থনা করা, অন্যকে ভয় করা, আকাঙ্ক্ষা করা, যে আনুগত্য ও সম্মান আল্লাহকে দিতে হয় সেই আনুগত্য ও সম্মান অন্যের প্রতি প্রদর্শন করা, কবরপূজা করা ইত্যাদি। পৃথিবীর সবচাইতে প্রাচীনতম শিরক হ'ল মূর্তিপূজা।

(৪) **অভ্যাসগত শিরক :** এর অর্থ হ'ল মানুষ অভ্যাস বশতঃ অনেক সময় শিরক করে থাকে। শিরকী কথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করে, হালালকে হারাম করে, হারামকে হালাল করে ইত্যাদি। যেমন বিশ্বব্যাপী প্রচলিত রেওয়াজের দোহাই দিয়ে দেশে সূদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু রাখা, কারো সম্মানে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা, নিজেদের বানানো শহীদ মিনার, শিখা অনির্বাণ, শিখা চিরন্তন, স্মৃতিসৌধ, ভাষ্কর্য, টাঙ্গানো ছবি বা চিত্রে ইত্যাদিতে ফুলের মালা বা পুষ্পাঞ্জলী নিবেদন করা।

(৫) **ভালবাসায় শিরক :** এর অর্থ বান্দার ভালবাসাকে আল্লাহ্‌র ভালবাসার উর্ধ্বে স্থান দেওয়া। অর্থাৎ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত বিধানের উর্ধ্বে কোন মুজতাহিদ ইমাম, মুফতী, পীর-আউলিয়া বা শাসনকর্তার আদেশ-নিষেধ ও বিধান সমূহকে অধিক ভালোবাসা ও তদনুযায়ী আমল করা।

## শিরকের ভয়বহতা ও পরিণতি

**১. শিরক ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ :**

আল্লাহ শিরকের গুনাহ ক্ষমা করবেন না। তিনি বলেন, إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَـــشَاءُ وَمَـــنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيْمًـــا. 'নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। এ ব্যতীত অন্য সব, যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন। আর যে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করল, বস্তুতঃ সে আল্লাহ্‌র প্রতি অপবাদ আরোপ করল' *(নিসা ৪/৪৮)*।

**২. শিরক জাহান্নাম ওয়াজিব করে দেয় :**

শিরক মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। আল্লাহ বলেন, إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَـــأْوَاهُ النَّـــارُ وَمَـــا لِلظَّالِمِيْنَ مِـــنْ أَنْـــصَارٍ. 'নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে অংশীদার স্থাপন করে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম। অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই' *(মায়েদাহ ৫/৭২)*।

ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِى لاَيُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَـــرَقَ. 'আমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সঙ্গে কাউকে শরীক না করে মৃত্যুবরণ করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (রাবী বলেন) আমি জিজ্ঞেস করলাম, যদি সে যেনা করে এবং চুরি করে থাকে তবুও? তিনি বললেন, যদিও সে যেনা করে এবং চুরি করে থাকে'।[২১]

অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ لَقِىَ اللهَ لاَيُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ. 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক না করে মৃত্যুবরণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি তাঁর সাথে কাউকে শরীক করে মৃত্যুবরণ করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে'।[২২]

---

১৯. *মাদারেজুস সালেকীন ১/৩৩৯; মাসিক আল-বায়ান, সংখ্যা ৬৯, নভেম্বর ১৯৯৭।*
২০. *বুখারী হা/৪২০৭।*
২১. *ছহীহ বুখারী হা/১২৩৭ 'জানাযা' অধ্যায়।*
২২. *ছহীহ মুসলিম হা/২৬৬৩ 'ঈমান' অধ্যায়।*

**৩. শিরক পূর্বের আমল সমূহ বিনষ্ট করে দেয় :**

আল্লাহ তা'আলা বান্দার সৎ কাজগুলোকে বৃদ্ধি করে দেন। কিন্তু শিরক বান্দার ভাল আমলগুলোকে ধ্বংস করে দেয়। আল্লাহ বলেন, وَلَوْ أَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُوْنَ. 'যদি তারা শিরক করে তবে তাদের আমল সমূহ নষ্ট হয়ে যাবে' *(আন'আম ৬/৮৮)*। অন্য আয়াতে তিনি বলেন, وَلَقَدْ أُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. 'তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে যে, যদি তুমি আল্লাহ্র শরীক স্থির কর, তবে তোমার কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে। আর তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(যুমার ৩৯/৬৫)*।

**৪. শিরক সবচেয়ে বড় গুনাহ :**

কবীরা তথা বড় গুনাহের একটি হ'ল শিরক। একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবীগণকে লক্ষ্য করে বললেন, أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ قُلْنَا بَلَى يَارَسُوْلَ اللهِ. قَالَ اَلْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ. 'আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় গুনাহ সম্পর্কে সংবাদ দিব না? আমরা বললাম, অবশ্যই হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তিনি বললেন, আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করা এবং পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া'।[২৩]

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِىْ حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَالتَّوَلِّىْ يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ وَالْمُمْنَاتِ.

'তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক জিনিস থেকে বেঁচে থেকো। ছাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! ঐ ধ্বংসাত্মক জিনিসগুলো কি কি? তিনি জবাবে বললেন, আল্লাহ্র সাথে শরীক করা, যাদু করা, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা যা আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন, সূদ খাওয়া, ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ করা, যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা, সরলা নির্দোষ সতী-সাধ্বী মুমিনা মহিলাকে অপবাদ দেওয়া'।[২৪] অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'সবচেয়ে বড় গুনাহ তিনটি (১) আল্লাহ্র সাথে শরীক করা (২) পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া এবং (৩) মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া'।[২৫]

২৩. *বুখারী, মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৫৫০*।
২৪. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫২; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৬১৪*।
২৫. *বুখারী; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৫০*।

**৫. শিরক জঘন্যতম পাপ :**

যেসব কাজ করলে আল্লাহ্র আনুগত্যের পরিবর্তে পাপ অর্জিত হয় শিরক তার অন্যতম। শিরককে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) জঘন্যতম পাপ বলে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ বলেন, 'যে আল্লাহ্র সাথে শিরক করল সে জঘন্য পাপ করল' *(নিসা ৪/৪৮)*।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللهِ أَىُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ. 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্র নিকট জঘন্যতম পাপ কোন্টি? জবাবে তিনি বললেন, কাউকে আল্লাহ্র সমকক্ষ বানানো (শরীক করা), অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন'।[২৬]

অতএব খালেছ তাওহীদ বিশ্বাস ও শিরক থেকে বেঁচে থাকা ব্যতীত জান্নাত হাছিল করা সম্ভব নয়। সেকারণে আমাদেরকে আক্বীদার ক্ষেত্রে শিরক মুক্ত তাওহীদ পন্থী এবং আমলের ক্ষেত্রে বিদ'আত মুক্ত সুন্নাতপন্থী হ'তে হবে। আল্লাহ আমাদের শিরক থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন- আমীন!

২৬. *বুখারী হা/৪২০৭*।

# মাদায়েন বিজয়

*আব্দুর রহীম**

**ভূমিকা :**

পৃথিবীতে ঘটে যাওয়া যে সকল ঘটনা ইতিহাসের মোড় পরিবর্তন করেছে, মুসলমানদের মাদায়েন বিজয় তন্মধ্যে অন্যতম। এ বিজয়ের মাধ্যমে সমগ্র ইরাক অঞ্চলের উপর মুসলমানদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পারস্য ও রোম বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন, যা খলীফা আবুবকর ও ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর খেলাফতকালে বাস্তবায়িত হয়েছিল। মাদায়েন বিজয়ের সাথে সাথে জালূলা, হুলওয়ান প্রভৃতি এলাকাও মুসলমানদের দখলে চলে আসে। এ সকল যুদ্ধের সর্বাধিনায়ক ছিলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খালু, ইসলামের জন্য প্রথম তীর নিক্ষেপকারী[২৭] ও প্রথমদিকে ইসলাম গ্রহণকারী ছাহাবী সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ)। পারস্যের রাজধানী মাদায়েন মুসলমানগণ কর্তৃক বিজিত হয় ১৬ হিজরীর ছফর মাসে। আর মুসলিম সৈন্যগণ সেখানে প্রবেশ করেন ১৫ হিজরীর যিলহজ্জ মাসে।[২৮] আলোচ্য নিবন্ধে মুসলমানদের মাদায়েন বিজয়ের ইতিহাস বিধৃত হ'ল।-

**পারস্য ও রোম বিজয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী :**

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর ছাহাবীগণকে পারস্য বিজয়ের সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন এবং মাদায়েনে অবস্থিত কিসরা সম্রাটের সাদা ভবন তাকে দেখানো হয়েছিল।[২৯] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীকে আমার জন্য সংকুচিত করলেন। ফলে আমি তার পূর্ব ও পশ্চিম উভয় প্রান্ত দেখলাম। আর আমার উম্মতগণ আমার জন্য সংকুচিত পুরো পৃথিবীতে অচিরেই আধিপত্য বিস্তার করবে। আমাকে লাল (স্বর্ণ) ও সাদা (রৌপ্য) দু'টি ধন ভাণ্ডার প্রদান করা হয়েছে'।[৩০] অর্থাৎ পারস্য (বর্তমান ইরাক) ও রোমের (বর্তমান সিরিয়া) রাজত্ব দান করা হয়েছে।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'পারস্য সম্রাট কিসরা যখন ধ্বংস হয়ে যাবে তখন আর কোন কিসরা থাকবে না। রোম সম্রাট কায়ছার যখন ধ্বংস হয়ে যাবে তখন আর কোন কায়ছার থাকবে না। যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম! অবশ্যই এই দুই সাম্রাজ্যের ধনভাণ্ডারসমূহ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করা হবে'।[৩১]

আব্দুল্লাহ ইবনু বিশর বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা পাত্রের পার্শ্বদেশ হ'তে খাবার গ্রহণ কর আর তার মধ্যস্থল রেখে দাও, তাতে বরকত নাযিল হবে। অতঃপর বললেন, তোমরা খাবার গ্রহণ কর। আল্লাহ্র কসম! অবশ্যই তোমরা পারস্য ও রোমের উপর বিজয় লাভ করবে। তখন খাবার অনেক বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু তাতে 'বিসমিল্লাহ' বলা হবে না'।[৩২]

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, একদা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) ছাহাবীগণকে জিজ্ঞেস করলেন যে, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ..... 'যখন আল্লাহ্র সাহায্য ও বিজয় আসবে'... (*নাছর ১১০/০১*)-এর দ্বারা উদ্দেশ্য কি? তারা বললেন, পারস্যের রাজধানী মাদায়েন ও এর প্রাসাদগুলোর উপর বিজয় লাভ করা। এবার তিনি এর মর্ম সম্পর্কে ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অত্যাসন্ন মৃত্যুকে বুঝানো হয়েছে।[৩৩]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জনৈক ছাহাবী বর্ণনা করেন, যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবীগণকে আহযাবের যুদ্ধের দিন পরিখা খনন করার নির্দেশ দিলেন, তখন তাদের সামনে এমন একটি পাথর পড়ে গেল যা পরিখা খননে বাধা হয়ে দাঁড়াল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি কোদাল নিয়ে তাঁর চাদরখানা গর্তের পাশে রেখে বললেন, 'তোমার প্রতিপালকের বাণী সত্য ও ন্যায়পরায়ণতা দিয়ে পূর্ণ হয়ে গেছে। তাঁর বাণী পরিবর্তন করার অধিকার কেউ রাখে না। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ'। অতঃপর পাথর তিনটি অপসারণ করলেন। সালমান ফারেসী (রাঃ) তা প্রত্যক্ষ করছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন পাথরের উপর আঘাত করছিলেন তখন আঘাতের ঘর্ষণে বিদ্যুৎ চমকিয়ে চারিদিক আলোকিত হয়ে যাচ্ছিল। এভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তিন বার আঘাত করলেন এবং তিন বারই উপরোক্ত বাণীগুলো পাঠ করলেন। আর তিনবারই বিদ্যুৎ চমকিয়ে আলোকিত হ'ল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেখান থেকে বের হয়ে চাদরখানা নিয়ে বসে পড়লেন। সালমান ফারেসী (রাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি লক্ষ্য করলাম যে, যখনই আপনি পাথরের উপর আঘাত করছিলেন, তখনই বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হে সালমান! তুমি তা দেখেছ? তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন তাঁর কসম করে বলছি, হ্যাঁ আমি তা দেখেছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমি যখন পাথরে প্রথম আঘাত করেছিলাম, তখন পারস্যের কিসরার মাদায়েন ও তার আশপাশ এবং বহু শহর আমার সামনে তুলে ধরা হয়েছিল, আমি তা নিজ চোখে দেখলাম। উপস্থিত জনৈক

---

* *শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

২৭. *বুখারী হা/৪৩২৭।*

২৮. *তারীখু ইবনু জারীর ত্বাবারী ৩/৬১৮ ও ৪/০১, ৪/২৩,৩২; ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১০/২৪ পৃঃ।*

২৯. *নাসাঈ হা/৩১৭৬।*

৩০. *মুসলিম হা/২৮৮৯; মিশকাত হা/৫৭৫০।*

৩১. *বুখারী হা/৩০২৭, ৩১২০; মুসলিম হা/২৯১৮; মিশকাত হা/৫৪১৮।*

৩২. *বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৫৮৪৭; ছহীহাহ হা/৩৯৩।*

৩৩. *বুখারী হা/৪৯৬৯।*

ছাহাবী বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনি আল্লাহ্র কাছে দো'আ করুন যাতে তিনি তার উপর আমাদের বিজয় দান করেন, তাদের ঘর-বাড়ির সম্পদ আমাদের হস্তগত করেন এবং আমাদের হাতে তাদের শহর সমূহের পতন ঘটান। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) এজন্য দো'আ করলেন। এরপর তিনি বললেন, যখন আমি পাথরে দ্বিতীয়বার আঘাত করলাম, তখন আমার সামনে (রোম সম্রাট) কায়ছারের শহর সমূহ ও তার আশ-পাশের অঞ্চলগুলো তুলে ধরা হ'ল, যা আমি স্বচক্ষে দেখলাম। তারা বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনি আল্লাহ্র কাছে দো'আ করুন, যেন তিনি তাদের উপর আমাদেরকে বিজয় দান করেন, তাদের মালসমূহ আমাদের জন্য গণীমতে পরিণত করেন এবং আমাদের হাতে তাদের শহর সমূহের পতন ঘটান। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দো'আ করলেন। অতঃপর বললেন, আমি যখন পাথরে তৃতীয়বার আঘাত করলাম তখন হাবাশার শহর সমূহ এবং তার আশ-পাশের গ্রাম সমূহ আমার সামনে তুলে ধরা হ'ল, যেগুলো আমি নিজ চোখে দেখলাম। এরপর তিনি বললেন, তোমরা হাবশী ও তুর্কীদের ততদিন অব্যাহতি দিবে যতদিন তারা তোমাদেরকে অব্যাহতি দেয়'।[৩৪]

নাফে' ইবনু উতবাহ হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা আরব উপদ্বীপে যুদ্ধ করবে, আল্লাহ তোমাদেরকে তার উপর বিজয় দান করবেন। অতঃপর তোমরা পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের উপর বিজয় দান করবেন। অতঃপর তোমরা রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের উপর বিজয় দান করবেন। অতঃপর তোমরা দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, আল্লাহ তোমাদেরকে তার উপর বিজয় দান করবেন।[৩৫] নাফে' (হাশেম) ইবনু উৎবা হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'মুসলমানগণ আরব উপদ্বীপ, পারস্য ও রোম এবং কানা দাজ্জালের উপর বিজয় লাভ করবে'।[৩৬]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পাথরে আঘাত করার ফলে মদীনা আলোকিত হ'ল এবং তিনি পারস্য ও রোমের প্রাসাদ সমূহ দেখে বললেন, জিবরীল (আঃ) আমাকে সংবাদ দিলেন যে, আমার উম্মতগণ তাদের উপর বিজয়ী হবে। এতে মুসলমানগণ আনন্দিত হ'লেন এবং শুভসংবাদ গ্রহণ করলেন'।[৩৭]

**মুসলিম সেনাপতি :**

এ যুদ্ধে মুসলিম সেনাপতি ছিলেন পৃথিবীতে জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ছাহাবী সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ), যিনি আল্লাহ্র কাছে দো'আ করলে তাঁর দো'আ কবুল হ'ত।[৩৮]

**মাদায়েন বিজয়ের কাহিনী :**

সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) কাদেসিয়ায় দু'মাস যাবৎ সেনাবাহিনী নিয়ে অবস্থান করেন। এর মধ্যে সৈন্যগণ বিশ্রাম গ্রহণ করে ক্লান্তি দূর করেন। ইতিমধ্যে সা'দ (রাঃ)-এর পিঠ ও নিতম্বের অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে যায়। অতঃপর তিনি সৈন্যদের নিয়ে পারস্যের রাজধানী 'মাদায়েনে'র পশ্চিমাঞ্চল 'বাহুরাসীরে'র (بَهُرَسِيرُ) দিকে রওয়ানা হন। তিনি খলীফা ওমর (রাঃ) প্রদত্ত দিক-নির্দেশনা পূর্ণাঙ্গভাবে অনুসরণ করে যাবতীয় কার্যাবলী পরিচালনা করেন। 'মাদায়েনে'র পথে রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে তিনি কাদেসিয়ায় অবস্থানরত মুসলিম নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের নিরাপত্তা প্রদান, মুসলমানদের বিজয় অক্ষুণ্ণ রাখা এবং আইন-শৃংখলা বজায় রাখার জন্য সৈন্যদের একটি দলকে সেখানে অবস্থান করার নির্দেশ দেন।

সা'দ (রাঃ) ১৫ হিজরীর যিলহজ্জ মাসে 'বাহুরাসীর' শহরের নিকটবর্তী স্থানে উপনীত হন। তিনি সে শহরটিকে সুরক্ষিত, উন্নত ও নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা বেষ্টিত অবস্থায় পান।[৩৯]

সা'দ (রাঃ) সালমান ফারেসীকে 'বাহুরাসীর' অধিবাসীদের কাছে এ ফরমান সহ পাঠালেন যে, তিনি যেন তাদেরকে তিনটি বিষয়ের যে কোন একটি গ্রহণ করার প্রস্তাব দেন। সেগুলো হ'ল ইসলাম গ্রহণ অথবা জিযিয়া প্রদানের মাধ্যমে নিরাপত্তা লাভ করা। অন্যথা যুদ্ধ করা। তারা এ প্রস্তাবকে চরমভাবে অগ্রাহ্য করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করল। তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে 'মিনজানীক' বা পাথর নিক্ষেপকারী কামান স্থাপন করল। অপরদিকে সা'দ (রাঃ) তাদেরকে অবরোধ করে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করলেন। সাথে সাথে তিনি বিশটি 'মিনজানীক' তৈরী করে বাহুরাসীর শহরের দিকে তাক করে স্থাপন করলেন এবং চামড়া, কাঠ ও লোহার পাত দিয়ে কিছু ট্যাংক তৈরী করার নির্দেশ দিলেন।[৪০]

এতে বাহুরাসীর অধিবাসীদের অবস্থা সংকটাপন্ন হয়ে পড়ল। খাদ্য সামগ্রীও ফুরিয়ে গেল। নিরুপায় হয়ে তারা শহর ছেড়ে মাদায়েনের পূর্বাঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করল। সা'দ (রাঃ) (বাহুরাসীর) শহরে প্রবেশ করে একে কব্জা করলেন। এটা ছিল ১৬ হিজরীর ছফর মাসের ঘটনা।[৪১]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, সা'দ (রাঃ) তাদেরকে দু'মাস ধরে অবরোধ করে তাদের বিরুদ্ধে 'মিনজানীক' স্থাপন করে

---

৩৪. *নাসাঈ হা/৩১৭৬; আবুদাঊদ হা/৪৩০২; আল-বিদায়াহ ৪/১০২; ছহীহুল জামে' হা/৩৩৮৪; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৭৭২; মিশকাত হা/৫৪৩০।*
৩৫. *মুসলিম হা/২৯০০; ছহীহাহ হা/৩২৪৬; ছহীহুল জামে' হা/২৯৬৯; মিশকাত হা/৫৪১৯।*
৩৬. *ইবনু হাজার, আল-ইছাবাহ ৬/৪০৪; হাকেম হা/৫৬৯০; বাযযার হা/১২৩০; ছহীহাহ হা/৩২৪৬ নং হাদীছের আলোচনা দ্রঃ।*
৩৭. *ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী (বৈরূত : দারুল মা'রিফা ১৩৭৯ হিঃ) ৭/৩৯১; বায়হাক্বী, দালায়লুন নবুঅত হা/১৩০৬, ৩/৪৯৮; ইবরাহীম আলী, ছহীহুস সীরাহ, পৃঃ ৩৫৪।*

৩৮. *হাকেম হা/৬১২২, ৬১১৩।*
৩৯. *ত্বাবারী ৪/০৬।*
৪০. *ত্বাবারী ৪/৬; ইবনুল আছীর, আল-কামিল ২/৩৩৭।*
৪১. *আল-কামিল ২/৩৩৮; ত্বাবারী ৪/১।*

তাদেরকে যুদ্ধের জন্য ব্যস্ত রাখলেন। সাথে সাথে ট্যাংক স্থাপন করে তা থেকে পাথর নিক্ষেপ করতে থাকলেন। তারা একাধিকবার যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার প্রয়াস চালালেও টিকে থাকতে পারেনি। সর্বশেষ তাদের পদাতিক ও তীরন্দায বাহিনী যুদ্ধের জন্য পৃথকভাবে প্রস্তুতি নিয়ে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করে। মুসলমান সৈন্যরা তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং নিমিষেই তাদেরকে ময়দান ত্যাগে বাধ্য করে। এ অবরোধের ফলে তারা কুকুর ও বিড়ালের গোশত খেতেও বাধ্য হয় (حَتَّى أَكَلُوا الْكِلَابَ وَالسَّنَانِيرَ)।[৪২]

সেদিন যুহরা ইবনু হুয়াই একটি ছেড়া বর্ম পরেছিলেন। তাকে বলা হ'ল, আপনি নির্দেশ দিলে ছিদ্রটি বন্ধ করে দেওয়া হবে। তিনি বললেন, কেন? তারা বলল, আমরা এই ছিদ্র দিয়ে তীর বিদ্ধ হওয়ার আশংকা করছি। তিনি বললেন, আমি আল্লাহ্‌র নিকট মর্যাদাবান, (আমি এটা মনে করি না যে) পারসিকদের ছোড়া তীর সকল সৈন্যকে বাদ দিয়ে আমার বর্মের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করে আমার দেহে বিদ্ধ হবে! তিনি ছিলেন সেদিনের প্রথম শহীদ, যিনি তীর বিদ্ধ হয়ে শাহাদত বরণ করেছিলেন। তাদের কেউ কেউ বলল, তোমরা তীরটি বের করে ফেল। তখন তিনি বললেন, আমাকে ছেড়ে দাও। কেননা আমি যতক্ষণ জীবিত থাকার জীবিত থাকব এবং তাদের কাউকে আঘাত করে হত্যা করতে পারব। অতঃপর তিনি শত্রুদের দিকে অগ্রসর হয়ে তাঁর তরবারী দিয়ে ইছত্বাখ্‌রার অধিবাসী শাহরাবারায (شَهْرَبَرَازَ) কোন বর্ণনা মতে শাহরায়ার (شَهْرَيَارَ)-কে আঘাত করে হত্যা করতে সক্ষম হ'লেন। অতঃপর তারা তাকে ঘিরে ফেলল এবং তাদের আঘাতে তিনি শাহাদত বরণ করলেন।[৪৩]

এক পারসিক মুসলমান সৈন্যদের সামনে এসে বলল, বাদশাহ আপনাদের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছেন যে, আপনারা কি আমাদের সাথে এ মর্মে সন্ধি করতে চান যে, দজলা এবং পাহাড়ের আশ-পাশের অঞ্চলের অধিকার আমাদের হাতে থাকবে এবং আপনারা দজলার যে অংশে অবস্থান করছেন তার ও পাহাড়ের অত্র অঞ্চলের অধিকার আপনাদের হাতে থাকবে। আপনারা কি এতে রাযী নন? এমন সময় আবু মুকার্রিন আসওয়াদ ইবনু কুত্ববা ( أبو مقرن الْأَسْوَدُ بْنُ قُطْبَةَ), ত্বাবারী ও আল-কামিলের বর্ণনা মতে-আবু মুফাযযির (أَبُو مُفَزِّرٍ الْأَسْوَدُ بْنُ قُطْبَةَ)! লোকদের কাছে ছুটে আসলেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে এমন ভাষায় দূতের প্রত্যুত্তর প্রদান করালেন, যে ভাষা তিনি নিজে এবং তার সাথীরা কেউই বুঝতে পারলেন না। দূত ফিরে গেল এবং তারা বাহুরাসীর ছেড়ে পূর্ব মাদায়েনের পথে রওয়ানা হ'ল, যেখানে বড় সাদা প্রাসাদ ছিল। এ দৃশ্য দেখে লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আবু মুকার্রিন! তুমি তাদেরকে কি বললে? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, যিনি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন, আমি জানি না তাদেরকে কি উত্তর দিয়েছি? তবে আমি খুবই প্রশান্তির মধ্যে ছিলাম এবং আমি আশা করছি যে, আমাকে এমন ব্যক্তির মাধ্যমে কথা বলানো হয়েছে, যিনি আমার চেয়ে উত্তম।

সেনাপতি সা'দ (রাঃ)ও তাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু মুকার্রিন! তুমি তাদেরকে কি বলেছিলে? আল্লাহ্‌র কসম! তারা তো পলায়ন করেছে? তখন তিনি আল্লাহ্‌র কসম করে বললেন, আমি কি বলেছি, তা নিজেই জানি না। অতঃপর সা'দ (রাঃ) ঘোষণা দিয়ে লোকদের সাথে নিয়ে শহরে প্রবেশ করলেন। শহরে 'মিনজানীক' স্থাপন করা হ'ল। একজন সৈন্য লোকদের নিরাপত্তা দেওয়ার ঘোষণা দিলেন। ফলে লোকদের নিরাপত্তা দেওয়া হ'ল। আরেকজন এ মর্মে ঘোষণা দিলেন যে, যারা এ শহরে অবস্থান করছে তারা যেন কাতারবন্দী হয়ে যায়। কিন্তু কোন লোক খুঁজে পাওয়া গেল না। কারণ তারা পূর্ব মাদায়েনে পলায়ন করেছিল। তারা এ কথাও বলল যে, আপনারা শহরে প্রবেশ করুন, আপনাদের বাধা দেওয়ার মত কেউ নেই। কিন্তু সেখানে কতিপয় বন্দী ও ঘোষণাকারী লোক ব্যতীত কাউকে পাওয়া গেল না। জিজ্ঞেস করা হ'ল, কি কারণে তারা পলায়ন করল? বলা হল, সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে বাদশাহ আপনাদের নিকট একজন লোক পাঠিয়েছিলেন। তার জওয়াবে আপনারা বলেছিলেন যে, আমাদের ও তোমাদের মধ্যে ততদিন পর্যন্ত সন্ধি হবে না, যতদিন না আফরীয়ুনের মধুর সাথে কুছার লেবু ভক্ষণ করবে (حَتَّى نَأْكُلَ عَسَلَ أَفَرِنْدِينَ بِأُتْرُجِّ كُوثَى)। এ কথা শুনে বাদশাহ বললেন, হায় আফসোস! ফেরেশতাগণ তাদের ভাষায় কথা বলছেন। আমাদের বিরুদ্ধে তারা অবতীর্ণ হয়েছেন এবং আরবদের হয়ে আমাদের বিরুদ্ধে জওয়াব দিচ্ছেন। আল্লাহ্‌র কসম! এমনটি যদি না হ'ত! আসলে উপরোক্ত বাক্যগুলো আবু মুকার্রিনের মুখ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলিয়ে নিয়েছিলেন।[৪৪]

মুসলমানগণ যখন 'বাহুরাসীর' নগরীতে প্রবেশ করলেন, তখন তাদের কাছে মাদায়েনের 'সাদা প্রাসাদ' উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আর এটাই ছিল পারস্য সম্রাট কিসরার বাসভবন। যার কথা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর জীবদ্দশায় বলেছিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা অতিসত্বর তাঁর উম্মতদের এর উপর বিজয়

---

৪২. *আল-কামিল ২/৩৩৮; ত্বাবারী ৪/০৬; আল-বিদায়াহ ৭/৬৩।*
৪৩. *ত্বাবারী ৪/৬; আল-কামিল ২/৩৩৮; আবু আলী আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ, তাজারিবুল উমাম ওয়া তাআ'কাবুল হুমাম ১/৩৫২; ইবনুল জাওযী, আল-মুন্তাযাম ফী তারীখিল উমাম ওয়াল মুলূক ৪/২০৪।*

৪৪. *ত্বাবারী ৪/৭; আল-কামিল ২/৩৩৮; ইবনুল জাওযী, আল-মুন্তাযাম ফী তারীখিল উমাম ওয়াল মুলূক ৪/২০৪; আল-বিদায়াহ ৭/৬৩-৬৪; ওয়াকিদী, ফুতূহুশ শাম ২/১৮৪; আল-ইছাবাহ ১/৩৪১।*

দান করবেন। সময়টা সকালের দিকে ছিল, যখন কিছু মানুষ ঘুমন্ত ছিল এবং কিছু মানুষ ঘুম থেকে উঠে রিযিকের সন্ধানে বেরুনোর প্রস্তুতি নিচ্ছিল। ইবনু কাছীর বলেন, মুসলমানদের মধ্যে যিরার ইবনু খাত্ত্বাব (রাঃ) প্রথম এই সাদা প্রাসাদ দর্শন করেন। তিনি দেখে তাকবীর ধ্বনি দিয়ে বললেন, কিসরার প্রাসাদ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে এই ভবনের ওয়াদা করেছেন। লোকেরা তার দিকে তাকিয়ে তার অনুকরণ করে তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করে আনন্দ প্রকাশ করল।[৪৫]

সেনাপতি সা'দ (রাঃ) বেশ কিছুদিন 'বাহুরাসীরে' অবস্থান করে মাদায়েনের প্রাণকেন্দ্র 'ত্বায়সাফূনে' গমনের জন্য নৌকা-জাহায খুঁজতে থাকলেন। কিন্তু সেখানে কোন নৌকা পাওয়া গেল না। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, তারা পারাপারের ফেরীগুলো উঠিয়ে নিয়ে সেগুলোকে দজলা নদীর পূর্ব উপকূলে অবস্থিত ফিরায (اَلْفِرَاضَ) বন্দরে একত্রিত করেছে। সাথে সাথে সাঁকোগুলোও ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে, যাতে কোনভাবেই মুসলিম সৈন্যরা নদী পার হয়ে আসতে না পারে। উল্লেখ্য যে, মুসলিম সেনাবাহিনী ও সম্রাট ইয়াযদজারদের মধ্যে কেবল প্রতিবন্ধ ছিল দজলা নদী। এতে সেনাপতি সা'দ (রাঃ) সহ মুসলমানগণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এক মাদায়েনবাসী উপত্যকা পাড়ি দিয়ে নদী পার হওয়ার পরামর্শ দিলে সা'দ (রাঃ) সে পথ পাড়ি দিতে অস্বীকৃতি জানালেন। এরই মধ্যে দজলা নদীতে জোয়ার শুরু হয়ে গেল। দজলায় এতো পানি বৃদ্ধি পেল যা পূর্বে কখনও দেখা যায়নি। এর সাথে সাথে পানি কালো হয়ে ফেনায় পূর্ণ হয়ে গেল।[৪৬] কিন্তু সা'দ (রাঃ) আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হ'লেন না। বরং তিনি এ বিষয়ে চিন্তা করতে থাকলেন এবং অন্যদের সাথে পরামর্শ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। ইতিমধ্যে তিনি স্বপ্নে দেখলেন যে, মুসলমানদের ঘোড়াগুলো দজলা নদী পাড়ি দিয়ে ওপারে চলে যাচ্ছে। আর জোয়ার এসেছিল একটি মহাবিস্ময় নিয়ে। তিনি স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হ'লেন। সাথে সাথে নদী পার হওয়ার জন্য ঘোড়াগুলোকে প্রস্তুত করলেন। এরপর তিনি মুসলমান সৈন্যদের সমবেত করে আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গুণকীর্তন করলেন। অতঃপর বললেন, হে লোক সকল! তোমাদের শত্রুরা এ জাহাযগুলো হস্তগত করার মাধ্যমে নিজেদেরকে নিরাপদ করে নিয়েছে। কিসরা সম্রাট তাদের ধন-সম্পদ ও জনবল নিয়ে যুদ্ধ করার সংকল্প করেছে। আমি নদী পার হওয়ার মনস্থ করেছি। তোমরা স্মরণ রেখ, তোমাদের পশ্চাতে এমন কেউ নেই, যাদেরকে তোমরা ভয় করবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা তাদের শহরগুলো তোমাদের হস্তগত করেছেন। আমি মনে করি, অবশ্যই আমরা এ নদী অতিক্রম করে তাদের নিকট পৌঁছব। এ ব্যাপারে তোমাদের মতামত কি? সৈন্যরা বলে উঠল, আল্লাহ আপনার প্রতিজ্ঞাকে সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করুন। আপনি যে প্রতিজ্ঞা করেছেন তা বাস্তবায়ন করুন।[৪৭]

এরপর সা'দ (রাঃ) লোকদেরকে নদী পার হওয়ার জন্য আহ্বান জানালেন। দজলা নদী পার হওয়ার জন্য সামরিক কৌশল অবলম্বন করলেন। সেটা এভাবে যে, তিনি দজলা নদীর পূর্ব উপকূলে কিছু মুসলিম অশ্বারোহীকে শত্রুদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। 'আহওয়াল' ও 'খারসা' (ভয়ংকর ও বোবা) (كَتِيبَةُ الْأَهْوَالِ وَ الْكَتِيبَةُ الْخَرْسَاءُ) নামে দু'টি ব্যাটেলিয়ন গঠন করার মাধ্যমে তিনি এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করলেন। আছেম ইবনু আমরের নেতৃত্বে আহওয়াল ব্যাটালিয়নের ৬০ জন সাহসী ও শক্তিশালী সৈন্য প্রথমে নদী পার হ'ল। তারা প্রথমে গিয়ে পারসিকদের ধরাশায়ী করে সমুদ্র বন্দর থেকে তাদের সরিয়ে দিল। অতঃপর আহওয়াল ব্যাটালিয়ানের অন্যান্য সদস্য নদী পার হ'ল। এরপর কা'কা' ইবনু আমরের নেতৃত্বে খারসা ব্যাটালিয়নের সদস্যরা নদী পার হয়ে ফিরায বন্দরে সমবেত হ'ল।[৪৮]

ঐতিহাসিকদের বর্ণনা মতে সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) বললেন, তোমাদের মধ্যে কে আছে, যে আমাদের জন্য 'ফিরায' সমুদ্র বন্দরে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে। যাতে লোকেরা নিরাপদে নদী পার হ'তে পারে। তখন আছেম ইবনু আমর (রাঃ) সহ ছয়শ যোদ্ধা তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে প্রস্তুত হ'লেন। সা'দ (রাঃ) আছেমকে তাদের আমীর নিযুক্ত করলেন। এরপর তারা সমুদ্র উপকূলে চলে গেলেন। আছেম ইবনু আমর বললেন, তোমাদের মধ্যে কারা আমার সাথে প্রথমে এ নদী পাড়ি দিবে, অতঃপর আমরা অপর পাশ থেকে 'ফেরায' বন্দরকে নিশ্চিত নিরাপদ করে নিব? তখন ৬০ জন বীর সেনা প্রস্তুত হয়ে গেল। ওদিকে পারসিক সৈন্যরা অপর প্রান্তে সারিবদ্ধ হয়ে ফিরায বন্দরের নিরাপত্তায় নিয়োজিত ছিল। (যখন কেউ মৃত্যুর আশংকায় দজলা নদীতে ঝাঁপ দিতে ভয় পাচ্ছিল) তখন একজন মুসলিম সৈন্য সামনে অগ্রসর হয়ে বললেন, তোমরা কি এই জীবন নিয়ে ভয় পাচ্ছ? অতঃপর তিনি পাঠ করলেন, وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا 'এমন কোন নফস নেই যা আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত মারা যাবে। প্রত্যেক জীবের জন্য নির্ধারিত সময় রয়েছে' *(আলে ইমরান ৩/১৪৫)*। অতঃপর তিনি তার ঘোড়া পানিতে নামালেন। অন্যরা তাঁকে অনুসরণ করল। অবশ্য এই ৬০টি ঘোড়াকে দু'ভাগে ভাগ করা হ'ল, পুরুষ

---

৪৫. *আল-বিদায়াহ ৭/৬৪; আল-কামিল ২/৩৩৮।*
৪৬. *ত্বাবারী ৪/১২; বালাযুরী, ফুতূহুল বুলদান, পৃঃ ৩২২-৩২৩; আল-বিদায়াহ ৮/১০।*
৪৭. *ওয়াকেদী, ফুতূহুশ শাম ২/১৮৫; ত্বাবারী ৪/৯; আল-কামিল ২/৩৩৯।*
৪৮. *আল-বিদায়াহ ৮/১০; ত্বাবারী ৪/১২; আল-কামিল ২/৩৩৯।*

ঘোড়া ও নারী ঘোড়া। প্রথমে নারী ঘোড়াওয়ালারা পানিতে ঝাঁপ দিল, যাতে তাদের অনুকরণ করে পুরুষ ঘোড়াগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ে। যখন পারসিক সৈন্যরা মুসলিম সৈন্যদের পানির উপর ভাসমান অবস্থায় দেখল তখন তারা বলল, তোমরা পাথর নিক্ষেপকারী 'ট্যাংক' ও 'মিনজানীক' প্রস্তুত কর। তাদের কেউ বলল, আল্লাহ্র কসম! তোমরা মানুষের সাথে যুদ্ধ করছ না, বরং জিনের সাথে যুদ্ধ করছ। এরপর তারা পানিতে তাদের অশ্বারোহীদের প্রেরণ করল। যাতে তারা মুসলমানদের প্রথম দলটির সাথে মিলিত হয়ে তাদের পানি থেকে উঠতে বাধা প্রদান করল। এ অবস্থা দেখে আছেম ইবনু আমর তার সাথীদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, তোমরা তীর দিয়ে শত্রু গোয়েন্দাদের প্রতিহত কর। তারা পারসিক সৈন্যদের সাথে সেরূপই আচরণ করল, যেমন আছেম নির্দেশ দিলেন। এমনকি তারা পারসিক সৈন্যদের ঘোড়ার চোখ উপড়ে নিতে সক্ষম হ'লেন। অতঃপর তারা নদী থেকে উঠে ফিরায বন্দরে পৌঁছে গেলেন।[৪৯]

আছেমের ছয়শ' সাথীর মধ্যে অন্যান্যরা দজলায় অবতরণ করে নদী পার হয়ে অপর প্রান্তে থাকা মুসলিম সৈন্যদের সাথে একত্রিত হয়ে পারসিক বাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হ'লেন। যুদ্ধ করে তারা পারসিক সৈন্যদের পরাজিক বরকে সক্ষম হ'লেন। এরপর কা'কা' ইবনু আমরের নেতৃত্বে থাকা 'খারসা বাহিনী' নদী পার হ'ল।[৫০]

এদিকে সেনাপতি সা'দ (রাঃ) সহ অবশিষ্ট মুসলিম সৈন্যগণ নদীর অপর প্রান্ত থেকে যখন লক্ষ্য করলেন যে, মুসলিম অশ্বারোহী বাহিনী 'ফিরায' বন্দর দখল করে নিয়েছে, তখন তিনি সকল সৈন্যদের সাথে নিয়ে দজলা নদীতে নেমে পড়লেন। তিনি নদীতে নামার পূর্বে সৈন্যদেরকে নিম্নের দো'আটি পাঠ করার নির্দেশ দিলেন, نَسْتَعِيْنُ باللّٰه وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا باللّٰـــه الْعَلِيِّ الْعَظِـــيْمِ অর্থাৎ 'আমরা আল্লাহ্র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি এবং তাঁর উপরই ভরসা করি। আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তিনিই উত্তম অভিভাবক। নেই কোন শক্তি, নেই কোন ক্ষমতা, আল্লাহ ব্যতীত। যিনি সুমহান'। তিনি প্রথমে তাঁর ঘোড়া নিয়ে পানিতে ঝাঁপ দিলেন। অন্যরাও তাঁর অনুসরণ করে নদীতে নেমে পড়ল। তারা পানির উপর এমনভাবে পথ চলতে লাগল যেন তারা সমতল ভূমিতে পথ চলছিল। এভাবে নদীর দু'কিনারা ভরে গেল। অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীর সৈন্যদের ভিড়ে নদীর পানি দেখা যাচ্ছিল না। স্থলভাগে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করার ন্যায় তারা পানিতে পরস্পরে আলাপ-আলোচনা করছিল। এটা এ কারণে সম্ভব হয়েছিল যে, তাদের অন্তরে প্রশান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করছিল। তাছাড়া আল্লাহ্র নির্দেশ, ওয়াদা ও তাঁর সাহায্য-সহযোগিতার প্রতি তাদের পূর্ণ আস্থা ছিল। আর তাদের নেতা ছিলেন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ছাহাবীদের অন্যতম সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ), যার প্রতি স্বয়ং রাসূল (ছাঃ) সন্তুষ্ট ছিলেন। এ দিন তিনি সৈন্যদের শান্তি, নিরাপত্তা ও সাহায্যের জন্য আল্লাহ্র কাছে দো'আ করেছিলেন। ফলে আল্লাহ তাদেরকে এ সাগর পাড়ি দেয়ার পথ দেখিয়ে দিলেন এবং নিরাপত্তা দান করলেন।

সালমান ফারেসী (রাঃ) সা'দ (রাঃ)-এর সাথে নদীতে চলছিলেন। তাদের ঘোড়া তাদেরকে সাঁতরিয়ে নদী পার করছিল আর সা'দ (রাঃ) বলছিলেন,

حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ! وَاللهِ لَيَنْصُرَنَّ اللهُ وَلِيَّهُ، وَلَيُظْهِرَنَّ اللهُ دِينَهُ، وَلَيَهْزِمَنَّ اللهُ عَدُوَّهُ، إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْجَيْشِ بَغْيٌ أَوْ ذُنُوبٌ تَغْلِبُ الْحَسَنَاتِ-

'আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তিনিই উত্তম অভিভাবক। আল্লাহ্র কসম! অবশ্যই আল্লাহ তার বন্ধুদের সাহায্য করবেন, তাঁর দ্বীনকে বিজয় দান করবেন এবং তাঁর শত্রুদের পরাজিত করবেন। যদি সৈন্যদের মধ্যে এমন পাপ ও অপরাধ না থাকে যা নেকীর উপর প্রাধান্য বিস্তার করে'। তখন সালমান ফারেসী (রাঃ) বললেন, ইসলাম যুগোপযোগী (اَلْإِسْلَامُ جَدِيْدٌ), সমুদ্রকে তাদের জন্য অনুগত করে দেওয়া হয়েছে যেভাবে অনুগত করে দেওয়া হয়েছে স্থলভাগকে। আল্লাহ্র কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তিনি অবশ্যই সমুদ্র থেকে মুসলিম সৈন্যদের বের করে নাজাত দিবেন যেভাবে তারা দলে দলে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছে। তারা ঐভাবেই বের হ'ল যেমন সালমান (রাঃ) বললেন। অথচ তারা সাগরে কিছুই হারালেন না।[৫১]

উল্লেখ্য যে, মুসলমান পদাতিক সৈন্যদের দজলা নদী সাঁতরিয়ে পার হওয়ার বিষয়ে কোন কোন ঐতিহাসিক দ্বিমত পোষণ করেছেন। তারা বলেন, সা'দ (রাঃ) তাঁর অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে নদী পার হন। পরে তিনি ওপার থেকে নৌকা পাঠিয়ে পদাতিক সৈন্যদের পারাপারের ব্যবস্থা করেন।[৫২] ঐতিহাসিক ত্বাবারী লিখেছেন, পারস্য সম্রাট 'বাহুরাসী' পতনের সময় তার পরিবারকে গোপনে 'হুলওয়ান' পাঠিয়ে দেন। যখন মুসলিম সৈন্যগণ নদী পার হওয়ার জন্য পানিতে নামেন, তখন তিনি নিজেও পলায়ন করেন। আর তার অশ্বারোহী বাহিনী মুসলিম বাহিনীকে প্রতিহত করার চেষ্টা করছিল। ফলে তাদের সাথে মুসলিম সৈন্যদের এক রক্তক্ষয়ী

৪৯. *আল-বিদায়াহ ৭/৬৫।*
৫০. *আল-বিদায়াহ ৭/৬৫; আল-কামিল ২/৩৩৯; ত্বাবারী ৪/১০; ইবনু খালদূন ২/৫৩৭।*
৫১. *আল-কামিল ২/৩৩৯-৩৪০; ত্বাবারী ৪/১২।*
৫২. *ত্বাবারী ৪/০৯; ফুতূহুল বুলদান, পৃঃ ৩২৩।*

যুদ্ধ সংঘটিত হ'ল। এরই মধ্যে এক ঘোষক ঘোষণা করল যে, হে সৈন্যরা! তোমরা কিসের জন্য নিজেদের ধ্বংস করছ? আল্লাহ্র কসম! মাদায়েনে কেউ নেই। তখন তারা পলায়ন করল। মুসলিম সৈন্যরা তাদের উপর আক্রমণ করে তাদের অধিকাংশকে ধরাশায়ী করতে সক্ষম হ'ল।[৫৩] এরপর সা'দ (রাঃ) বাকী সৈন্য নিয়ে নদী পার হ'লেন।

মুসলিম সৈন্যরা নিরাপদে নদী পার হয়ে তীরে উঠার পর ঘোড়াগুলো চিৎকার করে তাদের দেহের পানি ঝাড়া দিয়ে পারসিক সৈন্যদের পিছু ধাওয়া শুরু করল। মুসলিম সৈন্যগণ মাদায়েন পৌঁছলেন। কিন্তু সেখানে কাউকে পেলেন না। ইতিপূর্বে পারস্য সম্রাট কিসরা ও তার পরিবার-পরিজন প্রয়োজনীয় ধন-সম্পদ ও ভোগ্য সামগ্রী নিয়ে মাদায়েন ত্যাগ করে 'হুলওয়ানে' চাল গিয়েছিল। তারা এ সময় স্বল্পমূল্যের কিছু সম্পদ রেখে গিয়েছিল। যেমন গবাদী পশু, খাদ্যসামগ্রী, পোশাকাদি, পান পাত্র, তেল সামগ্রী এ জাতীয় পণ্য। তখন কিসরার অর্থভাণ্ডারে তিন হাযার দীনার ছিল। যার অর্ধেকটা কাদেসিয়ার যুদ্ধে ব্যয় করার জন্য রুস্তম নিয়ে গিয়েছিল। বাকী অর্ধেকটা মুসলমানদের হস্তগত হয়। ইবনু কাছীর বলেন, বরং সম্রাট কিসরা পলায়নের সময় যত দীনার নিতে সক্ষম হয়েছিলেন তত দীনার সাথে নিয়ে গিয়েছিলেন। আর যা নিয়ে যেতে পারেননি তা ছেড়ে গিয়েছিলেন।

সেনাপতি সা'দ (রাঃ) যখন সৈন্য নিয়ে মাদায়েনের প্রাণকেন্দ্রে প্রবেশ করলেন, তখন তিনি সাদা প্রাসাদে অবস্থানরত লোকদেরকে সালমান ফারেসী (রাঃ)-এর মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। সালমান ফারেসী (রাঃ) পারসিক মুসলিম ছিলেন। তিনি তাদের ভাষা বুঝতেন। তিনি তাদেরকে বললেন, আমি আসলে তোমাদেরই বংশধর। আমি তোমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। আমি তোমাদের তিনটি বিষয়ের একটির প্রতি আহ্বান করছি, যেটি তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে। (১) তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর, তাহ'লে তোমরা আমাদের ভাইয়ে পরিণত হবে। তোমরা অনুরূপ সুযোগ-সুবিধা পাবে, যেমন আমরা পাই। তোমাদের উপর সেই বিধান বর্তাবে, যা আমাদের উপর বর্তায়। (২) অথবা জিযিয়া প্রদান করে নিরাপদে বসবাস কর। (৩) অন্যথা যুদ্ধ অবধারিত। নিশ্চয়ই আল্লাহ খিয়ানতকারীদের ভালবাসেন না। প্রাসাদের অধিবাসীরা তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করে তৃতীয় দিনে প্রাসাদ থেকে বের হয়ে আসে।[৫৪] সেনাপতি সা'দ (রাঃ) 'সাদা প্রাসাদে' প্রবেশ করে হলঘরকে মসজিদ হিসাবে নির্বাচন করলেন। অতঃপর নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করলেন, كَمْ تَرَكُوْا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُوْنٍ، وَزُرُوْعٍ وَمَقَامٍ كَرِيْمٍ، وَنَعْمَةٍ كَانُوْا فِيْهَا فَاكِهِيْنَ، كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْماً آخَـــرِيْنَ، 'তারা ছেড়ে গিয়েছিল কত বাগান ও ঝর্ণা, কত শস্যক্ষেত্র ও সুরম্য প্রাসাদ, কত বিলাস-উপকরণ, যাতে তারা আনন্দ পেত। এরূপই ঘটেছিল এবং আমি এগুলোর উত্তরাধিকারী করেছিলাম ভিন্ন সম্প্রদায়কে' *(দুখান ৪৪/২৫-২৮)*। অতঃপর সা'দ (রাঃ) সামনে গিয়ে বিজয়ের ছালাত আদায় করলেন। তথা তিনি সেখানে সিজদায়ে শুকূর প্রদায় করলেন। তাছাড়া ঐ বছরের ছফর মাসে 'সাদা প্রাসাদে'র হ'ল ঘরে জুম'আর ছালাত আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। এটাই ছিল মাদায়েনে প্রথম জুম'আ।[৫৫]

সাদা প্রাসাদে কিছু মানুষ ও ঘোড়ার মূর্তি ছিল। সা'দ (রাঃ) সেগুলো ভাঙ্গলেন না বা ভাঙ্গার নির্দেশও দিলেন না। তবে তিনি একটি মূর্তি দেখলেন, যেটি তার অঙ্গুলি দ্বারা একটি স্থানের দিকে ইশারা করে আছে। তিনি তা দেখে বললেন, এটাকে নিরর্থক এভাবে রাখা হয়নি। ফলে মুসলিম সৈন্যরা মূর্তির আঙ্গুল নির্দেশিত স্থানে অনুসন্ধান শুরু করলেন। সেখানে তারা এক বিরাট ধন-ভাণ্ডারের সন্ধান পেলেন। যেখানে পূর্ববর্তী সকল কিসরার গচ্ছিত সম্পদ রক্ষিত ছিল। তারা সেখান থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ, জমকাল গুদাম ও মূল্যবান উপঢৌকন বের করলেন। মুসলমানগণ এত সম্পদ কখনও দেখেননি। তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল পারস্য সম্রাট কিসরার মুকুট, যা অতি মূল্যবান জহরত দিয়ে নকশাকৃত এবং এমন উজ্জ্বল, যা চোখের দৃষ্টিকে ফিরিয়ে দেয়। এছাড়াও ছিল তার ফিতা-বেল্ট, তরবারী, বালা, আলখেল্লা ও হলরুমের কার্পেট।

সাদা প্রাসাদের হলঘরের কার্পেটটি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ৬০ হাত ছিল। এটি ছিল সোনা-রূপা ও মূল্যবান জহরত খচিত। এতে পূর্বের সকল পারস্য সম্রাটদের ছবি অঙ্কিত ছিল। এতে আরো ছিল পারস্য সাম্রাজ্যের মানচিত্র। এতে দেশের নদী-নালা, কৃষিক্ষেত ও দেশের গাছপালাও স্থান পেয়েছিল।[৫৬] মুকুট এত বড় ছিল যে, পারস্য সম্রাট তা মাথায় পরতে পারতেন না। সেটা সিংহাসনের উপরে স্বর্ণের তার দ্বারা লটকানো ছিল। সম্রাট সিংহাসনে আরোহণ করে মুকুটের নিচে গিয়ে মাথা মুকুটের মধ্যে প্রবেশ করাতেন। এছাড়া সম্রাট দু'টি বেল্ট, বালা ও জহরত খচিত আলখেল্লা পরিধান করতেন। তবে এগুলো পরিধান করার সময় সামনে পর্দা ঝুলিয়ে দেওয়া হ'ত। অতঃপর তাঁর সম্মুখ থেকে যখন পর্দা সরানো হ'ত তখন তার সম্মানে অন্য নেতারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ত। এরপর তিনি বিভিন্ন রাজ্যের নেতাদের নিকট থেকে আলাদাভাবে রাজ্যের খবরাদি নিতেন। উপস্থিত নেতারা তাদের নিজ নিজ রাজ্যের খবরাদি প্রদান করত। তারা নকশাকৃত কার্পেটটি তাদের সামনে টাঙিয়ে রাখত, যাতে পূর্ববর্তীদের স্মরণ করে নিজেদের মনোবল চাঙ্গা করতে পারে। এছাড়াও সেখানে বহু সম্পদ ছিল, যেগুলো সা'দ

*৫৩. ত্বাবারী ৪/১৫।*
*৫৪. ত্বাবারী ৪/১৪।*
*৫৫. আল-বিদায়াহ ৭/৬৬; আল-কামিল ২/৩৪১; ত্বাবারী ৪/১৬।*
*৫৬. আল-বিদায়াহ ৭/৬৬।*

(রাঃ) সৈন্যদের মাঝে বণ্টনের পরে অবশিষ্ট এক-পঞ্চমাংশ বাশীর ইবনুল গাছাছিয়ার মাধ্যমে খলীফা ওমর (রাঃ)-এর নিকট পাঠিয়ে দেন। ওমর (রাঃ) এগুলো দেখে বললেন, লোকেরা আমাদের প্রত্যাশা পূরণ করেছে। তখন আলী (রাঃ) বললেন, 'নিশ্চয়ই আপনি সংযমশীলতা প্রদর্শন করেছেন। ফলে আপনার প্রজারা সংযমী হয়েছে। আপনি যদি ভোগবিলাসী হ'তেন তাহ'লে তারা ভোগ করে ফেলত। অতঃপর ওমর (রাঃ) সম্পদগুলো মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। আলী (রাঃ)-এর ভাগে কার্পেটের একটা অংশ পড়ে, যা তিনি বিশ হাযার দীনারে বিক্রি করেন'।[৫৭]

ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর নিকট যখন কিসরার আসবাবপত্রগুলো নিয়ে আসা হ'ল, তখন তিনি কিসরার পোশাকগুলোকে সুরাকা ইবনু মালেক (রাঃ)-কে পরিধান করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। হাসান বর্ণনা করেন, একদা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর নিকট পারস্য সম্রাট কিসরার মুকুট সহ অন্যান্য পোশাক নিয়ে আসা হ'ল। অতঃপর সেগুলো তাঁর সামনে রাখা হ'ল। লোকদের মাঝে বনু মুদলিজ গোত্রের নেতা সুরাকা ইবনু মালেক ইবনু জু'শুম (রাঃ) ছিলেন। তিনি লোকদের মধ্যে সুঠাম দেহের অধিকারী ছিলেন। ওমর (রাঃ) তাকে কিসরা ইবনু হুরমুযের বালা দু'টি পরিধান করতে বললেন। তিনি বালা দু'টি পরিধান করলে তা তার কাঁধ পর্যন্ত পূর্ণ হয়ে যায়। ওমর (রাঃ) ঐ দু'টি সুরাকার হাতে দেখে বললেন, اَلْحَمْدُ لِلَّهِ سِوَارَيْ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ فِي يَدَيْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ أَعْرَابِيٍّ مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র, কিসরা ইবনু হুরমুযের বালা দু'টি আজ মুদলিজ গোত্রের নেতা সুরাকা ইবনু মালেক ইবনু জু'শুম আ'রাবীর হাতে!'[৫৮]

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, এ দু'টো সুরাকা ইবনু মালেককে এজন্য পরানো হয়েছিল যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বলেছিলেন, 'হে সুরাকা! তোমাকে কেমন লাগবে যখন তুমি কিসরার বালা পরবে? আর দু'হাতের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, আমি যেন তোমাকে কিসরার বালা দু'টি পরিধান করিয়েছি। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) আরো বলেন, 'ওমর (রাঃ) সুরাকা (রাঃ)-কে বালা দু'টি পরানোর সময় বলেছিলেন, 'আল্লাহু আকবার' বল। তিনি তখন 'আল্লাহু আকবার' বললেন। তিনি বললেন, তুমি বল- اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ سَلَبَهُمَا كِسْرَى بْنَ هُرْمُزَ وأَلْبَسَهُمَا سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكٍ أَعْرَابِيٍّ 'ঐ আল্লাহ্‌র প্রশংসা যিনি এ দু'টোকে কিসরা ইবনু হুরমুযের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সুরাকা ইবনু মালেক (রাঃ)-কে পরিধান করালেন'।[৫৯]

**উপসংহার :**

মাদায়েন বিজয় ছিল এক যুগান্তকারী ঘটনা। সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা ছিল মুসলমানদের দজলা নদী পার হয়ে পূর্ব মাদায়েনে প্রবেশ করা। ঐতিহাসিক মাদায়েন নগরীর দু'টি অংশ দজলা নদী দ্বারা বিভক্ত ছিল। মুসলিম সৈন্যগণ প্রথমে পশ্চিম মাদায়েন জয় করেন, যার নাম ছিল 'বাহুরাসীর'। পরে অশ্বারোহী সৈন্যরা আছেম ও কা'কা' (রাঃ)-এর নেতৃত্বে ঘোড়ায় আরোহণ করে দজলা নদী পার হন। অতঃপর তাঁরা পারসিক সৈন্যদের পরাজিত করে পারস্য সম্রাটের ঐতিহাসিক 'সাদা প্রাসাদ' দখল করেন। সেনাপতি সা'দ (রাঃ) সাদা প্রাসাদের হলরুমকে মসজিদ হিসাবে নির্ধারণ করেন। তিনি সেখানে বিজয়ের ছালাত আদায় করেন। ইরাকের মাটিতে সেখানেই প্রথম জুম'আর ছালাত আদায় করা হয়। মুসলমানগণ লাভ করেন গণীমতের অমূল্য সম্পদ। প্রত্যেক অশ্বারোহী ১২ হাযার দীনার লাভ করেন।[৬০] এ যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়ের বড় কারণ ছিল আল্লাহ্‌র সাহায্য। মুসলিম সৈন্যদের আল্লাহ্‌র প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস, তাদের নির্ভেজাল ঈমানী চেতনা এবং পাপ থেকে দূরে থাকার মানসিকতাই তাদেরকে বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছিল। মুসলমানদের এ বিজয়ের ফলে পারস্য সম্রাট নিশ্চিত হয়ে যান যে, পারস্য সাম্রাজ্যের কোন অংশই আর তাদের দখলে রাখা সম্ভব হবে না। বর্তমান বিশ্বের ক্ষমতাধর ও যুলুমবাজ শাসকদের এ সকল যুগান্তকারী ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত। কিন্তু ইতিহাসের নির্মম বাস্তবতা হ'ল, ইতিহাস থেকে আমরা কমই শিক্ষা গ্রহণ করি। আল্লাহ আমাদেরকে হেফাযত করুন- আমীন!



*৫৭. আল-বিদায়াহ ৭/৬৬-৬৭।*
*৫৮. বায়হাকী, সুনানুল কুবরা হা/১২৮১৫; আল-বিদায়াহ ৭/৬৮।*
*৫৯. বায়হাকী, সুনানুল কুবরা হা/১২৮১২; তবে বর্ণনাটি মুরসাল। মা'রিফাতুস সুনান ওয়াল আছার হা/১৩১৯৬; ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ৭/৬৮; কুরতুবী, আল-ইস্তী'আব ২/৫৮১; আল-ইছাবাহ ৩/৩৬।*

# ব্রেলভীদের কতিপয় আক্বীদা-বিশ্বাস

*মুহাম্মাদ নূর আব্দুল্লাহ হাবীব**

ব্রেলভীদের স্বতন্ত্র কিছু আক্বীদা-বিশ্বাস[৬১] রয়েছে যেগুলো তাদেরকে সাধারণতঃ ভারতীয় উপমহাদেশের হানাফী মাযহাবের অনুসারী অন্যান্য ফিরক্বা বা দল থেকে আলাদা করে রেখেছে। তাদের অনেক আক্বীদা শী'আদের মতো। এটা বলা অযৌক্তিক হবে না যে, ব্রেলভী মতবাদ আহলুস সুন্নাহর চেয়ে শী'আদেরই অধিক নিকটবর্তী। তবে কে কার দ্বারা প্রভাবিত তা অজ্ঞাত।

যে সকল আক্বীদা-বিশ্বাস ব্রেলভীরা পোষণ করে এবং যেগুলো ভারতীয় উপমহাদেশে ব্যাপকভাবে প্রচারিত সেগুলো কাল্পনিক, অন্ধ অনুসরণ, কুসংস্কার এবং অবাস্তব-উদ্ভট কল্প-কাহিনীর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। যেগুলো বিভিন্ন সময়ে ছূফী ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকদের মাঝে সুবিদিত ছিল। ইসলামী হুকুম-আহকামের সাথে এগুলোর কোনই সম্পর্ক নেই। মূলতঃ এগুলো ইহুদী-খ্রিষ্টান ও কাফের-মুশরিকদের থেকে অতি সংগোপনে মুসলমানদের মাঝে অনুপ্রবেশ করেছে।

অতীব দুঃখের বিষয় এই যে, এ সকল অনৈসলামী এবং জাহেলী আক্বীদা-বিশ্বাসকেই ইসলামের মৌলিক আক্বীদা বলে অনেকে মনে করে। অথচ আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেগুলোকে দ্ব্যর্থহীনভাবে মিথ্যা বলে ঘোষণা করেছেন। এসব আক্বীদা-বিশ্বাসের কতিপয় নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

**১. আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের নিকট দো'আ বা প্রার্থনা করা :**

ব্রেলভীরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের কাছে প্রার্থনা করা ও অন্যের কাছে চাওয়াকে বৈধ মনে করে। যা তাওহীদের বিপরীত।

তাদের আক্বীদা হ'ল- আল্লাহর এমন কিছু বান্দা আছে, যাদেরকে তিনি সৃষ্টির রোগ ও সমস্যা দূরীকরণের জন্য বিশেষভাবে বাছাই করেছেন। লোকেরা তাদের সমস্যা এবং বিচার-আচার তাদের নিকট নিয়ে যাবে।[৬২]

আহমাদ রেযা লিখেছেন, আউলিয়াগণের নিকটে সাহায্য চাওয়া, তাদেরকে ডাকা এবং তাদের মাধ্যমে দো'আ করা জায়েয এবং পসন্দনীয় বিষয়। অহংকারী কিংবা হক্বের শত্রু ব্যতীত কেউ এর বিরোধিতা করবে না।[৬৩]

তিনি আরো লিখেছেন, নবী-রাসূল, আউলিয়া, আলিমগণ এবং নেককারগণের নিকট সাহায্য চাওয়া বা তাদের কাছে দো'আ করা জায়েয'।[৬৪]

অন্যত্র তিনি লিখেছেন, 'হুযুর (ছাঃ) এমন ব্যক্তি যিনি সকল বিপদাপদে সাহায্য করেন। হুযুর (ছাঃ) হ'লেন সেই ব্যক্তি, যিনি কল্যাণ দান করেন। অসহায় অবস্থায় হুযুরকে আহ্বান কর, হুযুর সকল অকল্যাণ থেকে নিরাপত্তা দাতা।[৬৫]

শুধু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-ই স্রষ্টাসুলভ ক্ষমতার মালিক নন; বরং আলী (রাঃ)ও সকল ক্ষমতার মালিক। তিনি নিম্নোক্ত আরবী কবিতা দিয়ে যুক্তি পেশ করেন,

نادي عليا مظهر العجائب * تجده عونا لك في النوائب

كل هم وغم سينجلي * بولايتك يا علي يا علي يا علي

'কারামতের প্রকাশ আলী মুর্তাযাকে ডাকো তুমি তাকে বিপদাপদে সাহায্যকারী হিসাবে পাবে। হে আলী! হে আলী! হে আলী! সকল দুশ্চিন্তা এবং দুঃখ-কষ্ট নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে তোমার বেলায়েতের দ্বারা'।[৬৬]

শায়খ আব্দুল কাদের জীলানী (রহঃ)-এর উপর অপবাদ আরোপ করে ব্রেলভীরা তাঁর উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন এভাবে যে, 'যে ব্যক্তি দুঃখ-কষ্টে আমাকে আহ্বান করে, তার দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে যাবে এবং দুঃখ-কষ্টে যে আমার নাম ধরে ডাকে তার দুঃখ-কষ্ট ম্লান হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি কোন প্রয়োজনে তার প্রভুর কাছে প্রার্থনা করে এবং আমাকে অসীলা বানায়, তার প্রয়োজন পূরণ হবে'।[৬৭]

এমনকি কাযায়ে হাজাত বা প্রয়োজন পূরণের জন্য তাদের রয়েছে 'ছালাতুল গাউছিয়া'। এর পদ্ধতি হ'ল- প্রতি রাক'আতে সূরা ইখলাছ **১১** বার, দরূদ ও সালাম **১১** বার। তারপর বাগদাদের দিকে **১১**টি 'শিমালী কদম' ফেলবে এবং প্রতি কদমে আমার নাম নিতে হবে এবং তার প্রয়োজনের কথা বলবে। আর এ পংক্তিটি আবৃত্তি করবে-

أيدركنى ضيم وأنت ذخيرتى * وأظلم فى الدنيا وأنت نصيرى

'আমাকে কি কোন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করতে পারে, যখন তুমি আমার ধনভাণ্ডারের কারণ? আর দুনিয়াতে কি কোন ক্ষতি আমাকে স্পর্শ করতে পারে, যখন তুমি আমার সাহায্যকারী'?[৬৮]

আহমাদ ইয়ার গুজরাটী লিখেছেন, এখন জানা গেল যে, যারা মরে গেছে তাদের কাছ থেকে সাহায্য কামনা করা জায়েয এবং উপকারী।

---

* *প্রভাষক, আরিফপুর জে.ইউ.এস. ফাযিল (ডিগ্রী) মাদরাসা, পাবনা।*

*৬১. এ মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা আহমাদ রেযা খাঁন ব্রেলভী ভারতের উত্তর প্রদেশের বেরেলী শহরে জন্মগ্রহণ করেন। দ্রঃ দায়িরাতুল-মা'আরিফ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪৮৭; আলা হযরত ব্রেলভী, (লেখক অস্পষ্ট) পৃঃ ২৫। জাফরুদ্দীন বিহারী রিযভী এবং তার অনুসারী আলিমগণ কর্তৃক উদ্ভাবিত বা রচিত এবং সুবিন্যস্ত আক্বীদা-বিশ্বাসই হ'ল ব্রেলভী আক্বীদা বা মতবাদ। দ্রঃ দায়িরাতুল-মা'আরিফ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪৮৫।*

*৬২. আহমদ রেযা খান ব্রেলভী, আল-আমান ওয়াল আলা (লাহোর : দারুত তাবলীগ), পৃঃ ২৯।*

*৬৩. আহমদ রেযা, ফৎওয়া রিযভিয়াহ, (পাকিস্তান), ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩০০, ।*

*৬৪. ঐ পৃঃ ৩০০।*

*৬৫. আল-আমান ওয়াল আলা, পৃঃ ১০।*

*৬৬. ঐ, পৃঃ ১৩।*

*৬৭. বারকাতুল ইসতিমরায, ব্রেলভী রিসালা রিযভিয়াহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৮১।*

*৬৮. মুফতী আহমাদ ইয়ার খাঁন ব্রেলভী, জাআল হাক্ব, পৃঃ ২০০।*

রেযা খান ব্রেলভী লিখেছেন, ‘যখনই আমি সাহায্য প্রার্থনা করেছি, তখন অন্য একজন অলী (হযরত মাহবূবে ইলাহী)-কে আহ্বান করার ইচ্ছা করেছিলাম। কিন্তু আমার জিহ্বা তা উচ্চারণ করতে পারেনি, কেবলমাত্র ‘ইয়া গাওছ’ শব্দটিই আমার মুখ থেকে বের হয়েছে’।[৬৯]

রেযা খান ব্রেলভী আরো লিখেছেন, ‘যখন কোন ব্যক্তি কোন নবী-রাসূল অথবা অলীর সাথে সম্পৃক্ত থাকে, তখন সে (নবী-রাসূল বা অলী) তার ডাকে উপস্থিত হয় এবং তার প্রয়োজন সহজ করতে সাহায্য করে’।[৭০]

কবরবাসীদের নিকট সাহায্য কামনা করার বিষয়ে তিনি লিখেছেন, ‘যখনই তুমি তোমার কাজে (সমস্যায়) পড়বে, তখনই কবরে শায়িত অলীগণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবে’।[৭১]

কবর যিয়ারতের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করার ব্যাপারে আহমাদ রেযার এক অনুসারী লিখেছেন, ‘কবর যিয়ারতের উপকারিতা রয়েছে। নেককার মৃত ব্যক্তিদের কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনা করা যেতে পারে’।[৭২] মূসা কাযিমের কবর সম্পর্কে তিনি উল্লেখ করেছেন, ‘মূসা কাযিমের কবর একটি রোগ নিরাময়কারী ঔষধ’।[৭৩]

আহমাদ জারুক, ‘সাইয়িদ বাদাবী ও মুহাম্মদ বিন ফারগাল সম্পর্কে তিনি বলেছেন, ‘যেকোন প্রয়োজনে তার কবরের নিকট গিয়ে চাইলে তিনি প্রয়োজন পূরণ করবেন’।[৭৪]

ব্রেলভীদের উপরোক্ত আক্বীদার সম্পূর্ণ বিপরীত হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর শিক্ষা। আল্লাহ বলেন, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ‘আমরা একমাত্র আপনারই ইবাদত করি এবং একমাত্র আপনার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করি’ *(ফাতিহা ১/৫)*। মহান আল্লাহ আরও বলেন,

إِنْ تَدْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُوْا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيْرٍ–

‘তোমরা তাদেরকে আহ্বান করলে তারা তোমাদের আহ্বান শুনবে না এবং শুনলেও তোমাদের আহ্বানে সাড়া দিবে না। তোমরা তাদেরকে যে শরীক করেছ তা তারা ক্বিয়ামতের দিন অস্বীকার করবে। সর্বজ্ঞের ন্যায় কেউই তোমাকে অবহিত করতে পারে না’ *(ফাতির ৩৫/১৪)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوْ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيْبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُوْنَ–

‘সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে, যে আল্লাহ্র পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে, যা ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্ত তার ডাকে সাড়া দিবে না? আর তারা তাদের আহ্বান সম্বন্ধে অবহিতও নয়’ *(আহক্বাফ ৪৬/৫; আ‘রাফ ৭/১৯৭)*।

রাসূল (ছাঃ) তাঁর চাচাতো ভাই ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে বলেছেন,

يَا غُلَامُ إِنِّى أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَىْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِشَىْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَىْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلاَّ بِشَىْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الأَقْلاَمُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ–

‘হে বৎস! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দিচ্ছি। তুমি আল্লাহর (বিধান) হেফাযত করবে, তাহ’লে তিনি তোমাকে রক্ষা করবেন। তুমি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখবে, তুমি আল্লাহকে সম্মুখে পাবে। তুমি যখন কোন কিছু চাইবে তখন আল্লাহ্র নিকটেই চাইবে, আর যখন সাহায্য প্রার্থনা করবে তখন আল্লাহ্র নিকটেই সাহায্য প্রার্থনা করবে। আর জেনে রাখ, সমস্ত উম্মতও যদি একত্রিত হয়ে তোমার কোন কল্যাণ করতে চায়, তবে আল্লাহ তোমার জন্য যেটুকু লিখে রেখেছেন, তা ব্যতীত কোন কল্যাণই করতে পারবে না। আর যদি তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে তোমার কোন ক্ষতি করতে চায়, তবে আল্লাহ যতটুকু তোমার জন্য লিখে রেখেছেন, তা ব্যতীত কোন ক্ষতিই করতে পারবে না। কলমসমূহ উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং দফতর সমূহ শুকিয়ে গেছে’।[৭৫]

**২. নবী ও আউলিয়ার ক্ষমতা :**

তাদের আক্বীদা হচ্ছে, আল্লাহ সকল কর্তৃত্ব এবং সৃষ্টির সকল ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার দায়িত্ব তাঁর বাছাইকৃত কিছু বান্দার উপর অর্পণ করেছেন। যেহেতু তারা আল্লাহ্র সহকারী তাই দুঃখ-দুর্দশার সময় যে কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র এ বান্দাগণের নিকট যাচঞা, সাহায্য প্রার্থনা এবং তাদের নিকট রোগের আরোগ্য কামনা করতে পারে। সকল ক্ষমতা তাদের হাতে ন্যস্ত। তারা আসমান ও যমীনের মালিক। তারা যাকে ইচ্ছা দেন, যাকে ইচ্ছা দেন না। তারা জীবন-মৃত্যু, রিযিক সব দান করেন। এক কথায় রুবুবিয়াহ-এর সকল ক্ষমতাই তাদের নিকট সোপর্দ করা হয়েছে।

নবী করীম (ছাঃ)-এর প্রশংসায় অতিরঞ্জন করে আহমাদ রেযা ব্রেলভী বলেন,

---

*৬৯. মালফূযাত, পৃঃ ৩০৭।*
*৭০. ফৎওয়া আফ্রিকা, পৃঃ ১৩৫।*
*৭১. আল-আমান ওয়াল আলা, পৃঃ ৪৪।*
*৭২. মুহাম্মাদ ওছমান ব্রেলভী, ফৎওয়া কুয়্যূদ, পৃঃ ৩৯।*
*৭৩. ঐ, পৃঃ ৫।*
*৭৪. আহমাদ রেযা, আনওয়ারুল ইনতিবাহ্ ফী মাজমূ‘ রাসায়েলে রিযভিয়াহ, ১ম খণ্ড পৃঃ ১৮২।*
*৭৫. আহমাদ হা/২৫১৬; ছহীহ তিরমিযী, হা/২৫১৬; মিশকাত হা/৫০৭২, সনদ ছহীহ।*

Contents



আল্লাহ্র মহান সহযোগী (নায়েব)
তিনি 'কুন'-এর রং প্রদর্শন করেন।
আপনার হাতেই সবকিছুর চাবি,
আপনি সকল কিছুর মালিক বলে জানা যায়।

এর ব্যাখ্যায় তার পুত্র লিখেছে, সারা পৃথিবীর যেকোন স্থানে যত নে'মত রয়েছে, তার সবই মুহাম্মাদ (ছাঃ) কর্তৃক প্রদত্ত। তাঁর মাধ্যম ব্যতীত কোন কিছুই আল্লাহ্র কাছ থেকে নেয়া যায় না। রাসূল (ছাঃ) যা ইচ্ছা করেন, তা-ই ঘটে এবং তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই ঘটে না। তিনি যা ইচ্ছা করেন, তা পরিবর্তন করার কেউ নেই'।[৭৬]

শী'আদের ন্যায় আলী (রাঃ) সম্পর্কে তিনি বলেছেন, আলী (রাঃ) জাহান্নামের বণ্টনকারী। অর্থাৎ তিনি তাঁর বন্ধুদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং তাঁর শত্রুদের জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।[৭৭]

তাদের শিরকী আক্বীদা প্রমাণ করতে আব্দুল কাদের জীলানীর উপর মিথ্যারোপ করে তারা বলেন যে, আব্দুল কাদের জিলানী বলেছেন, আল্লাহ আমাকে সকল অলীর প্রধান বানিয়েছেন এবং সকল অবস্থায় আমার নির্দেশ বাস্তবায়িত হয়। হে আমার মুরীদগণ! শত্রুদের ব্যাপারে ভয় পেও না। আমি হ'লাম এমন ব্যক্তি যে বিরোধীদের হত্যা করে। আসমান-যমীনে আমার কর্তৃত্ব ও উচ্চমর্যাদা রয়েছে। আল্লাহ্র পুরো রাজ্য আমার নিয়ন্ত্রণে। আমার সকল অবস্থা যে কোন ত্রুটি হ'তে মুক্ত। সর্বদা গোটা পৃথিবী আমার চোখের সামনে থাকে। আমি জীলানী, মুহীউদ্দীন আমার নাম, পাহাড়ের উপর রয়েছে আমার চিহ্ন'।[৭৮]

আহমাদ রেযার ছেলে ভাষ্য মতে, 'নিঃসন্দেহে সকল শায়খ, আউলিয়া, আলেম তাদের অনুসারীদের জন্য সুপারিশ করে এবং যখন তাদের অনুসারীর রূহ কবয করা হয়, যখন মুনকার নাকীর তাদের প্রশ্ন করে; যখন সে পুনরুত্থিত হবে কিয়ামত দিবসে, যখন তার আমলনামা খোলা হবে (হাশরে), যখন তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে ও হিসাব নেয়া হবে, যখন তার আমল ওযন করা হবে, যখন সে পুলছিরাত পার হবে, প্রতি মুহূর্তে এবং সার্বক্ষণিক (শায়খগণ) তাদের পথ প্রদর্শক হিসাবে কাজ করবেন। কোন স্থানেই তার থেকে অমনোযোগী হবেন না (তাকে ভুলে যাবেন না)। সকল ইমাম তাদের অনুসারীদের জন্য সুপারিশ করবেন। পৃথিবীতে, কবরে এবং আখিরাতে সর্বদা তারা তাদের প্রতি নযর রাখবেন এবং পুলছিরাত পার না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে ক্ষতি হ'তে রক্ষা করবেন।[৭৯]

এ আক্বীদা কুরআন-হাদীছ পরিপন্থী। যেমন আল্লাহ বলেন,

قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ، سَيَقُوْلُوْنَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُوْنَ-

'বল, তিনি কে, যার হাতে সকল কিছুর কর্তৃত্ব, যিনি আশ্রয় দান করেন এবং যাঁর উপর কোন আশ্রয়দাতা নেই, যদি তোমরা জান? তারা বলবে, আল্লাহ। বল, তবুও কীভাবে তোমরা মোহাচ্ছন্ন হয়ে আছ'? *(মুমিনূন ২৩/৮৮-৮৯)*।

নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খাঁন স্বীয় 'তাফসীরে ফাতহুল বায়ান'-এ 'বল (হে মুহাম্মাদ!) আমার নিজের কোন ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতা আমি রাখি না, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত'-এ আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন- 'এ আয়াতে ঐ সকল লোকদের জন্য মারাত্মক হুমকি রয়েছে, যারা রাসূল (ছাঃ)-কে বিপদের সময় আহ্বান করার আক্বীদা পোষণ করে। কারণ এ আয়াতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, বিপদ-আপদে একমাত্র আল্লাহই সাহায্য করার ক্ষমতা রাখেন। তিনি সেই মহান সত্তা, যিনি রাসূলগণকে ও নেককারগণকে সাহায্য করেন। এ আয়াতেও আল্লাহ তাঁর রাসূল (ছাঃ)-কে নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর উম্মাতকে পরিষ্কার ভাষায় এ কথা বলতে যে, তিনি কোন রকম উপকার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখেন না। এমনকি নিজেরও না। কুরআন বলছে, রাসূল (ছাঃ)-এর নিজের ক্ষতি বা উপকার করার কোন ক্ষমতা নেই। তাহ'লে কিভাবে তিনি সবকিছুর মালিক হ'তে পারেন? আর যদি 'খাতামুন নাবিইয়ীন'-এর স্রষ্টাসুলভ ক্ষমতা না থাকে, তবে সৃষ্টির অন্যদেরকে কিভাবে প্রয়োজন পূরণকারী ও বিপদে উদ্ধারকারী মনে করা যেতে পারে?

তাদের আক্বীদা জাহিলী যুগের লোকদের আক্বীদার চেয়েও নিকৃষ্ট। তারা তো কেবল তাদের মা'বূদদেরকে আল্লাহ্র নিকট তাদের জন্য সুপারিশকারী বলে মনে করত। কিন্তু এ সকল লোকেরা আল্লাহ্র পরিবর্তে রুবূবিয়াতের সকল ক্ষমতা তাদের আউলিয়াদেরকে দিয়ে রেখেছে। তাদের পীরদের নিকট যখন তারা সরাসরি সাহায্য প্রার্থনা করে, তখন তারা বিন্দুমাত্রও ভয় করে না...'।[৮০]

**৩. মৃত ব্যক্তির শ্রবণ :**

ব্রেলভী ফিরকার আরেকটি আক্বীদা হ'ল, তাদের মুরীদগণ পৃথিবীর যেকোন স্থান হ'তে তাদের ডাকুক না কেন, তারা মুরীদগণের ডাক শুনতে পায় ও তাদের সাহায্য করতে আসে। আর এর উপর ভিত্তি করে তারা বলে, আউলিয়াগণ তাদের কবরে জীবিত। তাদের জ্ঞান ও অনুভূতি, শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি তাদের (কবরে) পূর্বের চেয়ে অনেক বেশী (শক্তিশালী) হয়'।[৮১]

ব্রেলভীদের মতে, এ ক্ষমতা শুধু নবীগণের জন্যই খাছ নয়; বরং দ্বীনের বুযুর্গগণও এ মর্যাদায় পৌঁছেছেন। এজন্য বলা

---

৭৬. *আল-ইস্তিমদাদ আলা আহইয়ালিল ইরতিদাদ, পৃঃ ৩২-৩৩।*
৭৭. *আল-আমান ওয়াল আলা, পৃঃ ৫৮।*
৭৮. *আয-যামযামাতুল গামারিয়া ফিয যাব্বি আনিল খামর, পৃঃ ৩৫।*
৭৯. *আল-ইস্তিমদাদুল হাওয়ামেশ, পৃঃ ৩৫-৩৬।*
৮০. *নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খাঁন, ফাতহুল বায়ান, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২১৫।*
৮১. *আমজাদ আলী, বাহরে শরী'আত, ১ম খণ্ড পৃঃ ৫৮।*

হয়েছে, আল্লাহ্র অলীগণ মরেন না। তারা এক গৃহ হ'তে অন্য গৃহে স্থানান্তরিত হন মাত্র। তাদের রূহ এক মুহূর্তের জন্য কেবল তাদের ছেড়ে যায় এবং তারপরই পূর্বের ন্যায় তাদের দেহে ফিরে আসে'।[৮২]

তাদের বই-পত্র এ ধরনের মিথ্যা, বানোয়াট গালগল্প ও কাল্পনিক কিচ্ছা-কাহিনীতে ভরপুর। এসব আক্বীদা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ পরিপন্থী। যেমন আল্লাহ বলেন, وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لاَ يَخْلُقُوْنَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُوْنَ، أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاء وَمَا يَشْعُرُوْنَ أَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ- 'তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য যাদেরকে ডাকে তারা কিছুই সৃষ্টি করে না, তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়। তারা মৃত, জীবিত নয় এবং পুনরুত্থান কখন হবে সে বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই' *(নাহল ১৬/২০-২১)*। অন্যত্র বলা হয়েছে, 'জীবিত ও মৃত সমান নয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শোনান; আর তুমি তাদেরকে শুনাতে পারবে না যারা কবরে আছে' *(ফাত্বির ২২)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'তুমি মৃতদেরকে শোনাতে পারবে না...' *(রূম ৩০/৫২)*। তিনি আরো বলেন, 'তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে, যে আল্লাহ্র পরিবর্তে এমন কাউকে ডাকে, যে ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্ত তার ডাকে সাড়া দিবে না? আর তারা তাদের আহ্বান সম্পর্কে অনবহিত' *(আহক্বাফ ৪৬/৫; আ'রাফ ৭/১৯১-১৯৭)*।

তাদের আক্বীদা-বিশ্বাস খণ্ডন করতে গিয়ে হানাফী মুফাসসির আল্লামা আলুসী উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, 'এ আয়াত হ'তে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, (জাহিলী যুগের) মুশরিকরা বিপদের সময় কেবল আল্লাহকে ডাকত। কিন্তু দুঃখের বিষয় হ'ল এ সকল লোকেরা বিপদের সময়ে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের নিকট সাহায্য কামনা করে এবং এমন ব্যক্তিদের আহ্বান করে, যারা না তাদের কথা শুনতে পায়, আর না তাদের ডাকে সাড়া দিতে পারে, আর না তাদের কোন উপকার বা ক্ষতি করতে পারে। তাদের কেউ কেউ খিযির অথবা ইলিয়াসকে আহ্বান করে কিংবা 'আবুল হামীস' ও 'আব্বাস' এবং অন্যদের নাম ধরে সাহায্য কামনা করে। আবার তাদের কেউ কেউ তাদের ইমামগণকে আহ্বান করে। তাদের কেউই আল্লাহ্র নিকট তার হাত দু'খানা উত্তোলন করার তাওফীক পায় না। (সম্ভবত) তার মনের কোণে একবারও এ চিন্তা উঁকি দেয় না যে, যদি সে কেবল আল্লাহকেই ডাকত, তবে এ সকল বিপদ থেকে রক্ষা পেত।

হে পাঠক! আল্লাহ্র কসম করে বলছি, আমাকে বলুন তো, এ দিক থেকে মক্কার মুশরিকরা এবং বর্তমান যুগের মানুষদের মধ্যে কারা হেদায়াতের অধিক নিকটবর্তী এবং কারা মিথ্যার চোরাবালিতে আটকে পড়েছে? উভয় প্রার্থনাকারী ও আহ্বানকারীর মধ্যে কার প্রার্থনা অধিকতর সত্য? আল্লাহ্র নিকটই মনোবেদনা জ্ঞাপন করছি এমন এক যুগে, যে যুগে অজ্ঞতার প্রবল ঘূর্ণিঝড় সকলকে আচ্ছন্ন করেছে; বিভ্রান্তির প্রবল ঢেউ বিশাল আকৃতি নিয়ে আছড়ে পড়েছে। শরী'আতের নৌকার রশি ছিন্ন হয়েছে। গায়রুল্লাহ্র নিকট সাহায্য ও প্রার্থনাকেই মুক্তির অসীলা রূপে গণ্য করা হয়েছে। জ্ঞানীদের জন্য সৎ কাজের আদেশ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে এবং অন্যায় থেকে নিষেধ করার ক্ষেত্রে নানা প্রকার বিপদ বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আল্লাহ আমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করুন'।[৮৩]

**৪. ইলমে গায়েব বা অদৃশ্যের জ্ঞান সম্পর্কিত আক্বীদাহ :**

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা হ'ল সকল কিছুর জ্ঞান কেবলমাত্র আল্লাহ্র জন্য খাছ। আল্লাহ তা'আলাই আলিমুল গায়েব বা অদৃশ্যের জ্ঞাতা। এমনকি নবীগণও কোন বিষয় সম্পর্কে জানতেন না, যতক্ষণ আল্লাহ তাদেরকে অহি-র মাধ্যমে অবগত না করতেন।

সকল গায়েবের জ্ঞান আল্লাহ তা'আলার জন্য খাছ, অন্য কোন সৃষ্টির এ ব্যাপারে কোন অংশীদারিত্ব নেই। যেমন আল্লাহ বলেন, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ وَمَا يَشْعُرُوْنَ أَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ 'বল, আল্লাহ ছাড়া আসমানসমূহে ও যমীনে যারা আছে তারা গায়েব জানে না। আর কখন তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে তা তারা অনুভব করতে পারে না' *(নামল ২৭/৬৫; ফাতির ৩৫/৩৮; লোক্বমান ৩১/৩৪; আ'রাফ ৭/১৮৮; মায়েদা ৫/১০৯)*।

এক্ষেত্রে ব্রেলভীরা কুরআন ও সুন্নাহর সম্পূর্ণ বিরোধী আক্বীদা পোষণ করে। তাদের মতে নবীগণ (সৃষ্টির) ১ম দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত সবকিছু জানেন; বরং তারা (সবকিছু) দেখেন ও পর্যবেক্ষণ করেন।[৮৪]

ব্রেলভীর এক ভক্ত লিখেছে, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে বিশ্বের কোন কিছুই গোপন রাখা হয়নি। এই পবিত্র রূহ আসমানের উপর হ'তে নীচ পর্যন্ত সকল কিছু এবং দুনিয়া-আখিরাত, জান্নাত-জাহান্নাম সবকিছু সম্পর্কে অবগত। কারণ এসব কিছু এই কামেল ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে'।[৮৫]

পবিত্র কুরআনের আয়াত সমূহের সম্পূর্ণ বিপরীতে রেযা খান ব্রেলভী গায়েবী পঞ্চকুঞ্জি সম্পর্কে বলেছেন, 'হুযুর (ছাঃ) শুধু সেগুলো জানতেনই না, বরং তিনি সেগুলো যাকে ইচ্ছা বণ্টন করতে পারেন'।[৮৬]

---

*৮২. ফৎওয়া নাঈমিয়া, পৃঃ ২৪৫।*

*৮৩. আলূসী, রূহুল মা'আনী ৭/৪৭৪; নাক্বালাত আনিল আয়াতিল কারীমাহ ফী আদমে সামাইল মাওয়াত, মুকাদ্দামাহ, পৃঃ ১৭।*

*৮৪. আদ-দাওলাতুল মাক্কাহ বিল মাদ্দাতিল আলফিইয়াহ (লাহোর, পাকিস্তান), পৃঃ ৫৭।*

*৮৫. নাঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী, আল-কামাতুল 'আয়া লিআ'লাই ইলমিল মুছতফা, পৃঃ ১৪।*

*৮৬. খালিছুল ই'তিকাদ, পৃঃ ১৪।*

ব্রেলভীদের ইমাম আহমাদ রেযা খান ব্রেলভী লিখেছেন, ‘কিয়ামত কখন আসবে, কখন কতটুকু বৃষ্টি হবে, মাতৃজঠরে কি আছে, আগামীকাল কি ঘটবে এবং কোথায় সে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করবে এসব বিষয় যা আয়াতে কারীমাতে উল্লেখ করা হয়েছে, তার কোনটিই হুযুর (ছাঃ)-এর নিকট গোপন ছিল না। এ সকল বিষয় কিভাবে হুযুর (ছাঃ) থেকে গোপন থাকতে পারে, যখন ৭ জন কুতুবের সকলেরই এ জ্ঞান রয়েছে এবং তারা গাওছের চেয়ে নিম্ন পদ মর্যাদার? গাওছ সম্পর্কে কি বলা যেতে পারে এবং সে ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলা যেতে পারে, যিনি পূর্বে এবং পরবর্তীতে আগত সকলের মালিক এবং জগৎ সমূহের অধিপতি এবং যিনি সকল বস্তুর কারণ এবং সমস্ত বিষয় তাঁর জন্যই অর্থাৎ হুযুর (ছাঃ)-এর জন্য।[৮৭]

এগুলো শুধু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্যই খাছ নয়, শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী ও অন্যান্য অলীরাও এ পঞ্চকুঞ্জিতে শরীক আছে বলে ব্রেলভীরা বিশ্বাস করে।

তারা শায়খ আব্দুল কাদের জিলানীর উপর একটি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে বলে, ‘সাইয়েদুনা গাওছুল আযম হুযুরের প্রতি নূর প্রেরণ করেন। যদি শরী‘আত আমার জিহ্বাকে আটকে না রাখত, তবে আমি তোমাদেরকে সবকিছু জানিয়ে দিতাম যা তোমরা খাও এবং যা তোমরা তোমাদের ঘরে সংরক্ষণ করে রাখ। আমার জন্য তোমরা স্বচ্ছ কাঁচের মত। আমি তোমাদের যাহির ও বাতিন (প্রকাশ্য ও গোপন অবস্থা) দেখতে পাই’।[৮৮]

তিনি আরো লিখেছেন, ‘পরিপূর্ণ মুমিনের দৃষ্টি সাত আসমান ও সাত যমীনকে এমনভাবে বেষ্টন করে, যেমন বিরাণ ভূমিতে একটি বৃত্তাকার আংটি’।[৮৯] অনুরূপভাবে অন্য একজন ব্রেলভী লিখেছেন, ‘একজন ইনসানে কামেল (পরিপূর্ণ মানুষ) ঘটনাবলীর হাক্বীক্বাত বা গূঢ় রহস্য সম্পর্কে অবগত এবং তার জন্য ‘গায়েব’ এবং ‘গায়েব আল-গায়েব’ উন্মুক্ত করা হয়’।[৯০]

**৫. নবী করীম (ছাঃ)-এর মানবত্ব প্রসঙ্গ :**

তাদের আক্বীদা হ’ল নবী করীম (ছাঃ) আল্লাহ্র নূরের একটি অংশ। তারা তাঁকে মানবত্বের সীমা থেকে বের করে দেয় এবং তাঁকে নূরের সৃষ্টির মধ্যে গণ্য করে। তাদের বিশ্বাস মানুষ কখনও রাসূল হ’তে পারে না। এটা কাফেরদেরও আক্বীদা। পার্থক্য কেবল এই যে, কাফেররা বলত যে, ‘মানবত্ব’ রিসালাতের পরিপন্থী। আর এ ব্রেলভীদের আক্বীদা হ’ল রিসালাত মানবত্বের পরিপন্থী। অতএব তাদের উভয়ে এ বিষয়ে একমত যে, মানবত্ব ও রিসালাত একসঙ্গে (একক ব্যক্তির মাঝে) সহাবস্থান করতে পারে না। অথচ মহান আল্লাহ সুস্পষ্ট ভাষায় এরশাদ করেন,

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ–

‘বল, আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। আমার নিকট অহী প্রেরণ করা হয় যে, তোমাদের ইলাহই এক ইলাহ...’ *(কাহফ ১৮/১১০; ফুছছিলাত/হা-মীম-সাজদা ৪১/৬)*।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, ‘একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের নিয়ে পাঁচ রাক‘আত ছালাত আদায় করলেন। অতঃপর আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল, ছালাত কি বৃদ্ধি করা হয়েছে? তিনি বলেন, তোমরা এ প্রশ্ন করছ কেন? তারা বললেন, আপনি পাঁচ রাক‘আত ছালাত আদায় করেছেন। তখন তিনি বললেন, ‘আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ মাত্র। তোমরা যেমন স্মরণ রাখ, আমিও তেমনি স্মরণ রাখি এবং তোমরা যেমন ভুলে যাও, আমিও তেমনি ভুলে যাই। অতঃপর দু’টো সাহো সিজদা করলেন’।[৯১]

রাসূল (ছাঃ) নূরের তৈরী এ সম্পর্কে তারা নিম্নোক্ত একটি হাদীছ উল্লেখ করে, নবী করীম (ছাঃ) জাবির (রাঃ)-কে বললেন, ‘নিশ্চয়ই অন্যান্য সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ সর্বপ্রথম তোমার নবীর নূর সৃষ্টি করেন। নবীর নূরকে আল্লাহ তাঁর কুদরতী শক্তিতে যেখানে ইচ্ছা রূপান্তরিত করেছেন। তখন লাওহ, কলম, জান্নাত-জাহান্নাম, ফেরেশতা, আসমান-যমীন, চন্দ্র-সূর্য, মানব কোনকিছুই সৃষ্টি করেননি। যখন আল্লাহ সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন, তখন তিনি তাঁর নূরকে চারভাগে ভাগ করলেন। ১ম ভাগ দিয়ে কলম, ২য় ভাগ দিয়ে লাওহ, ৩য় ভাগ দিয়ে আরশ এবং ৪র্থ ভাগকে আরও চারটি ভাগে ভাগ করলেন ...’।[৯২]

তারা কবিতায় বলে,

‘আপনি নূরের ছায়া, আপনার সর্বাংশই নূর
ছায়ার কোন ছায়া নেই, আর নূরেরও কোন ছায়া নেই।
আপনার পবিত্র বংশের প্রত্যেক শিশুই নূর হ’তে (সৃষ্টি)
আপনি পুরো নূর এবং আপনার পুরো পরিবারই নূর হ’তে’।[৯৩]

---

*৮৭. ঐ, পৃঃ ৫৩-৫৪।*
*৮৮. ঐ, পৃঃ ৪৯।*
*৮৯. ঐ, পৃঃ ৫২।*
*৯০. জাআল হাক্ব, পৃঃ ৮৫।*

*৯১. বুখারী, ৮/৩১, হা/৪০১; মুসলিম ১/৪০০; আবুদাঊদ, হা/১০২০; তিরমিযী/১১০, নাসাঈ, মুসনাদে আহমাদ, হা/৮৯৯, ৯০১; মিশকাত হা/৯৫০।*
*৯২. আছ-ছলাতুছ ছফ ফী নূরিল মুছতফা, রিসালাহ ফী মাজমূ‘আ রাসাইল, পৃঃ ৩৩।*
*৯৩. নাফিউল ফাই আম্মান আনারা বিনূরিহি কুল্লা শাই’, রিসালাহ ফী মাজমূ‘আ রাসাইল পৃঃ ১২৪। এ হাদীছটি ভিত্তিহীন, মুছান্নাফ আব্দুর রায্যাক বা অন্য কোন গ্রন্থে তা নেই। ইমাম সুয়ূতী, শায়খ আব্দুল্লাহ গুমারী, শায়খ আহমাদ গুমারী, শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ ও অন্যান্য প্রাচীন ও সমকালীন সালাফী ও ছূফী সকল মতের মুহাদ্দিছ একমত যে, এ কথাটি হাদীছ নয়। হাদীছের গ্রন্থে এর কোন অস্তিত্ব নেই। নূরে মুহাম্মাদী বিষয়ে বিস্তারিত দ্রঃ ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, হাদীছের নামে জালিয়াতি, পৃঃ ৩১০-৩৪০; ইসলামী আক্বীদা, পৃঃ ১৯১-১৯৬।*

তারা বলে, নবী করীম (ছাঃ)-কে বাশার (মানব) বলা কাফিরদের কথা।[৯৪]

যদি তা-ই হয়, তবে এ হাদীছের অর্থ কি যেখানে আয়েশা (ও অন্যান্যরা) (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বাশার ছিলেন'?[৯৫]

**৬. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাযির-নাযির প্রসঙ্গে :**

ব্রেলভীদের আক্বীদাসমূহের মধ্যে অন্যতম হ'ল, তারা বিশ্বাস করে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সর্বত্র হাযির (উপস্থিত) ও নাযির (দর্শনকারী) এবং সশরীরে একই সাথে একাধিক স্থানে উপস্থিত থাকতে পারেন। তাদের মতে, আল্লাহ্র অলীগণ একই সময়ে বহু স্থানে উপস্থিত থাকতে পারেন এবং তারা একই সময়ে বহু দেহ ধারণ করতে পারেন।[৯৬]

আরো বলা হয়, 'তাঁর উম্মতের আমল দেখাশোনা করা, তাদের গুনাহ্র জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, তাদের বালা-মুছীবত দূর হওয়ার উদ্দেশ্যে দো'আ করা, পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘুরে বেড়ানো, একে বরকতপূর্ণ করা এবং যদি কোন নেককার ব্যক্তি মারা যায়, তার জানাযায় উপস্থিত হওয়া- এসব হ'ল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দায়িত্ব।[৯৭]

নবী করীম (ছাঃ) সম্পর্কে তারা আরো বলে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রূহ মুবারক বিশ্বের সকল মুসলিমের বাড়িতে হাযির রয়েছে।[৪২] অপর এক ব্রেলভী লিখেছে, নবী করীম (ছাঃ) আদম (আঃ)-এর সময় হ'তে তাঁর শারীরিকভাবে অস্তিত্ব লাভ করা (জন্মগ্রহণ করা) পর্যন্ত হাযির ছিলেন।[৯৮]

সে অন্যত্র লিখেছে, রাসূল (ছাঃ) হাযির ও নাযির। তিনি পৃথিবীতে যা ঘটছে এবং যা ঘটবে, তা প্রত্যক্ষ করেন। তিনি সকল স্থানে হাযির আছেন এবং তিনি সকল কিছু দেখেন।[৯৯]

অথচ কুরআন-হাদীছের বক্তব্য এসব আক্বীদার সম্পূর্ণ বিপরীত। আল্লাহ বলেন,

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُوناً فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنتَ ثَاوِياً فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْماً مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ-

'মূসাকে যখন আমরা নির্দেশনামা দিয়েছিলাম, তখন তুমি পশ্চিম প্রান্তে ছিলে না এবং তুমি প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলে না। কিন্তু আমরা অনেক সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছিলাম, অতঃপর তাদের অনেক যুগ অতিবাহিত হয়েছে। আর তুমি মাদইয়ানবাসীদের মধ্যে ছিলে না যে, তাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করতে। কিন্তু আমরাই ছিলাম রাসূল প্রেরণকারী। আমরা যখন মূসাকে আওয়াজ দিয়েছিলাম, তখন তুমি তূর পর্বতের পার্শ্বে ছিলে না। কিন্তু এটা তোমার পালনকর্তার রহমতস্বরূপ, যাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে ভীতি প্রদর্শন কর, যাদের কাছে তোমার পূর্বে কোন ভীতি প্রদর্শনকারী আগমন করেনি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে' *(ক্বাছাছ ২৮/৪৪-৪৬)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ذَلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُون أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ 'এটা হ'ল গায়েবী সংবাদ, যা আমরা তোমাকে পাঠিয়ে থাকি। আর তুমি তো তাদের কাছে ছিলে না, যখন প্রতিযোগিতা করছিল যে, কে প্রতিপালন করবে মারিয়ামকে এবং তুমি তাদের কাছে ছিলে না, যখন তারা ঝগড়া করছিল' *(আলে ইমরান ৩/৪৪)*।

উপরোক্ত আয়াতগুলো প্রমাণ করে যে, কোন এক ব্যক্তির জন্য একই সময়ে একাধিক স্থানে উপস্থিত থাকার আক্বীদা সঠিক নয়। কুরআনের আয়াত উপরোক্ত ভ্রান্ত আক্বীদা বিরোধী।

বাস্তবতা ও প্রকৃত ঘটনাবলীও তাদের আক্বীদাকে বাতিল করে দেয়। যখন রাসূল (ছাঃ) তাঁর হুজরায় অবস্থান করতেন তখন তিনি মসজিদে হাযির থাকতেন না। তাই ছাহাবীগণ তাঁর জন্য মসজিদে অপেক্ষা করতেন। তিনি যদি সর্বত্র হাযির-নাযির হ'তেন, তবে তাঁর ছাহাবীগণের তাঁর জন্য অপেক্ষা করার কোন অর্থ থাকে না। তেমনি তিনি যখন মদীনায় ছিলেন, তখন তিনি হুনাইনে হাযির ছিলেন না। যখন তাবুকে হাযির ছিলেন, তখন তিনি মদীনায় হাযির ছিলেন না এবং যখন আরাফায় ছিলেন, তখন তিনি মদীনায় বা মক্কায় হাযির ছিলেন না।

অতএব উপরোক্ত ভ্রান্ত আক্বীদা-বিশ্বাস থেকে মুসলিম উম্মাহকে সতর্ক সাবধান হ'তে হবে। যাতে এসব ভ্রান্ত আক্বীদা আমাদের মধ্যে প্রবেশ করে আমাদের ঈমান-আমল ধ্বংস না করতে পারে এবং পরকালে আমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে। আল্লাহ আমাদেরকে হেফাযত করুন- আমীন!

**আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর**
**লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য**
**নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে কিতাব ও সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা।**

---

*৯৪. ফৎওয়া রিযভিয়াহ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৪৩; মাওয়ায়েযে নাঈমিয়াহ, পৃঃ ১১৫।*
*৯৫. মুসলিম, ৪/২০০৭; তিরমিযী, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিনয় সম্পর্কে যা এসেছে' অনুচ্ছেদ হা/৩২৫।*
*৯৬. জাআল হাক্ব, পৃঃ ১৫০।*
*৯৭. ঐ, পৃঃ ১৫৪।*
*৯৮. খালিছুল ই'তিকাদ, পৃঃ ৪০।*
*৯৯. জাআল হাক্ব, পৃঃ ১৬৩।*

# শার্লি এবদো, বিকৃত বাকস্বাধীনতা ও আমরা

*আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব**

ফ্রান্সের বিদ্রূপ ম্যাগাজিন 'শার্লি এবদো'র কার্যালয়ে শরীফ কৌচি এবং সাঈদ কৌচি ভ্রাতৃদ্বয়ের সশস্ত্র হামলা এবং তাতে পত্রিকাটির সম্পাদকসহ ১২ জন ব্যক্তি নিহত হওয়ার ঘটনায় সারাবিশ্ব এখন উত্তাল। পাশ্চাত্যবিশ্বের জনগণ ও মিডিয়া ঘটনাটিকে দেখছে তথাকথিত 'মতপ্রকাশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে হামলা' হিসাবে। একই সাথে চিরাচরিত 'ইসলাম বিদ্বেষী জুজু' উস্কে দিতে ব্যবহার করছে নতুন অস্ত্র হিসাবে। ইতিমধ্যেই এই জুজুর কারণে ফ্রান্সের অর্ধশতাধিক স্থানে মসজিদে এবং সাধারণ মুসলমানদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা চালানো হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে ২০০৬, ২০০৯ এবং ২০১২ সালেও এই পত্রিকাটি অত্যন্ত উস্কানীমূলকভাবে রাসূল (ছাঃ)-এর ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করেছিল।

প্রথমেই পরিষ্কার করে নেয়া ভালো যে, শার্লি এবদো'র কার্টুনিস্টরা ইসলামের দৃষ্টিতে হত্যাযোগ্য অপরাধী হ'লেও যে প্রক্রিয়ায় তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে তা ইসলাম সমর্থন করে না। কেননা জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে ইসলামের সুনির্দিষ্ট বিধান রয়েছে। এখানে নিজের ইচ্ছামত কোন কিছু করার সুযোগ নেই। ইসলামী শাসনব্যবস্থায় একজন ব্যক্তি যত বড় অপরাধীই হোক না কেন, তাকে শাস্তি দেয়ার দায়িত্ব ব্যক্তি বিশেষের উপর বর্তায় না, সে দায়িত্ব রাষ্ট্র তথা আইনগত প্রতিষ্ঠানের। এটা একটি সর্বস্বীকৃত বিষয়। কেননা অপরাধী চিহ্নিত করা এবং তার অপরাধের পরিমাপ ও শাস্তি নির্ধারণ করা এগুলোর জন্য একটি নিরপেক্ষ ও সুনির্দিষ্ট আইনী সংস্থার প্রয়োজন। কোন একক ব্যক্তি দ্বারা এই দায়িত্ব পালন কখনই সম্ভব নয়। সেকারণ সে দায়ভার তাকে দেয়াও হয় নি। এতদসত্ত্বেও যদি কোন ব্যক্তি সীমা অতিক্রম করে নিজেই শাস্তি দেয়ার উদ্যোগ নেয়, সেক্ষেত্রে সে-ই অপরাধী হবে। সুতরাং শার্লি এবদো'র কুখ্যাত কার্টুনিস্টরা যত বড় অপরাধীই হোক না কেন তাদের বিচারের ভার নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়ে হত্যাকারী ভাতৃদ্বয় সীমালংঘন করেছে এবং আইনকে নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছে। যা ইসলাম মোটেও সমর্থন করে না। সুতরাং তারা যেটা করেছে, তা নিঃসন্দেহে অগ্রহণযোগ্য। নির্ভরযোগ্য ওলামায়ে কেরাম কেউই এমন কাজকে সমর্থন দেননি।

এবার মূল প্রসঙ্গে আসা যাক। 'শার্লি এবদো' নামক এই কুরুচিপূর্ণ ম্যাগাজিনই কেবল নয়, ইতিপূর্বে ডেনমার্ক সহ বেশ কয়েকটি দেশের পত্র-পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশিত হয়েছে। বিশেষতঃ নাইন-ইলেভেনের পর থেকে ইসলামবিদ্বেষী প্রচারণার অংশ হিসাবে এই জঘন্য অপতৎপরতা চালাচ্ছে কিছু মিডিয়া। আর তাতে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ মদদ যুগিয়ে যাচ্ছে সমগ্র পশ্চিমা বিশ্ব। এই নির্লজ্জ মদদদানের পেছনে তাদের দাবী হচ্ছে, 'ইউরোপীয় সভ্যতা'র মহা অর্জন হল 'ফ্রীডম অফ এক্সপ্রেশন', 'ফ্রীডম অফ স্পীচ' তথা মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং বাকস্বাধীনতা। এটি ইউরোপীয় সমাজের এমন এক প্রশ্নাতীত অধিকার ও প্রাচীন ঐতিহ্য; যা কোন মতেই খর্ব করার উপায় নেই। সুতরাং এই অধিকারের সূত্র অনুযায়ী যদি কোন পত্রিকা ইসলামের নবীর ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করে, তবে তাতে বাধা দেয়া যাবে না। উল্টো মুসলমানদেরই নাকি উচিৎ পরমতসহিষ্ণু হওয়া এবং এই অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো!

'শার্লি এবদো'য় হামলার ৪ দিন পর ১১ই জানুয়ারী এই 'বাকস্বাধীনতা'র প্রতি সমর্থন জানাতেই ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে জড় হয়েছিল বিশ্বের প্রায় ৫০টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান বা তাদের প্রতিনিধিসহ ১০ লক্ষেরও বেশী মানুষ। তাদের সবার কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছিল একটি শ্লোগান–'জ্য সুই শার্লি' অর্থাৎ 'আমরাই শার্লি (অর্থাৎ আমরা 'শার্লি এবদো'র মত প্রকাশের অধিকারের ব্যাপারে একমত')। হাস্যকর ব্যাপার হ'ল এই র‍্যালিতে যোগ দিয়েছিল ফিলিস্তীনীদের তাজা রক্তে রঞ্জিত ইসরাঈলী প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুসহ সারাবিশ্বে মানবাধিকার লংঘনে শীর্ষস্থানীয় ক'টি দেশ। তাছাড়া স্বয়ং ফ্রান্সের হাতই তো রঞ্জিত হয়ে রয়েছে আফ্রিকার কয়েকটি দেশের হাযারো মানুষের রক্তে। মাত্র কিছুদিন আগে তাদের নেতৃত্বেই সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত ও অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে লিবিয়ার মত স্বচ্ছল ও স্বনির্ভর একটি দেশ। মানুষের প্রাণ নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকারকে নিয়েই যারা ছেলেখেলা করে দিনরাত, তারাই কিনা সুবোধ বালকের মত এসেছে মানুষের তথাকথিত মতপ্রকাশের অধিকার নিয়ে আওয়াজ তুলতে! কি অদ্ভূত এক বিশ্বে বাস করি আমরা!

লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হাফিংটন পোস্টের রাজনৈতিক ভাষ্যকার মেহেদী হাসান তাঁর আর্টিকেলে পাশ্চাত্যের এই 'বাকস্বাধীনতা' তত্ত্বের শঠতা তুলে ধরে তথাকথিত উদারপন্থীদের নিকটে খুব শক্ত কিছু প্রশ্ন রেখেছেন। তিনি জোর গলায় বলেন, এই বাকস্বাধীনতার বাগাড়ম্বরের পিছনে উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, শুধুমাত্র এটা প্রমাণ করা যে, পাশ্চাত্য হ'ল আলোকপ্রাপ্ত ও উদারপন্থী। আর মুসলমানরা হ'ল পশ্চাদপন্থী ও বর্বর। এজন্য সাবেক ফরাসী প্রধানমন্ত্রী নিকোলাস সারকোজি ঘটনার পরপরই বলেন, 'এটা সভ্যতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা'। উদার-বামপন্থী ফরাসী নেতা জন স্লো আরো একধাপ বাড়িয়ে একে আখ্যায়িত করেন 'সভ্যতার সংঘাত' হিসাবে!

প্রশ্ন হল, বাকস্বাধীনতা কি কখনও বল্গাহীন হ'তে পারে? অথবা যে অর্থে পশ্চিমারা সেটাকে ব্যবহার করছে, তা কি তারা নিজেরাই বিশ্বাস করে? মেহেদী হাসান চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেন যে, কি রকম মিথ্যাচার এবং দ্বিচারিতায় লিপ্ত এই বাকস্বাধীনতার ফেরিওয়ালারা। তিনি প্রশ্ন রাখেন, যারা আজ রাসূল (ছাঃ)-এর ব্যঙ্গচিত্র আঁকছে, তারা কি হলোকস্টকে ব্যঙ্গ করে চিত্র আঁকতে পারবে? তারা কি

* এম.এস (হাদীছ), ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, ইসলামাবাদ, পাকিস্তান।

৯/১১-এর দিন টুইন টাওয়ারে নিহত ভিকটিমদের নিয়ে ক্যারিকেচার আঁকতে পারবে? কিংবা আঁকতে পারবে ইসলাম ভিন্ন অন্য কোন ধর্মকে কটাক্ষ করে? তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন, কল্পনা করুন! একজন ব্যক্তি প্যারিসের ১১ই জানুয়ারী'র র‌্যালিতে যোগ দিয়েছে। তার বুকের ব্যাজে লেখা 'জ্য সুই শরীফ' (অর্থাৎ শার্লি এবদো'য় হামলাকারী শরীফ কৌচা)। আর তার হাতে বহন করছে নিহত সাংবাদিকদের ব্যঙ্গচিত্র। এমতাবস্থায় সমবেত জনতা লোকটির উপর কি আচরণ করবে? তারা কি এই একলা চলা লোকটাকে বাকস্বাধীনতার উপর অটল একজন 'হিরো' হিসাবে আখ্যায়িত করবে? নাকি এর বিপরীতে গভীরভাবে আহত বোধ করবে? বাস্তবতা কি এটাই নয় যে, লোকটি যদি প্রাণ নিয়ে পালাতে পারে সেটাই হবে বিস্ময়কর?

যাবতীয় তত্ত্বকথার বাইরে সাদাচোখে যদি এই হিসাবটা মিলাতে যাই, তবে তাদের বাকস্বাধীনতার দাবী কোনমতেই কি ধোপে টিকতে পারে? পোপ ফ্রান্সিস সেদিকে দিকনির্দেশ করে বলেন, 'যদি আমার মায়ের নামে কেউ কোন খারাপ কথা উচ্চারণ করে, তাহ'লে একটা ঘুষি অবশ্যই তার প্রাপ্য। সেটাই স্বাভাবিক নয় কী!' এমনকি যে কার্টুনিস্ট এই জঘন্য কাজে হাত দিয়েছে, তার পিতামাতার নামেও যদি কেউ গালি দেয় সে কি পাল্টা প্রতিক্রিয়া না জানিয়ে চুপ করে বসে থাকবে? একজন রক্ত মাংসের সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ হ'লে সেটা কখনই সম্ভব নয়।

একজন মুসলিমের কাছে রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস ও ভালবাসার স্থানটি পৃথিবীর সবকিছুর চেয়ে পবিত্র। যার অন্তরে ক্ষীণতর ঈমান অবশিষ্ট আছে, তার কাছেও রাসূল (ছাঃ)-এর চেয়ে প্রিয়তর মানুষ আর কেউ নেই। এমনকি যে মুসলমান আমলের ধার ধারে না, সে-ও পর্যন্ত রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকে। আর সেই মহা শ্রদ্ধার মানুষটিকে যখন কেউ হাসির খোরাক বানাতে চায় কিংবা অবমাননাকরভাবে উপস্থাপন করে, তখন তার অন্তরে কতটা আঘাত লাগে! কতটা ক্ষতের সৃষ্টি হয়! পরিমাপ করা যায়! বাকস্বাধীনতার ফেরীওয়ালারা কি সেটা বোঝে না?

বোঝে। সবই বোঝে। আর এই বোঝার কারণেই ঠিক এই মুহূর্তে দুনিয়ার বহু দেশে সাংবাদিকদের উপর আক্রমণ চালানো হলেও কোনটাই তাদের দৃষ্টি কাড়ে না। দৃষ্টি কাড়ে কেবল প্যারিসই। সমবেত হয় তারা প্যারিসেই। কেবলমাত্র এই সময়ই তাদের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে 'জ্য সুই শার্লি'। এখানেই শেষ নয়, কাটা ঘাঁয়ে নুনের ছিটা দিতে সেই একই 'শার্লি এবদো' আবারও এ সপ্তাহে তথা ২১ জানুয়ারী প্রকাশ করেছে রাসূল (ছাঃ)-এর ব্যঙ্গচিত্র। সেই সংখ্যার পাঠকচাহিদা এতই বেড়েছে যে, যে পত্রিকার প্রচারসংখ্যা ছিল ৬০ হাযার, তা নিমিষেই উপনীত হয়েছে ৫০ লাখে! সেই সংখ্যা ছাপানোর জন্য ফ্রান্স সরকারসহ বিভিন্ন জাতীয়-আন্তর্জাতিক সংস্থা দিয়েছে মোটা অংকের অনুদান!

মেহেদী হাসান ক্ষেদ নিয়ে লিখেছেন, 'মুসলমানদের গায়ের চামড়া বোধহয় খৃষ্টান, ইহুদীদের চেয়ে মোটা হওয়ার আশা করা হয়। নতুবা কিভাবে রাসূল (ছাঃ)-এর ব্যঙ্গচিত্র ছাপিয়ে তুমি কামনা কর যে, মুসলমানরা এটা দেখে হাসবে বা মজা পাবে? তুমি কিভাবে দাবী কর যে, মুসলিম সমাজকে হাতে গোনা ক'জন চরমপন্থীকে (যারা কিনা তোমাদের কারণেই সৃষ্টি) বাকস্বাধীনতার প্রতি হুমকি হিসাবে ঘোষণা দিয়ে রাস্তায় নামতে, যখন এর চেয়ে আরও অনেক বড় হুমকি থেকে তোমরা চোখ সরিয়ে রেখেছ? (এই ফ্রান্সেই মুসলিম মহিলাদের নেক্বাব পরা এখন নিষিদ্ধ এবং জরিমানাযোগ্য অপরাধ!)'।

বৃটিশ সাংবাদিক রবার্ট ফিস্ক তাঁর নিবন্ধে লিখেছেন, 'বাস্তবতা এটাই যে, এই অঘটনগুলো ঘটার পর মিডিয়ায় সবসময় বলা হয় 'হু এবং হাউ' অর্থাৎ 'কে ঘটিয়েছে এবং কিভাবে ঘটিয়েছে'। কিন্তু খুব কমই বলা হয় 'হোয়াই' অর্থাৎ কেন ঘটিয়েছে'। চরমপন্থী এবং ইসলামের প্রকৃত নীতি সম্পর্কে অজ্ঞ দু'ভাইয়ের কাজকে আমরা সমর্থন করি না। কিন্তু তাদের এই কাজের পিছনে শার্লি এবদো'ই কি পরিষ্কারভাবে দায়ী নয়? পশ্চিমা সমাজব্যবস্থার এই নগ্ন দ্বিচারিতাই কি তাদের উসকিয়ে দেয়নি? তারা কি আদতে 'মতপ্রকাশের অধিকার'কে রোধ করার জন্যই আক্রমণ চালিয়েছিল? না কি নবী (ছাঃ)-এর প্রতি অসম্মানে বিক্ষুব্ধ হয়ে প্রতিশোধ নিতে গিয়েছিল? সুতরাং এই 'জ্য সুই শার্লি' শ্লোগান ভণ্ডামী ছাড়া আর কিছুই নয়।

পশ্চিমারা এই বিকৃত 'বাকস্বাধীনতা'র বুলি কেবল মুসলমানদের বিরুদ্ধেই কপচায়। কিন্তু নিজেদের বেলায় তাদের কী ভূমিকা? 'উইকিলিকস'-এর সাংবাদিকদের ব্যাপারে তাদের পদক্ষেপ কি ছিল? ইয়েমেনের ড্রোন-বিরোধী সাংবাদিক আব্দুল্লাহ হায়দার শাইকে আটক করার জন্য কেন আমেরিকা আজ ইয়েমেন সরকারকে চাপ দিচ্ছে? গতবছরই গাজায় বহু সাংবাদিক নিহত হওয়ার পরও তারা টুশব্দটি কেন উচ্চারণ করেনি? কেন এঞ্জেলা মার্কেলের জার্মানীতে হলোকস্টের বিরোধী কোন কথা উচ্চারণ করলে ৫ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়? কেন ডেভিড ক্যামেরনের ইংল্যাণ্ডে গণতন্ত্রবিরোধী মুসলিম ধর্মনেতাদেরকে টেলিভিশনে আসতে না দেয়ার জন্য সংসদে বিল তোলা হয়? কেন ইউরোপ-আমেরিকার দেশসমূহে ডা. জাকির নায়িক, ড. আবু আমিনা বিলাল ফিলিপসের মত খ্যাতনামা দাঈদেরকে প্রবেশাধিকার দেয়া হয় না? কেন 'শার্লি এবদো' নতুন সংখ্যা প্রকাশের দিনই তথা ২১ জানুয়ারী ফ্রান্সের পুলিশ দিয়োদন নামক এক কৌতুকাভিনেতাকে গ্রেফতার করল সাম্প্রদায়িক এবং ইহুদী বিদ্বেষী প্ররোচনার দায়ে? এইভাবে হাযারটা প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে 'বাকস্বাধীনতা'র ফেরিওয়ালাদের কাছে। যার কোন উত্তর তাদের কাছে নেই।

মার্কিন সাংবাদিক নোয়াম চমস্কি এই 'জ্য সুই শার্লি' হিপোক্রিসির এমন অনেকগুলো উদাহরণ টেনে লিখেছেন,

Contents



'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ'–যেটা মূলত 'আধুনিক যুগের সবচেয়ে চরমপন্থী সন্ত্রাসবাদী প্রচারণা' (the most extreme terrorist campaign of modern times) এবং বারাক ওবামার বৈশ্বিক গুপ্তহত্যা অভিযান, যেটি ১১ই জানুয়ারী প্যারিস র‍্যালির দিনও নিয়োজিত ছিল সিরিয়া, ইয়েমেনের সাধারণ মানুষ হত্যায়, অথচ সেই দেশটিই কি-না মতপ্রকাশের স্বাধীনতার জন্য র‍্যালিতে নামে? তারপর নিবন্ধের একেবারে শেষ বাক্যে লিখেছেন, 'সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়ে যে কথা বলা হচ্ছে যে, 'সন্ত্রাস সন্ত্রাসই, এর মধ্যে দ্বিতীয় কিছু নেই'–এটা চূড়ান্ত অসত্য কথা। অবশ্যই এর মধ্যে দ্বিতীয় কিছু রয়েছে। সেটা হ'ল 'আমাদের সন্ত্রাস বনাম তোমাদের সন্ত্রাস'। অর্থাৎ পশ্চিমারা যে সন্ত্রাস চালাচ্ছে তার কোন বিচার নেই। কিন্তু অন্যরা সন্ত্রাস করলে তার বিচার হ'তে হবে।

এভাবেই প্যারিসের 'জ্য সুই শার্লি' র‍্যালিতে আর যা-ই হোক কোন শান্তি, মানবাধিকার, পরমতসহিষ্ণুতার বার্তা ছিল না। বরং তা পশ্চিমাদের ডাবল স্টান্ডার্ডকে আরো নগ্নভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। যার মধ্যে লুক্কায়িত আছে সাম্প্রদায়িকতা, বর্ণবাদ আর পরমতকে অশ্রদ্ধার লকলকে বিষাক্ত জিহ্বা। তাদের বিরাট সাফল্য যে তারা গোটা বিশ্বকে অন্ধ বানিয়ে তাদের ঔপনিবেশিক কালো ইতিহাসকে যেমন লুকিয়ে ফেলতে পেরেছে, ঠিক তেমনিভাবে আজও তাদের আসল চেহারাকে মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে বুক ফুলিয়ে সভ্যতার ঘোষণা দিতে পারছে।

শেষ কথা হল, পাশ্চাত্যের এই উসকানী মূলক কর্মকাণ্ডে আমাদের বিভ্রান্ত হওয়া যাবে না। কোন রকম উগ্রবাদী ও চরমপন্থী কর্মে লিপ্ত হওয়া যাবে না। রাসূল (ছাঃ)-কে যে যত মন্দভাবেই চিত্রিত করুক না কেন, প্রকৃত প্রস্তাবে তা কি কখনও রাসূল (ছাঃ)-এর উপর আরোপিত হয়? কখনই না। একদল আত্মপ্রচারলোভী দুশ্চরিত্র শয়তানের কর্মকাণ্ডে রাসূল (ছাঃ)-এর সুমহান মর্যাদার কোনই ক্ষতি হয় না, তেমনি ইসলামেরও কিছু যায় আসে না। এজন্য প্রথমতঃ এই অসভ্য, জাহেলদের এড়িয়ে যাওয়াই উচিৎ। বিশেষতঃ এসব উস্কানীর পিছনে যখন সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর গোপন এজেন্ডা কার্যকর রয়েছে। এ ব্যাপারে একটি হাদীছও বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। মক্কার জাহেলী আরবরা যখন রাসূল (ছাঃ)-কে ব্যঙ্গ করে কষ্ট দিতে চেয়েছিল, তখন তিনি তাদেরকে পাল্টা জবাব না দিয়ে অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত জবাব দিয়েছিলেন। তিনি ছাহাবীদের উদ্দেশ্যে বলছিলেন, 'তোমরা কি দেখছ না আমার উপর কুরাইশদের নিন্দা ও অভিশাপকে আল্লাহ কিভাবে অন্যদিকে ফিরিয়ে দিচ্ছেন? তারা তো গালি দিচ্ছে 'মুযাম্মাম' তথা 'নিন্দিত'কে। আর আমি তো 'মুহাম্মাদ' তথা প্রশংসিত *(বুখারী হা/৩৫৩৩)*। অর্থাৎ তিনি এদেরকে স্রেফ এড়িয়ে গিয়েছিলেন। একটু ভাবলেই বোঝা যায় সভ্যতার সর্বোচ্চ নিদর্শন দেখিয়ে, নিজের সুউচ্চ মর্যাদায় এতটুকু আঁচড় কাটতে না দিয়ে কি অসাধারণভাবেই না তিনি এমন পরিস্থিতির সামাল দিয়েছিলেন! উম্মতের জন্য এই হাদীছটির চেয়ে উত্তম শিক্ষা আর কী হ'তে পারে! সুতরাং এই নিকৃষ্ট নরাধমদের দুর্গন্ধময় কর্মকাণ্ডকে বিন্দুমাত্র পাত্তা না দেয়াটাই হ'তে পারে এদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় জবাব।

দ্বিতীয়তঃ এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব না হ'লে অবশ্যই প্রতিবাদ করতে হবে। কিন্তু তার প্রকাশটা যেন অসংযত না হয়। প্রতিবাদের নামে আজকাল যা হয় অর্থাৎ পুলিশের সাথে সংঘর্ষ বাঁধানো, বোমাবাজি, ভাংচুর এবং প্রাণঘাতি কাজে লিপ্ত হওয়া ইত্যাদি একেবারেই অর্থহীন কাজ। এসবের বাইরে বৈধ সকল উপায়ে প্রতিবাদ করা যেতে পারে। এবারের ঘটনায় গত ১৯ জানুয়ারী চেচনিয়ার রাজধানী গ্রোজনীতে সরকারী উদ্যোগে প্রতিবাদ সমাবেশে প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ একত্রিত হওয়া একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত। সবচেয়ে উপযুক্ত হতো যদি মুসলিম সরকারগুলোর পক্ষ থেকে এর বিরুদ্ধে কড়া প্রতিবাদ জানানো হ'ত। সঊদী আরব সহ নেতৃস্থানীয় মুসলিম দেশগুলো যদি এসবের বিরুদ্ধে কঠোর ভূমিকা গ্রহণ করত, তাহ'লে মানুষের অনুভূতি নিয়ে এই খেলা বন্ধ হত। দুস্কৃতিকারীরা এসব অপরাধ করার কোনই সুযোগ পেত না। দুর্ভাগ্য আমাদের সামনে যোগ্য নেতৃত্ব নেই। মুসলিম দেশগুলোর রাষ্ট্রপ্রধানরা সবাই আজ মেরুদণ্ডহীন নপুংসক। ন্যায়ের পক্ষে একটি শক্ত কথা বলার ক্ষমতা পর্যন্ত তাদের নেই। তাদের অকর্মণ্যতার দরুণ আজ সংখ্যায় ১৬০ কোটি হয়েও ইসলামের অনুসারীদেরকে মাথা নত করে চলতে হচ্ছে।

তৃতীয়তঃ ইসলামী আইনে এমন অপরাধীর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। সুতরাং কোন মুসলিম দেশে এমন ঘটনা ঘটলে সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সরকারকে অবশ্যই ব্যবস্থা নিতে হবে। যদি তা না নেয়, তবে জনগণের কর্তব্য হ'ল সরকারকে সতর্ক করা। তারপরও যদি সরকার ব্যবস্থা না নেয় তবে সে জন্য সরকার দায়ী হবে।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন মুসলিম উম্মাহকে হেফাযত করুন! আমাদের সামনে একটি যোগ্য নেতৃত্ব দিন। বাতিলের অন্যায় আক্রমণকে যথাযথভাবে মুকাবিলা করার শক্তি দিন এবং বাতিলের সামনে হকের ঝাণ্ডাকে উঁচু রাখার তাওফীক দান করুন- আমীন!

# ইমাম নাসাঈ (রহঃ)

*কামারুযযামান বিন আব্দুল বারী**

(২য় কিস্তি)

**হাদীছ গ্রহণে ইমাম নাসাঈ (রহঃ)-এর শর্তাবলী :**

১. ছহীহ হাদীছের প্রধান দু'টি গ্রন্থ বুখারী ও মুসলিমে যেসব হাদীছ সন্নিবেশিত হয়েছে সেসব সনদসূত্রে বর্ণিত হাদীছ অবশ্যই গ্রহণযোগ্য।

২. প্রধান হাদীছ গ্রন্থদ্বয়ে হাদীছ গ্রহণের যে শর্ত অনুসৃত হয়েছে তাতে উত্তীর্ণ সকল হাদীছই গ্রহণযোগ্য।

৩. যেসব হাদীছ সর্বসম্মতভাবে ও মুহাদ্দিছীনের ঐক্যমতের ভিত্তিতে পরিত্যক্ত তা গ্রহণীয় নয়। পক্ষান্তরে হাদীছের যেসব সনদ 'মুত্তাছিল' তথা ধারাবাহিক বর্ণনা পরম্পরাসূত্রে কোন বর্ণনাকারীই উহ্য নয়, তা অবশ্যই গ্রহণীয়। মূল হাদীছ ছহীহ হ'লে এবং 'মুরসাল' (مُرْسَلٌ) কিংবা 'মুনকাতি' (مُنْقَطِعٌ) না হ'লে তাও গ্রহণযোগ্য।

৪. চতুর্থ পর্যায়ের বর্ণনাকারীদের মধ্যে উত্তম বর্ণনাকারী হ'তে বর্ণিত হাদীছও গ্রহণযোগ্য। এসব শর্ত ইমাম নাসাঈ (রহঃ) ও ইমাম আবূদাঊদ (রহঃ)-এর নিকট সমভাবে গৃহীত। কিন্তু কয়েকটি ক্ষেত্রে ইমাম নাসাঈ (রহঃ)-এর আরোপিত শর্ত ইমাম আবূদাঊদ অপেক্ষাও অধিক শক্তিশালী। ইমাম নাসাঈ (রহঃ) হাদীছ গ্রহণের ব্যাপারে বর্ণনাকারীদের সম্পর্কে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। তাদের অবস্থা সম্পর্কে অধিকতর খোঁজ-খবর নেয়ার প্রয়োজন মনে করেছেন। এ কারণেই ইমাম নাসাঈ (রহঃ) এমন অনেক বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীছ গ্রহণ করেননি, যাদের নিকট থেকে ইমাম আবূদাঊদ (রহঃ) ও ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীছ গ্রহণ করেছেন।[১০০]

এ সম্পর্কে হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, 'এমন অনেক বর্ণনাকারী আছেন, যাদের নিকট থেকে ইমাম আবুদাঊদ ও তিরমিযী (রহঃ) হাদীছ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইমাম নাসাঈ (রহঃ) তাঁদের বর্ণিত হাদীছ গ্রহণ করা হ'তে বিরত থেকেছেন; বরং বুখারী ও মুসলিমের একদল বর্ণনাকারীর নিকট থেকে হাদীছ বর্ণনা থেকেও ইমাম নাসাঈ (রহঃ) বিরত থেকেছেন।[১০১] হাফেয আবু আলী আন-নিসাপুরী বলেন, للنسائي شرط في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم 'হাদীছ গ্রহণে ইমাম নাসাঈ (রহঃ)-এর শর্ত ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রহঃ)-এর শর্তের চেয়েও কঠিন'।[১০২]

ড. আবু জামীল আল-হাসান বলেছেন, 'এটা সুস্পষ্ট যে, আবু আলী আন-নিসাপুরীর উক্ত কথা অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি। কেননা হাদীছ গ্রহণে ইমাম বুখারী ও মুসলিমের শর্তাবলী শীর্ষস্থানীয়'।[১০৩]

আল্লামা হাযেমী (রহঃ) বলেন, 'ইমাম আবুদাঊদ ও নাসাঈ (রহঃ) প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের রাবীদের হাদীছ গ্রহণ করেছেন। তবে তাঁরা চতুর্থ স্তর অতিক্রম করেননি'।[১০৪]

**সুনানে নাসাঈর বৈশিষ্ট্য :**

সুনানে নাসাঈর এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা তাকে অপরাপর হাদীছ গ্রন্থ থেকে পৃথক স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। নিম্নে সুনানে নাসাঈর কতিপয় বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হ'ল।-

**১. প্রায় তাকরার বা দ্বিরুক্তিমুক্ত :** কুতুবুস সিত্তার অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় সুনানে নাসাঈতে তাকরার তথা পুনঃউল্লিখিত হাদীছের সংখ্যা কম। এতে তাকরার হাদীছ নেই বললেই চলে।[১০৫]

**২. হাদীছের দুর্বোধ্য শব্দের ব্যাখ্যা :** এ গ্রন্থে কোন কোন স্থানে হাদীছের দুর্বোধ্য শব্দের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যেমন একটি হাদীছ উল্লেখ করার পর তিনি বলেন, الركس : طعام الجن। 'আর-রিকসু' অর্থাৎ জিনের খাদ্য।[১০৬] অনুরূপভাবে রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী, لاَ تُزْرِمُوْهُ 'তার পেশাবে বাধা দিও না'। এর অর্থে তিনি বলেন, لاَ تَقْطَعُوْا عَلَيْهِ অর্থাৎ তার পেশাব বন্ধ করে দিও না।[১০৭]

**৩. অধিক রাবী সম্বলিত হাদীছ :** ইমাম নাসাঈ স্বীয় গ্রন্থে শক্তিশালী ও ছহীহ সনদের ভিত্তিতে হাদীছ সন্নিবেশিত করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি দশজন রাবী বিশিষ্ট হাদীছও উল্লেখ করেছেন। যেমন তিনি একটি হাদীছ উল্লেখ করে বলেন, ما أعرف إسنادا أطول من هذا 'এর চেয়ে দীর্ঘ সনদ বিশিষ্ট হাদীছ আমার জানা নেই'।[১০৮]

**৪. ফিক্বহী বিন্যাস :** এ গ্রন্থের হাদীছগুলো ফিক্বহী তারতীব অনুযায়ী সুবিন্যস্ত করা হয়েছে।[১০৯] এ গ্রন্থ শুরু হয়েছে 'পবিত্রতা' অধ্যায় দ্বারা এবং শেষ হয়েছে 'পানীয় দ্রব্যের বর্ণনা' দ্বারা। অধ্যায় বিন্যাসে মৌলিক অর্থের দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

**৫. সকল বিষয়ের হাদীছের সন্নিবেশ :** ইমাম নাসাঈ (রহঃ) এ গ্রন্থে জীবনের সকল দিক সম্পর্কিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা-প্রশাখায় হাদীছ সন্নিবেশিত করেছেন।[১১০]

---

** প্রধান মুহাদ্দিছ, বেলটিয়া কামিল মাদরাসা, জামালপুর।*

*১০০. হাদীস সংকলনের ইতিহাস, পৃঃ ৪৪৮; মুক্বাদ্দামাতু যাহরির রুবা আলাল মুজতাবা, পৃঃ ৩।*

*১০১. আবু যাহূ, আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছূন, পৃঃ ৪১০।*

*১০২. মুক্বাদ্দামাতু তুহফাতিল আহওয়াযী, ১/১০৫ পৃঃ; কাশফুয যুনূন, ১/১০০৬ পৃঃ; মুক্বাদ্দামাতু যাহরির রিবা আলাল মুজতাবা, পৃঃ ৪।*

*১০৩. উম্মাহাতুল কুতুবিল হাদীছ, পৃঃ ১২২।*

*১০৪. ঐ, পৃঃ ১২৪।*

*১০৫. আত-তুহফাতু লিতালিবিল হাদীছ, পৃঃ ৩০।*

*১০৬. নাসাঈ হা/২৪।*

*১০৭. নাসাঈ হা/৫৩।*

*১০৮. নাসাঈ হা/৯৯৬।*

*১০৯. আত-তুহফাতু লিতালিবিল হাদীছ, পৃঃ ৩০।*

*১১০. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৪/৩৯ পৃঃ।*

**৬. ইলালুল হাদীছ বর্ণনা :** এ গ্রন্থে ইমাম নাসাঈ (রহঃ) পৃথকভাবে শিরোনাম নির্ধারণ করে হাদীছের ইল্লত (ত্রুটি) সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[১১১] হাদীছের ত্রুটি বর্ণনার পর তিনি সঠিকটা উল্লেখ করেছেন। মতানৈক্যের ক্ষেত্রে অধিক প্রাধান্যযোগ্য বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।

**৭. অনুচ্ছেদ রচনা :** সুনানে নাসাঈর হাদীছের অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-পরিচ্ছেদগুলো ধারাবাহিকভাবে বিন্যস্ত। এ গ্রন্থের অনুচ্ছেদ-পরিচ্ছেদের শিরোনাম অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও সহজবোধ্য। হাদীছ ও শিরোনামের মধ্যে সাযুজ্য বিদ্যমান। এ গ্রন্থে তরজমাতুল বাব সংযোজনে ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর ফিক্বহী ধারাকে অনুসরণ করা হয়েছে।[১১২]

**৮. স্বল্পসংখ্যক তা'লীক হাদীছ :** এ গ্রন্থে ইমাম নাসাঈ (রহঃ) অতি স্বল্প সংখ্যক তা'লীক হাদীছ[১১৩] উল্লেখ করেছেন। এ গ্রন্থে প্রায় ১৮০টি তা'লীক হাদীছ উল্লিখিত হয়েছে।

**৯. হাদীছের মান ও স্তর বর্ণনা :** এ গ্রন্থে কখনো কখনো হাদীছের স্তর ও মান বর্ণিত হয়েছে। যেমন একটি হাদীছ উল্লেখ করে তিনি বলেন, هذا حديث منكر 'এ হাদীছটি মুনকার বা প্রত্যাখ্যাত'।[১১৪] অনুরূপভাবে আরেকটি হাদীছ উল্লেখ করে তিনি বলেন, حديث يحيى بن سعيد هذا إسناده حسن، وهو منكر وأخاف أن يكون الغلط من محمد بن فضيل. 'ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ বর্ণিত এই হাদীছের সনদ হাসান। কিন্তু তিনি প্রত্যাখ্যাত। আমি আশংকা করছি যে, মুহাম্মাদ ইবনে ফুযাইলের ভ্রান্তি রয়েছে'।[১১৫]

কখনো তিনি রাবীর ত্রুটি বর্ণনা করেছেন। যেমন তিনি বলেন, الأوزاعي لم يسمع هذا الحديث من الزهري وهذا حديث صحيح قد رواه يونس، عن الزهري. 'আওযাঈ (রহঃ) এই হাদীছ যুহরী থেকে শুনেননি। এই হাদীছটি ছহীহ, যা ইউনুস যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন'।[১১৬]

**১০. সনদের অবস্থা বর্ণনা :** এতে মুত্তাছিল, মুনকাতি', মুরসাল ইত্যাদি অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন একটি হাদীছ উল্লেখ করে তিনি বলেন, مخرمة لم يسمع من أبيه شيئا 'মাখরামাহ তার পিতা থেকে কিছুই শুনেনি'।[১১৭] অন্যত্র একটি হাদীছ উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, الحسن، عن سمرة كتابا، ولم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة، 'হাসান সামুরা (রাঃ)-এর সংকলন থেকে হাদীছটি গ্রহণ করেছেন। আর হাসান সামুরা থেকে কেবল আক্বীক্বা সম্পর্কিত হাদীছটিই শুনেছেন'।[১১৮]

**১১. অধিক সনদ উল্লেখ :** ইমাম নাসাঈ (রহঃ) কোন হাদীছের একাধিক সনদ কিংবা একই হাদীছের বিভিন্ন সনদ থাকলে তাও উল্লেখ করেছেন।

**১২. আহকাম সম্বলিত হাদীছ :** ইমাম নাসাঈ (রহঃ) স্বীয় সুনান গ্রন্থে আহকাম সম্বলিত হাদীছ সন্নিবেশিত করেছেন।[১১৯] ড. তাকীউদ্দীন নাদভী বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে আহকাম সম্বলিত যে সকল হাদীছ ছহীহ সাব্যস্ত হয়েছে সে সকল হাদীছ স্বীয় সুনানে নাসাঈতে একত্রিত করা ইমাম নাসাঈ (রহঃ)-এর উদ্দেশ্য ছিল। যাতে সেগুলো দ্বারা ফক্বীহগণ দলীল গ্রহণ করতে পারেন। এভাবে তিনি হাদীছ ও ফিক্বহের মাঝে সমন্বয় সাধন করেছেন'।[১২০]

**১৩. নসবনামা উল্লেখ :**

সুনানে নাসাঈতে রাবীর নাম উল্লেখের সাথে সাথে কখনো কখনো তার বংশপরিক্রমাও উল্লেখ করা হয়েছে।

**১৪. কুরআনের আয়াতের উদ্ধৃতি :**

এ গ্রন্থে 'অনুচ্ছেদ'-এর অনুকূলে কুরআনুল কারীমের কোন আয়াত থাকলে তা সন্নিবেশিত করা হয়েছে। যেমন 'তাহারাত' অধ্যায়ে 'ওযূ অনুচ্ছেদে' ওযূর ফরয সমূহ বর্ণনায় সূরা মায়েদার নিম্নোক্ত আয়াত উল্লেখ করেছেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ 'হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা ছালাতের জন্য প্রস্তুত হও, তখন তোমাদের মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় কনুইসহ ধৌত কর এবং তোমাদের মাথা মাসাহ কর এবং পদযুগল টাখনু সহ ধৌত কর' *(মায়েদাহ ৫/৬)*।[১২১]

**১৫. নাসিখ-মানসূখ দৃষ্টিকোণে অনুচ্ছেদ প্রণয়ন :**

ড. তাকীউদ্দীন নাদভী বলেন, 'ইমাম নাসাঈ (রহঃ)-এর অন্যতম একটি রীতি হ'ল অনুচ্ছেদ রচনা করে তথায় মানসূখ হাদীছ সন্নিবেশিত করা। অতঃপর অপর বাবে তার নাসিখ (রহিতকারী) হাদীছ উল্লেখ করা। যেমন 'আগুনে পাকানো খাদ্য খেয়ে ওযূ করা অনুচ্ছেদ'-এ আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে হাদীছ এনেছেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'আগুনে পাকানো খাদ্য খেয়ে তোমরা ওযূ করবে'।[১২২] অতঃপর আরেক বাব রচনা করেছেন এভাবে

১১১. *মুকাদ্দামাতু যাহরির রুবা আলাল মুজতাবা, ৪ পৃঃ।*
১১২. *আত-তুহফাতু লিতালিবিল হাদীস, পৃঃ ৩০, ৩১, ৬০।*
১১৩. *কোন কোন গ্রন্থকার কোন হাদীছের পূর্ণ সনদকে বাদ দিয়ে কেবল মূল হাদীছটিই বর্ণনা করেছেন। এরূপ করাকে তালীক বলে। কখনো কখনো তালীকরূপে বর্ণিত হাদীছকেও 'তালীক' বলে।*
১১৪. *নাসাঈ হা/১৭৮২।*
১১৫. *নাসাঈ হা/২১৫১।*
১১৬. *নাসাঈ হা/৩২১৫।*
১১৭. *নাসাঈ হা/৪৩৮।*
১১৮. *নাসাঈ হা/১৩৮০।*
১১৯. *উম্মাহাতু কুতুবিল হাদীছ, পৃঃ ১২১।*
১২০. *আ'লামুল মুহাদ্দিছীন, পৃঃ ২৬৩।*
১২১. *ঐ, পৃঃ ২৬৫।*
১২২. *নাসাঈ হা/১৭১, ১৭২, ১৭৩।*

'আগুনে পাকানো খাদ্য খেয়ে ওযূ না করা অনুচ্ছেদ'। অত্র অনুচ্ছেদে তিনি উম্মে সালমা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীছ এনেছেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) (আগুনে পাকানো) রান খেলেন। অতঃপর বেলাল (রাঃ) আসলে তিনি ছালাতের জন্য বেরিয়ে গেলেন, পানি স্পর্শ করলেন না'।[১২৩] এতে আগুনে পাকানো খাদ্য খেয়ে ওযূ না করার ইঙ্গিত রয়েছে। আল্লামা সিন্ধী বলেন, هذا نص في النسخ، 'এ হাদীছটি নাসিখ বা রহিতকারী হওয়ার প্রমাণ বহন করে'।[১২৪]

**কুতুবে সিত্তায় সুনানে নাসাঈর স্থান :**

সুনানে নাসাঈ কুতুবে সিত্তার অন্যতম গ্রন্থ। এ সম্পর্কে হাজী খলীফা স্বীয় 'কাশফুয যুনূন' গ্রন্থে লিখেছেন, وهـــو أحـــد الكتب الـــستة 'এটা কুতুবে সিত্তার অন্যতম গ্রন্থ'।[১২৫] তবে এটা কুতুবে সিত্তার কততম কিতাব এ ব্যাপারে বিস্তর মতভেদ আছে। যেমন খ্যাতনামা বিদ্বান আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) 'মিরক্বাত' গ্রন্থে লিখেছেন, إِذَا قَالُوا: الْكُتُــبُ الْخَمْسَةُ، أَوْ أُصُولُ الْخَمْسَةِ فَهِيَ: الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَسُنَنُ أَبِي دَاوُدَ، وَجَامِعُ التِّرْمِذِيِّ، وَمُجْتَبَى النَّسَائِيِّ. 'যখন বলা হবে কুতুবিল খামসা বা উছূলিল খামসা তখন এর মধ্যে পরিগণিত হবে যথাক্রমে বুখারী, মুসলিম, সুনানে আবু দাঊদ, জামে আত-তিরমিযী ও মুজাতাবা আন-নাসাঈ তথা সুনানে নাসাঈ'।[১২৬]

ড. সুবহী ছালেহ স্বীয় 'উলূমুল হাদীছ' গ্রন্থে কুতুবুস সিত্তার ধারাক্রম লিখেছেন এভাবে, أماكتب الصحاح فهي تشمل الكتب الستة البخاري ومسلم وأبي داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة 'ছহীহ হাদীছ গ্রন্থের মধ্যে পরিগণিত হ'ল বুখারী, মুসলিম, সুনানে আবুদাঊদ, জামে তিরমিযী, সুনানে নাসাঈ এবং সুনানে ইবনে মাজাহ'।[১২৭]

مَعَارِفُ السُّنَن প্রণেতা বলেন, أن أول مراتب الصحاح منزلة صحيح البخاري ثم صحيح مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة- 'ছহীহ গ্রন্থের প্রথম স্তরে রয়েছে ছহীহ বুখারী, অতঃপর ছহীহ মুসলিম, অতঃপর সুনানে আবু দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ।[১২৮] উল্লেখ্য যে, প্রচলিত 'ছিহাহ সিত্তাহ বলা ঠিক নয়। কারণ বুখারী ও মুসলিম সুনানে আরবা'আতে অনেক যঈফ বা দুর্বল হাদীছ রয়েছে। এর পরিবর্তে 'কুতুবে সিত্তাহ' বলা যেতে পারে।

আবু যাহু স্বীয় اَلْحَدِيْثُ وَالْمُحَدِّثُوْنَ গ্রন্থে লিখেছেন, ودرجته في الحديث بعد الصحيحين فهو مقدم على سنن أبي داود وسنن الترمذي 'হাদীছশাস্ত্রে সুনানে নাসাঈর অবস্থান ছহীহায়নের পরে এবং এটা সুনানে আবু দাঊদ ও তিরমিযীর উপর অগ্রগন্য।[১২৯] অর্থাৎ তৃতীয়।

ড. তাকীউদ্দীন নাদভী বলেন, وإن سنن النسائي ثالث الستة عند العلامة الكشميري وكذا الحازمي- 'আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী ও হাযেমীর মতে, কুতুবে সিত্তায় সুনানে নাসাঈর স্থান তৃতীয়'।[১৩০]

**যঈফ ও মাওযূ প্রসঙ্গ :**

সুনানে নাসাঈতে কিছু যঈফ হাদীছ রয়েছে। তবে তা অন্যান্য সুনান গ্রন্থের তুলনায় কম। এ সম্পর্কে আল্লামা আবু যাহু 'আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছূন' গ্রন্থে লিখেছেন, كتاب المجتبى أقل السنن حديثا ضعيفا ورجلا مجروحا- 'কিতাবুল মুজতাবা তথা সুনানে নাসাঈতে যঈফ হাদীছ এবং সমালোচিত রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীছ নিতান্তই কম'।[১৩১]

ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, وفي الجملة فكتاب النسائي أقل الكتب بعد الصحيحين حديثاً ضعيفاً ورجلاً مجروحاً ويقاربه كتاب أبي داود وكتاب الترمذي 'মোদ্দাকথা হল, নাসাঈ ছহীহাইনের পরে সবচেয়ে কম যঈফ হাদীছ ও সমালোচিত বর্ণনাকারী সম্বলিত গ্রন্থ। যা আবুদাঊদ ও তিরমিযীর নিকটবর্তী।[১৩২]

আল-বুকাঈ شرح الألفية গ্রন্থে আল্লামা ইবনে কাছীর থেকে বর্ণনা করেছেন, إن في النسائي رجلا مجهولين أما عينا أو حالا وفيهم المجروح وفيه أحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرة- 'সুনানে নাসাঈতে অপরিচিত রাবী রয়েছে। সে রাবী প্রকৃতই অজ্ঞাত বা অবস্থার দিক দিয়ে অজ্ঞাত। অনুরূপভাবে এতে সমালোচিত রাবীও রয়েছে। এতে যঈফ, মু'আল্লাল (ত্রুটিযুক্ত) ও মুনকার হাদীছ রয়েছে।[১৩৩]

ইমাম শাওকানী, ইমাম যাহাবী ও আল্লামা তাকীউদ্দীন সুবকী বলেন, 'ছহীহাইনের পরে সুনানে আরবা'আর অন্যান্য গ্রন্থের তুলনায় নাসাঈর সুনানগ্রন্থে যঈফ হাদীছ কম'।[১৩৪]

---

*১২৩. নাসাঈ হা/১৮২, ১৮৪।*
*১২৪. আ'লামুল মুহাদ্দিছীন, পৃঃ ২৭৩-২৭৪।*
*১২৫. কাশফুয যুনূন, ১/১০০৬ পৃঃ।*
*১২৬. মুকাদ্দামাতু তুহফাতিল আহওয়াযী, ১/৮৯ পৃঃ।*
*১২৭. উলূমুল হাদীছ ওয়া মুছতালাহু, পৃঃ ১১৭-১৮।*
*১২৮. মা'আরিফুয সুনান, ১/১৬ পৃঃ।*
*১২৯. আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছূন, পৃঃ ৪১০।*
*১৩০. আলামুল মুহাদ্দিছীন, পৃঃ ২৬২।*
*১৩১. আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছূন, পৃঃ ৪১০।*
*১৩২. ইবনু হাজার আসক্বালানী, আন-নুকাত আলা কিতাবি ইবনিছ ছালাহ, ১/৭৬; মাতার আয-যাহরানী, তাদবীনুস সুন্নাহ ১/১৪২।*
*১৩৩. কাশফুয যুনূন, ১/১০০৬ পৃঃ; আল-হিত্তাহ ফী যিকরিছ ছিহাহ সিত্তাহ, পৃঃ ২১৯।*
*১৩৪. মুকাদ্দামাতু তুহফাতিল আহওয়াযী, ১/১০৫ পৃঃ; আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছূন, পৃঃ ৩৫৮; মুকাদ্দামাতু হাশিয়ায়ে নাসাঈ, পৃঃ ৬।*

আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) স্বীয় 'যঈফ সুনানে নাসাঈ' গ্রন্থে সুনানে নাসাঈর ৪৪০টি হাদীছকে যঈফ ও মাওযূ সাব্যস্ত করেছেন।[১৩৫]

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহঃ) সুনানে নাসাঈর দশটি হাদীছকে মাওযূ সাব্যস্ত করেছেন।[১৩৬]

**ইমাম নাসাঈ (রহঃ) রচিত অন্যান্য গ্রন্থ :**

ইমাম নাসাঈ (রহঃ) সুনানে নাসাঈ ছাড়াও কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেমন- ১. আস-সুনানুল কুবরা, ২. আস-সুনানুছ ছুগরা, ৩. মুসনাদে আলী (রাঃ), ৪. কিতাবুল আসমা ওয়াল কুনা, ৫. কিতাবুল মুদাল্লিসীন, ৬. কিতাবুয যু'আফা ওয়াল মাতরূকীন, ৭. ফাযায়িলুছ ছাহাবা, ৮. কিতাবুত তাফসীর, ৯. মুসনাদে ইমাম মালেক, ১০. কিতাবুল জুম'আ, ১১. কিতাবুল খাছায়িছ ফী ফাযলে আলী ইবনি আবী তালিব ওয়া আহলিল বায়ত, ১২. কিতাবু আমালিল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ, ১৩. তাসমিয়াতু ফুকাহাইল আমছার মিন আছহাবি রাসূলিল্লাহ (ছাঃ) ওয়া মান বা'দাহুম মিন আহলিল মাদীনা, ১৪. তাসমিয়াতু মান লাম ইয়ারবী আনহু গায়রু রাজুলিন ওয়াহিদিন।[১৩৭]

**চরিত্র ও তাক্বওয়া :**

ইমাম নাসাঈ (রহঃ) নির্মল চরিত্র মাধুর্যের অধিকারী মুত্তাক্বী-আল্লাহভীরু মুহাদ্দিছ ছিলেন। তিনি সদাসর্বদা আল্লাহ তা'আলার ভয়ে ভীতবিহ্বল থাকতেন। একদিন পরপর তিনি সারা বছর নফল ছিয়াম পালন করতেন। তিনি দিনের বেলায় ছিয়াম পালন করতেন এবং রাতে তাহাজ্জুদ ছালাতে নিমগ্ন থাকতেন। তাঁর চারজন স্ত্রী ছিল। তিনি চার স্ত্রীর মধ্যে সর্বদা সমতা বিধান করে চলতেন। পালাক্রমে তাঁদের সাথে রাত যাপন করতেন। আল্লাহ তা'আলার ইবাদত-বন্দেগীতে তিনি সদা মশগূল ছিলেন। তিনি একাধিকবার হজ্জব্রত পালন করেছেন। হামযাহ ইবনে ইউসুফ আস-সাহমী বলেন, –ولم يكن في الورع مثله 'আল্লাহভীরুতায় তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিলেন না'।[১৩৮]

ইমাম দারা-কুতনী (রহঃ) আরো বলেন, وكان في غاية من الورع والتقى 'তিনি আল্লাহভীরুতা ও পরহেযগারিতায় চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছেছিলেন'।[১৩৯]

ইমাম নাসাঈ (রহঃ)-এর অনুপম চরিত্র মাধুর্য সম্পর্কে ড. আবু জামীল লিখেছেন, ইমাম নাসাঈ (রহঃ) মিসরে গমন করে জীর্ণ-শীর্ণ পোশাকে গোপনে শায়খ হারিছ ইবনু মিসকীনের দরবারে প্রবেশ করেছিলেন। হারিছ ইবনু মিসকীন তাকে শাসনকর্তার গুপ্তচর মনে করে তাকে তাড়িয়ে দেন। অতঃপর তিনি (ইমাম নাসাঈ) হারিছ ইবনু মিসকীনের মজলিসে এসে এমন দূরত্বে অবস্থান করতেন যাতে শায়খ তার কথা-বার্তা ও আগমন বুঝতে না পারেন। তাই তিনি হারিছ ইবনু মিসকীন থেকে হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে أخبرنا বা حدثنا শব্দ ব্যবহার না করে هكذا قرئ عليه وأنا أسمع অর্থাৎ 'এভাবেই তাঁর নিকট পড়া হয়েছে। আর এমতাবস্থায় আমি তা শুনি' বাক্য ব্যবহার করেছেন। আর এটি তার অনন্য সাধারণ তাক্বওয়ার পরিচয়।[১৪০]

ড. তাকীউদ্দীন নাদভী বলেন, كان على مكانة رفيعة من الورع والتقوى والإنابة والتضرع إلى الله فأوصله الله بذلك إلى المكانة العالية من العز والشرف– 'তিনি আল্লাহভীরুতা, পরহেযগারিতা, তওবা ও বিনয়-নম্রতায় উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে সম্মান ও মর্যাদায় শীর্ষস্থানে উপনীত করেছিলেন।[১৪১]

উসামা রাশাদ ওয়াছফী বলেন, 'ইমাম নাসাঈ (রহঃ) ইবাদত-বন্দেগীতে চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছেছিলেন। রাতের বেলায় তাঁকে নফল ছালাতে দণ্ডায়মান, দিনের বেলায় নফল ছিয়াম পালনকারী ব্যতীত পাওয়া যেত না। তিনি ছিলেন নিয়মিত হজ্জব্রত পালনকারী। আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদে সাড়া দানের জন্য সদা প্রস্তুত, সুন্নাতের পাবন্দ এবং তার সমস্ত কাজে মুত্তাকী ও মনোযোগী'।[১৪২]

ড. তাকীউদ্দীন নাদভী বলেন, 'তিনি ছিলেন সুন্নাহ প্রেমিক ও তার প্রচার-প্রসারে আগ্রহী এবং বিদ'আত ও এতদসংশ্লিষ্ট যাবতীয় কিছু অপসন্দকারী। তাঁর কষ্ট-ক্লেশ ও শাহাদত বরণ ছিল এ বিষয়ের উত্তম দলীল। এটা তাঁর সাহসিকতা ও হক প্রকাশে দৃঢ়তার প্রমাণ। এটাই আল্লাহ্র মুত্তাক্বী বান্দাদের নিদর্শন।[১৪৩]

**আক্বীদা :**

ইমাম নাসাঈ (রহঃ) নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। আক্বীদাগত দিক থেকে তিনি আহলেহাদীছ তথা কুরআন-সুন্নাহ্র একনিষ্ঠ অনুসারী বিশুদ্ধ আক্বীদায় বিশ্বাসী ছিলেন।

উসামা রাশাদ ওয়াছফী লিখেছেন, 'ইমাম নাসাঈ (রহঃ) আক্বীদা ও মানহাজে আহলেহাদীছ ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সুনানে কুবরা ও মুজতাবা তথা সুনানে নাসাঈতে উক্ত আক্বীদার প্রতিফলন ঘটেছে'।[১৪৪]

তাঁর বিশুদ্ধ আক্বীদার দৃষ্টান্ত স্বরূপ মুহাম্মাদ ইবনু আইয়ুন (রহঃ) বলেন, 'আমি আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ)-কে

*১৩৫. মাসিক আত-তাহরীক, এপ্রিল ২০০০ সংখ্যা, পৃঃ ১৭।*
*১৩৬. উম্মাহাতু কুতুবিল হাদীছ, পৃঃ ১২৩।*
*১৩৭. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১৪/১৩৩ পৃঃ; শাযারাতুয যাহাব ফী আখবারি মান যাহাব, ২/২৪০, ২৪৯ পৃঃ।*
*১৩৮. তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল, ১/৩৩৫ পৃঃ।*
*১৩৯. আল-হিত্তাহ ফী যিকরিছ ছিহাহ সিত্তাহ, ২৫৩ পৃঃ; মুকাদ্দামাতু হাশিয়ায়ে নাসাঈ, ৬ পৃঃ; মিফতাহুল উলূম ওয়ালফুনূন, ৬৬ পৃঃ।*
*১৪০. উম্মাহাতু কুতুবিল হাদীছ, পৃঃ ১১৯।*
*১৪১. আ'লামুল মুহাদ্দিছীন, পৃঃ ২৫৩।*
*১৪২. রুবাঈয়্যাতুল ইমাম নাসাঈ, পৃঃ ২০।*
*১৪৩. আ'লামুল মুহাদ্দিছীন, পৃঃ ২৫৪।*
*১৪৪. রুবাঈয়্যাতুল ইমাম নাসাঈ, পৃঃ ১৫।*

বললাম, অমুক ব্যক্তি বলে থাকেন, যে ব্যক্তি ধারণা করে, আল্লাহ তা'আলা বাণী, إِنَّنِيْ أَنَا اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدْنِيْ وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِيْ 'আমিই আল্লাহ, আমি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। অতএব আমার ইবাদত কর এবং আমার স্মরণার্থে ছালাত কায়েম কর' *(ত্ব-হা ২০/১৪)* এটি মাখলূক তথা সৃষ্ট সে ব্যক্তি কাফের। তখন আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ) বললেন, সে সত্য বলেছে। ইমাম নাসাঈ (রহঃ) বলেন, 'আমিও এমনটিই বলি'। আল্লাহ্র ছিফাতের বিষয়ে তাঁর এ মন্তব্য তাঁর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সাক্ষ্য দেয়। যে ব্যক্তি তাঁর প্রণীত كتاب النعوت সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখবে সে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাবে'।[১৪৫]

**অনুসৃত মাযহাব :**

ইমাম নাসাঈ (রহঃ) কোন নির্দিষ্ট মাযহাবের অনুসারী ছিলেন, নাকি একজন মুজতাহিদ ছিলেন এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ রয়েছে। শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) স্বীয় 'বুস্তানুল মুহাদ্দিছীন' গ্রন্থে, নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী 'আল-হিত্তাহ ফী যিকরিছ ছিহাহ সিত্তাহ' গ্রন্থে এবং আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী স্বীয় 'ফায়যুল বারী' গ্রন্থে ইমাম নাসাঈ (রহঃ)-কে শাফেঈ মাযহাবের অনুসারী বলে তাদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন'।[১৪৬]

আল্লামা ইবনুল আছীর 'জামেউল উছূল' গ্রন্থে লিখেছেন, وكان شافعيا، له مناسك على مذهب الشافعي، 'তিনি শাফেঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। শাফেঈ মাযহাবের নিয়ম অনুযায়ী তাঁর হজ্জ রয়েছে'।[১৪৭]

কতিপয় হানাফী আলেম বলেন, أما أبوداود والنسائي فالمشهور أنهما شافعيان ولكن الحق أنهما حنبليان– 'ইমাম আবুদাঊদ ও ইমাম নাসাঈ (রহঃ) শাফেঈ মাযহাবের অনুসারী হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। কিন্তু সত্য কথা হ'ল, তাঁরা দু'জন হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন'।[১৪৮]

আল্লামা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (রহঃ) তুহফাতুল আহওয়াযী গ্রন্থে লিখেছেন, لم يثبت أيضا بدليل صحيح كون الامام أبي داود والنسائي مقلدين للإمام أحمد بن حنبل في الاجتهاديات وانما هو ظن من هذا البعض وإن الظن لا يغني من الحق شيئا– 'ছহীহ দলীলের আলোকে এ কথা সাব্যস্ত হয় না যে, ইজতেহাদী মাসআলাসমূহে ইমাম আবুদাঊদ ও নাসাঈ (রহঃ) ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)-এর মুক্বাল্লিদ বা অনুসারী ছিলেন। এটা কতিপয় ব্যক্তির ধারণামাত্র। আর ধারণা সত্যের কোন কাজে আসে না'।[১৪৯]

আল্লামা মুবারকপুরী আরো বলেন, كما ان البخاري رحمه الله تعالى كان متبعا للسنة عاملا بها مجتهدا غير مقلد لأحد من الأئمة الأربعة وغيرهم كذلك مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة كلهم كانوا متبعين للسنة عاملين بها مجتهدين غير مقلدين لأحد– 'ইমাম বুখারী (রহঃ) যেমন ছিলেন সুন্নাতের অনুসারী, তদনুযায়ী আমলকারী এবং মুজতাহিদ। ইমাম চতুষ্টয় বা অন্য কারো মুক্বাল্লিদ ছিলেন না। অনুরূপভাবে ইমাম মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাঊদ, নাসাঈ এবং ইবনু মাজাহ (রহঃ) প্রত্যেকেই সুন্নাতের অনুসারী, তদনুযায়ী আমলকারী এবং মুজতাহিদ ছিলেন। তাঁরা কারো মুক্বাল্লিদ ছিলেন না'।[১৫০]

সুনানে নাসাঈর আধুনিক ব্যাখ্যাকার মুহাম্মাদ বিন আগা বিন আদম (ইথিওপিয়া) বলেন, ৪২ খণ্ডে সমাপ্ত كان رحمه الله تعالى سالكا مسلك أهل الحريث عقيرة ومزحبا غير سقلد لأحد، كسائر أئمة الحديث، 'ইমাম নাসাঈ (রহঃ) আক্বীদা ও মাযহাবগতভাবে আহলেহাদীছ মাসলাকের অনুসারী ছিলেন। সকল মুহাদ্দিছের ন্যায় তিনিও কারো তাক্বলীদকারী ছিলেন না'।[১৫১]

*[চলবে]*

---

১৪৫. *ঐ, পৃঃ ১৫।*
১৪৬. *বুস্তানুল মুহাদ্দিছীন, ২৪৪ পৃঃ; মুকাদ্দামাতু হাশিয়ায়ে নাসাঈ, পৃঃ ৬।*
১৪৭. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১৪/১৩০ পৃঃ; মুকাদ্দামাতু হাশিয়ায়ে নাসাঈ, (দেওবন্দ : মাকতাবাতুল আশরাফিয়া)।*
১৪৮. *মুকাদ্দামাতু তুহফাতুল আহওয়াযী, ১/২৭৯ পৃঃ।*
১৪৯. *ঐ, ১/২৭৯ পৃঃ।*
১৫০. *ঐ, ১/২৭৯ পৃঃ।*
১৫১. *যাখীরাতুল উকবা ফী শারহিল মুজতাবা, পৃঃ ১৭, ভূমিকা দ্রঃ।*
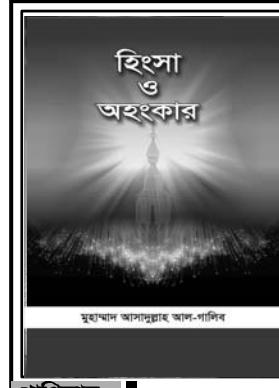
# হকের দিশা পেলাম যেভাবে

## হকের উপরে অবিচল থাকতে দৃঢ় প্রত্যয়ী

আমি ইঞ্জিনিয়ার সাঈদুর রহমান। নওগাঁ যেলাধীন মহাদেবপুর থানার অন্তর্গত চাঁন্দাশ ইউনিয়নের কন্দর্পপুর গ্রামের অধিবাসী। পূর্ব-পুরুষদের আক্বীদা অনুযায়ী নানা বিদ'আতী কর্মকাণ্ড সহ মাযহাবী পদ্ধতিতে ইবাদত-বন্দেগীতে অভ্যস্ত ছিলাম। সঙ্গত কারণে আহলেহাদীছদেরকে ঘৃণা করতাম। ছালাতে জোরে আমীন শুনলে রাগ হ'ত। আহলেহাদীছ বলতে ভ্রান্ত আক্বীদার অনুসারী মনে করতাম। লেখাপড়ার সুবাদে রাজশাহী শহরে দীর্ঘদিন ছিলাম। নগরীর উপশহরে মারকায মসজিদে তাবলীগ জামা'আতের আলোচনায় মাঝে-মধ্যে যেতাম।

রাজশাহী যাওয়া-আসার সময় বিভিন্ন দেয়ালে 'সকল বিধান বাতিল কর, অহি-র বিধান কায়েম কর' লেখাটি দেখলেই ভাবতাম ভ্রান্ত দলের শ্লোগান। কিছুদিন পর বিয়ে করলাম রাজশাহী যেলাস্থ বাগমারা উপযেলাধীন ভাগনদী গ্রামে। এলাকাটি আহলেহাদীছ অধ্যুষিত। পার্শ্ববর্তী নখোপাড়া, ডোখলপাড়া, ভাগনদী, কোনাবাড়িয়া গ্রামগুলো বিশেষভাবে আহলেহাদীছ অধ্যুষিত হিসাবে পরিচিত। জুম'আর দিনে ভাগনদী বাজার সংলগ্ন কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের খত্বীব মাওলানা মুহাম্মাদ তাওফীকুল ইসলামের খুৎবা মনোযোগ দিয়ে শুনতাম। তাঁর কাছে ছালাত সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্ন করলে তিনি ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক জবাব দিতেন। তিনি ও ভাগনদী পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রে কর্তব্যরত কনস্টেবল জনাব আসাদুল্লাহ আমাকে বলতেন, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক আমল ছাড়া কোন ইবাদত কবুল হবে না। জনাব আসাদুল্লাহ এক সময় মাযহাবপন্থী ছিলেন। বর্তমানে তিনি একজন একনিষ্ঠ আহলেহাদীছ। তারা আমাকে ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব রচিত ও 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' প্রকাশিত 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' নামক বইটি সংগ্রহ করতে বললেন। তাদের পরামর্শ অনুযায়ী রাজশাহী শহরের সোনাদিঘীর মোড় থেকে বইটি সংগ্রহ করলাম।

ছোটবেলা থেকেই ইসলামী বই পুস্তক বেশ মনোযোগ দিয়ে পড়তাম। 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' বইটি পড়ে আমি হতবাক হয়ে গেলাম। বইটির প্রত্যেকটি বিষয়ে ছহীহ হাদীছের প্রমাণ সহ সূত্র উল্লেখ আমাকে যার পর নাই আকৃষ্ট করে। অতঃপর শুরু হয় বিভিন্ন আহলেহাদীছ আলেমগণের লেখা বই-পুস্তক সংগ্রহ ও অধ্যয়ন। বর্তমানে ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক লিখিত অনেক বই পুস্তক আমার সংগ্রহে রয়েছে। আমি জানতে পারলাম, ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত ছালাত সম্পর্কিত বিভিন্ন মাসয়ালা-মাসায়েল। জানতে পারলাম রাসূল (ছাঃ)-এর ছালাত আদায়ের সঠিক পদ্ধতি। স্বচ্ছ ধারণা পেলাম যঈফ ও জাল হাদীছ সম্পর্কে। এটিও অনুধাবন করলাম যে, ছহীহ হাদীছ বর্তমান থাকতে কোন যঈফ বা দুর্বল হাদীছের উপর আমল করা যাবে না।

অতঃপর শুরু হ'ল নতুন জীবন। শুরু করলাম ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী ছালাত আদায়। আমার এই আমল পরিবর্তন দেখে এবং প্রচলিত পদ্ধতির বিপরীত ভিন্ন পদ্ধতিতে ছালাত আদায় দেখে আমার গ্রামের অনেকেই আমাকে নানাভাবে ঠাট্টা করতে লাগল। তাদেরকে ছহীহ হাদীছের কথা বললে, তারা দেশের বড় বড় আলেমগণের উদাহরণ পেশ করে। একপর্যায়ে আমি তাদের নিকট উপহাসের পাত্রে পরিণত হ'লাম। তারা বলতে লাগল, সাঈদুর 'লা-মাযহাবী' হয়ে গেছে। আহলেহাদীছের এলাকায় বিয়ে করে সে আহলেহাদীছ হয়ে গেছে। তাদের মতে, দেশের বড় বড় আলেমগণ কি ভুল করছেন? বিশ্ব ইজতেমায় বিভিন্ন দেশের আলেমগণ এসে কি বিদ'আত করে যান? এভাবে নানা যুক্তি-তর্ক পেশ করতে থাকে। তারপরও আমি মাযহাবী মসজিদে একা একা ছালাতে ছহীহ হাদীছের উপর আমল করা অব্যাহত রাখি। মুনাজাত ছেড়ে দেই। আমার পিতাও ছহীহ হাদীছের কথা শুনে সে অনুযায়ী আমল শুরু করলেন। যদিও তিনি এখনো মাযহাবী আদর্শ থেকে পুরোপুরি সরে আসতে পারেননি। বর্তমানে আমি আমার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় অনেক মাযহাবী ভাইকে ছহীহ হাদীছের উপর আমল করার জন্য দাওয়াত অব্যাহত রেখেছি। আল্লাহ্র রহমতে অনেকে ইতিবাচক সাড়া দিয়েছেন।

নানা বাধা-বিপত্তির পরও নিজেকে ছহীহ হাদীছের উপর দৃঢ় রাখার প্রত্যয়ে জীবন-যাপন করছি। মহান আল্লাহ আমাদেরকে হকের পথে অবিচল থেকে ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী আমল করার তাওফীক দান করুন- আমীন!

*-ইঞ্জিনিয়ার সাঈদুর রহমান*
*কন্দর্পপুর, চাঁন্দাশ, মহাদেবপুর, নওগাঁ।*

# সততা ও ক্ষমাশীলতার বিরল দৃষ্টান্ত

*আব্দুর রহীম**

আল্লাহ ক্ষমাশীল। তিনি ক্ষমাশীলতাকে পসন্দ করেন। পৃথিবীতে যারা ক্ষমাশীলতা ও উদারতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তাদের নাম ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। তাদেরই একজন হ'লেন আব্বাসীয় খলীফা মুক্তাফী লি-আমরিল্লাহ ও তাঁর পুত্র মুস্তানজিদের সময়ের সফল মন্ত্রী ইবনু হুবায়রাহ। আলোচ্য নিবন্ধে তাঁর মন্ত্রীত্ব লাভের ইতিহাস এবং সততা ও ক্ষমাশীলতার কিছু নমুনা তুলে ধরা হ'ল।-

তাঁর পুরো নাম আইনুদ্দীন আবুল মুযাফফর ইয়াহইয়া বিন মুহাম্মাদ বিন সাঈদ হুবায়রাহ আশ-শায়বানী। তিনি বাগদাদের নিকটবর্তী 'আদ-দূর' মতান্তরে 'সাওয়াদ' গ্রামে ৪৯৯ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। অত্যন্ত নিরীহ ও দরিদ্র পরিবারের সন্তান ছিলেন তিনি। তাঁর বংশের লোকেরা কৃষি কাজ করত। জ্ঞানার্জন বা জ্ঞান দানের প্রতি আগ্রহী লোক তাদের গ্রামে তেমন ছিল না।

কিন্তু ইয়াহইয়া বিন মুহাম্মাদ বিন হুবায়রার অবস্থা ছিল ভিন্ন। তিনি শৈশবকাল থেকেই বুদ্ধিমান ছিলেন। জ্ঞান অন্বেষণের প্রতি ছিল তার প্রবল আগ্রহ। যুবক বয়সে বাগদাদ গমন করে কুরআন-হাদীছ ও ফিক্হ সহ বিভিন্ন বিষয়ে তিনি জ্ঞানার্জন করেন। পরবর্তীতে আব্বাসীয় খলীফা মুক্তাফী লি-আমরিল্লাহ এবং তাঁর ছেলে মুস্তানজিদ বিল্লাহ্র সময় তিনি মন্ত্রীত্ব লাভ করেন। পূর্ব থেকেই তিনি ছিলেন ধৈর্যশীল ও খুবই সাধারণ জীবন-যাপনকারী। সবসময় আলেম-ওলামার সাথে চলতেন এবং তাঁদের সাথেই অধিক সময় অতিবাহিত করতেন। তাঁদের মুখে যা শুনতেন, তা স্মরণ রাখতেন এবং লিখেও রাখতেন। তাঁর মুখস্থ শক্তিও ছিল প্রখর। কবিতা ও সাহিত্যেও তাঁর যথেষ্ট দখল ছিল। আলেমগণের বৈঠকে অংশগ্রহণ করায় তাঁর জ্ঞানে বাড়তি ইলম সংযোজন হ'ত। তিনি ফিকহে দক্ষ ও অভিজ্ঞ ছিলেন। তবে আর্থিক সচ্ছলতা না থাকায় তিনি মানবেতর জীবন-যাপন করতেন। তাই তিনি সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরীর দরখাস্ত করা শুরু করলেন। কিন্তু চাকুরীর জন্য যেখানেই যেতেন, সেখান থেকে নিরাশ হয়ে ফিরে আসতেন। শেষ পর্যন্ত আব্বাসীয় খলীফা মুক্তাফী লি-আমরিল্লাহ্র দফতরে চাকুরীর জন্য দরখাস্ত পাঠালেন। কিন্তু যখনই তিনি তার দরখাস্তের ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিতেন, তখনই উত্তর আসত যে, এ মুহূর্তে কোন পদ খালি নেই। বহু চেষ্টার পরও তিনি চাকুরী পেলেন না।

ইবনু হুবায়রা বলেন, আমার যখন সকল পাথেয় শেষ হয়ে গেল তখন আমি আমার পরিবারের লোকদের পরামর্শে বাগদাদ যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। প্রথমেই আমি মা'রূফ আল- কারখীর কবর যিয়ারত করলাম। অতঃপর বাগদাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হ'লাম। বাগদাদের পথে একটি মহল্লা অতিক্রম করার সময় অদূরেই একটি পরিত্যক্ত মসজিদ চোখে পড়ল। সেখানে দু'রাক'আত ছালাত আদায়ের লক্ষ্যে প্রবেশ করতেই এক পার্শ্বে এক রোগীকে একটি বাঁশের তৈরি চাটাইয়ের উপর পড়ে থাকতে দেখলাম। আমি তার শিয়রে বসে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার কোন্ জিনিস খেতে ইচ্ছা হয়? লোকটি বলল, আমার আতা খাওয়ার খুব ইচ্ছা হচ্ছে। আমি রোগীকে অপেক্ষা করতে বলে বাজারে ফলের দোকানে গেলাম। নিজের পোশাক বন্ধক রেখে দু'টি আতা ও একটি আপেল কিনে নিয়ে আসলাম। অতঃপর ফলগুলো রোগীর সামনে পেশ করলাম। লোকটি একটি আতা খেয়ে বলল, মসজিদের দরজা বন্ধ করে দাও। আমি তার কথা মত মসজিদের দরজা বন্ধ করে দিলাম। এর পর তিনি চাটাইয়ের উপর থেকে সরে গিয়ে বললেন, তুমি এ জায়গাটা খনন কর। আমি তার কথা মত খনন করে একটি জগ দেখতে পেলাম। তিনি বললেন, এটা তুমি গ্রহণ কর, তুমিই এর হকদার। আমি বললাম, আপনার কি কোন ওয়ারিছ নেই? তিনি বললেন, না। তবে আমার এক ভাই ছিল। সে বহুদিন আগে হারিয়ে গেছে। আমি শুনেছি, সে নাকি মারা গেছে। আর আমরা রাছাফার অধিবাসী ছিলাম। এরপর তিনি তার জীবনের পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করলেন। জীবনের ইতিহাস বলতে বলতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

আমি তাকে গোসল, জানাযা ও দাফন সম্পন্ন করে জগটি নিয়ে রওয়ানা হ'লাম। ঐ জগে দেখলাম পাঁচশ দীনার রয়েছে। আমি আমার গ্রাম আদ-দূরে না গিয়ে বাগদাদ অভিমুখে যাত্রা শুরু করলাম। এরপর আমি দজলা নদীর কিনারে গিয়ে পৌঁছলাম। সেখানে এক মাঝিকে দেখলাম, সে খুব পুরাতন পোশাক পরিহিত। আর সে বার বার বলছে আমার নৌকায় আসুন, আমার নৌকায় আসুন। আমি নদী পার হওয়ার জন্য তার নৌকায় গিয়ে উঠলাম। আমি লক্ষ্য করলাম যে, যে লোকটিকে আমি কাফন-দাফন করে আসলাম তার চেহারার সাথে মাঝির চেহারার অধিক মিল রয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমার বাড়ি কোথায়? সে বলল, আমি রাছাফা শহরের অধিবাসী। আমার সন্তান ছিল। কিন্তু আমি এখন একা এবং রিক্তহস্ত। আমি বললাম, তোমার কোন আত্মীয়-স্বজন নেই? সে বলল, না। তবে আমার এক ভাই ছিল। বহুদিন থেকে তার সাথে কোন সাক্ষাৎ নেই। আল্লাহ তার জীবনে কি ঘটিয়েছেন, তা আমার জানা নেই। আমি তাকে বললাম, তোমার চাদর বিছিয়ে দাও, সে তার চাদর বিছিয়ে দিল। আমি জগে থাকা সকল মুদ্রা তার চাদরে ঢেলে দিলাম। এতে সে হতভম্ব হয়ে গেল। আমি তাকে তার ভাইয়ের সব ঘটনা খুলে বললাম। সে আমাকে অর্ধেক সম্পদ নিতে অনুরোধ করল, আমি তাকে বললাম, আল্লাহর কসম! আমি একটা মুদ্রাও গ্রহণ করব না। নদী পার হয়ে আমি খলীফার রাজ প্রাসাদে গিয়ে চাকুরীর জন্য আবেদন পত্র লিখলাম *(ইবনু খাল্লিকান, ওয়া ফায়াতুল আ'ইয়ান ৬/২৩৯-৪০; আবু মুহাম্মাদ সুলায়মান ইয়াফেঈ, মিরআতুল জিনান ওয়া ইবারাতুল ইয়াকৃযান ১/৩৫৪)।*

পরদিন আমি খলীফার দরবারে চাকুরীর খবর নিতে গেলাম।

* শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

Contents



আমাকে দেখামাত্র সেখানকার লোকেরা বলল, তুমি কোথায় ছিলে, আমরা তোমাকে খুঁজছিলাম। তোমার জন্য এখানে একটা চাকুরীর ব্যবস্থা হয়েছে। আমি সেখানে অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে খুব দ্রুত খলীফা মুক্তাফী লি-আমরিল্লাহর ট্রেজারী অফিসার হয়ে গেলাম। এরপর সেক্রেটারীয়েটে পৌঁছলাম এবং খলীফার সাথে কাজ করতে থাকলাম। খলীফা আমার আমানতদারী ও চরিত্র মাধুর্য অবলোকন করে ৫৪৪ হিজরীতে আমাকে তাঁর মন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ দিলেন। অতঃপর খলীফার মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে মুস্তানজিদ বিল্লাহ খলীফা হ'লে তিনিও আমাকে স্বপদে বহাল রাখলেন।

ইবনু হুবায়রাহ (রহঃ) ছহীহ বুখারী ও মুসলিমের ব্যাখ্যা গ্রন্থ সহ বহু ইসলামী গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইবনুল জাওযী বলেন, তিনি সত্যের সন্ধানে সচেষ্ট ছিলেন, তিনি রেশমের কাপড় পরতেন না। কারো প্রতি যলুম করা থেকে সতর্ক থাকতেন। তিনি বলেন, আমি যখন খলীফার প্রাসাদে প্রবেশ করলাম, তখন খলীফা আমাকে বললেন, তুমি পোশাক পরিবর্তন কর। একজন খাদেম রেশমের পোশাক নিয়ে এসে আমাকে পরিধান করতে বলল। আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি এ পোশাক পরিধান করব না। খাদেম খলীফাকে সংবাদ দিলে তিনি বললেন, আল্লাহর কসম দিয়ে সে যখন বলেছে যে, সে রেশম পরবে না, তাহ'লে সে নিজের পোশাকেই থাক *(যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১৫/১৭২-১৭৩)*। তিনি ৫৬০ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত মন্ত্রী হিসাবেই বহাল ছিলেন।

**তাঁর অসামান্য ক্ষমাশীলতার দু'টি ঘটনা-**

(১) ইবনুল জাওযী বর্ণনা করেন, একদিন আমরা মন্ত্রী ইবনু হুবায়রার পাশে বসে ছিলাম। এ সময় এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে হাতকড়া লাগিয়ে তার নিকট নিয়ে এসে বলল, সে আমার ভাইকে হত্যা করেছে। মন্ত্রী তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তার ভাইকে হত্যা করেছ?, সে স্বীকার করল। নিহতের ভাই বলল, সে যেহেতু স্বীকার করেছে, তাকে আমাদের হাতে সোপর্দ করুন, আমরা তাকে হত্যা করব। তিনি আসামীর দিকে তাকিয়ে চিনে ফেললেন যে, এ ব্যক্তি তাঁর গ্রাম আদ-দূরের অধিবাসী। সে মন্ত্রীর সাথে কোন এক সময় খারাপ আচরণ করেছিল। তিনি বললেন, তাকে হত্যা কর না; বরং তাকে ছেড়ে দাও। এ কথা শুনে বাদী বলল, এটা কি করে হয়, সেতো আমার ভাইয়ের হত্যাকারী? মন্ত্রী বললেন, তোমরা তাকে বিক্রি করে দাও। অতঃপর তিনি নিজে ছয়শ' দীনার দিয়ে তাকে কিনে নিয়ে মুক্ত করে দিলেন এবং বললেন, তুমি এখানে যতদিন ইচ্ছা অবস্থান কর। শুধু তাই নয় মন্ত্রী ইবনু হুবায়রা তাকে ৫০ দীনারও প্রদান করলেন। আমরা বললাম, আপনি তো তার সাথে অত্যন্ত সদাচরণ করলেন। মহানুভবতার পরিচয় দিলেন এবং তার প্রতি সর্বোচ্চ ইহসান করলেন। তখন তিনি বললেন, তোমরা কি জান যে, আমি ডান চোখে কিছু দেখতে পাই না? আমরা বললাম, আমাদের তো তা জানা নেই! তিনি বললেন, মূলতঃ আমার ডান চোখ অন্ধ। আর এর জন্য এ ব্যক্তিই দায়ী, যার পক্ষ থেকে আমি মুক্তিপণ আদায় করলাম এবং ইহসান করলাম। একদিন আমি আদ-দূরের এক রাস্তায় বসেছিলাম, আমার হাতে ফিক্হের একটি কিতাব ছিল, যা পাঠে আমি মশগূল ছিলাম। এ ব্যক্তি একটি ফলের টুকরী নিয়ে এসে বলল, এটা বহন করে আমার সাথে চল। আমি বললাম, আমি ব্যস্ত, অন্য কাউকে ঠিক কর। তখন সে সজোরে আমাকে চড়-ঘুষি মারা শুরু করল। এমনকি সে আমার চোখ উপড়ে ফেলল। অতঃপর সে চলে গেল। এরপর আমি তাকে কোথাও দেখিনি। আমার সাথে তার কৃত আচরণের কথা স্মরণ করে ভাবলাম, আমি সাধ্যমত ভালো কাজের মাধ্যমে তার খারাপ আচরণের প্রতিদান দিব। আমি তাকে এই দুরবস্থায় দেখে প্রতিশোধ না নিয়ে অনুগ্রহ করলাম।

(২) একদিন এক তুর্কী সিপাহী ইবনু হুবায়রার কক্ষে প্রবেশ করল। তখন তিনি তাঁর নিরাপত্তারক্ষীদেরকে বললেন, তাকে বিশ দীনার দিয়ে বাহির থেকেই বিদায় করে দাও। সে যেন দ্বিতীয়বার আমার দফতরে প্রবেশ করতে না পারে। অতঃপর তিনি পাশে বসে থাকা লোকদেরকে বললেন, একদা আমার গ্রাম আদ-দূরে এক ব্যক্তি নিহত হ'ল। তখন তুর্কী সিপাহীরা এসে আমাকে সহ গ্রামবাসীকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল। এ সিপাহী ঐ ব্যক্তি, আমরা যার নিয়ন্ত্রণে ছিলাম। সে আমাদের হাত পিছনে বেঁধে নিজে ঘোড়ায় আরোহণ করে আমাদেরকে তার আগে চলার নির্দেশ দিল। পথিমধ্যে আমার সাথীরা তাকে টাকা দিতে লাগল। যে টাকা দেয়, সিপাহী তাকে ছেড়ে দেয়। কিন্তু আমার নিকটে নিজেকে মুক্ত করানোর মত কিছুই ছিল না। সে তখন আমাকে নির্দয়ভাবে প্রহার করতে থাকে। আছরের ছালাতের সময় হয়ে গেল। আমি ছালাতের জন্য অনুমতি চাইলাম। সে অনুমতি না দিয়ে উল্টো আমাকে গালি দিল। আজ তার অবস্থা কিভাবে পরিবর্তন হয়েছে? আল্লাহ আমাকে তার উপরে বিজয়ী করেছেন। আমি চাইলে আজ তার কাছ থেকে বদলা নিতে পারতাম। কিন্তু আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম। *(ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ১২/২৫০; ইবনু রজব, কিতাবুল যাইল আলা ত্বাবাকাতিল হানাবেলা ২/১২৭; যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১৫/১৭৪)*।

**উপসংহার :**

খলীফা মুক্তাফী বলতেন, আব্বাসীয় খলীফাগণ ইবনু হুবায়রার মত সৎ ও যোগ্য মন্ত্রী আর কাউকে পায়নি *(আল-বিদায়াহ ১২/২৫০)*। তিনি কখনও রেশমের পোশাক পরিধান করেননি। তিনি কখনও কারো প্রতি যুলুম করননি। তিনি উত্তম স্বভাবের লোক ছিলেন। খলীফা মুস্তানজিদ বিল্লাহ তার প্রতি খুবই সন্তুষ্ট ছিলেন। খলীফার খাদেম মারজান বলেন, খলীফা মুস্তানজিদ তার প্রশংসায় কবিতা রচনা করেছেন। তিনি সালাফী আক্বীদা সম্পন্ন ছিলেন *(তদেব)*। ইবনু হুবায়রার জীবনী থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। আমরা যদি তাঁর মত অনাড়ম্বর জীবন-যাপন করতে পারি এবং সততা ও ক্ষমাশীলতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারি, তাহ'লে ইহকালে ও পরকালে কামিয়াবী হাছিল করতে পারব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন- আমীন!

# হাদীছের গল্প

## যে পরিমাণ সম্পদ থাকলে মেহমান আপ্যায়ন আবশ্যিক হয়

কুরআন ও হাদীছ মানবতার মুক্তির দিশারী। এর মাধ্যমে মানুষ হকের দিশা পায়। মানুষের জীবনের করণীয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করে। প্রার্থনাকারীর ও মেহমানের আপ্যায়ন করা কখন আবশ্যক হয় এ বিষয়টি জানতে তাই নিম্নোক্ত হাদীছের অবতারণা।

হাসান বাছরী (রহঃ) বলেন, কায়স ইবনু আছেম সা'দী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হ'লাম। তখন তিনি বললেন, তিনি হচ্ছেন তাঁবুবাসীদের সর্দার! আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ছাঃ)! আমার কী পরিমাণ মাল থাকলে কোন যাচঞাকারী এবং মেহমানের আমার উপর কোন হক অবশিষ্ট থাকবে না? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, চল্লিশটি (পশু) উত্তম। আর ঊর্ধ্ব সংখ্যা হচ্ছে ষাট, আর দুই শতের মালিকদের তো বিপদ। অবশ্য যে ব্যক্তি উট বা বকরী ছাদাক্বা প্রদান করে, তার পশু দ্বারা অপরের উপকার করে এবং হৃষ্টপুষ্ট পশু যবেহ করে যাতে নিজেও খেতে পারে এবং ভদ্র স্বভাবের অভাবীদেরকে এবং যাচঞাকারীদেরকেও খাওয়াতে পারে (তার জন্য ভাবনার কোন কারণ নেই। কারণ সে মালের হক আদায় করেছে)। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ছাঃ)! এটা তো অতি উত্তম স্বভাব। কিন্তু আমি যে প্রান্তরে বাস করি, সেখানে তো কেউ আমার পশুর প্রাচুর্যের কারণে আসে না যে, আমি তাকে খাওয়াতে পারি! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি কিরূপ পশু দান-খয়রাত করে থাক? আমি বললাম, দাঁত বিশিষ্ট ও দাঁতহীন উভয় প্রকারের পশুই দান করে থাকি। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তুমি কিভাবে দুধ পানের জন্য উষ্ট্রী ধার দিয়ে থাক? আমি বললাম, আমি শত সংখ্যক দান করে থাকি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, প্রজননের ব্যাপারে (যদি কেউ তোমার পশুপালের সাহায্য নিতে চায় তখন) তুমি কি করে থাক? আমি বললাম, লোকজন তাদের গর্ভ গ্রহণকারিণী উটনী নিয়ে আসে এবং আমার উষ্ট্রপালের মধ্যকার যে উটটিকে প্ররোচিত করতে পারে, তা নিয়ে যায় এবং যতদিন তার প্রয়োজন থাকে এটা তার কাছে রেখে দেয়। প্রয়োজন শেষে আবার তা ফিরিয়ে দিয়ে যায়। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তোমার নিজের মাল তোমার কাছে অধিকতর প্রিয় নাকি তোমার উত্তরাধিকারীদের মালই তোমার কাছে অধিকতর প্রিয়? রাবী বলেন, আমার মাল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমার মাল হ'ল ঐ মাল যা তুমি নিজে পানাহারের মাধ্যমে ভোগ কর অথবা নিজে (আল্লাহ্‌র রাস্তায়) দান করে থাক। তাছাড়া অবশিষ্ট সমস্ত সম্পদই তোমার উত্তরাধিকারীদের মাল। (কারণ এটা শেষ পর্যন্ত তাদেরই দখলে আসবে)। তখন আমি বললাম, এবার ফিরে গেলে নিশ্চয়ই তার সংখ্যা কমিয়ে ফেলব।

অতঃপর (নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট হ'তে প্রত্যাবর্তনের পর) যখন তার মৃত্যুর সময় আসন্ন হ'ল, তিনি তার পুত্রদেরকে ডেকে একত্র করে বললেন, বৎসরা! তোমরা আমার উপদেশ শ্রবণ কর। কেননা আমার চেয়ে তোমাদের অধিকতর মঙ্গলকামী উপদেশদাতা আর কাউকে পাবে না। আমার মৃত্যুর পর আমার জন্য বিলাপ করবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর তাঁর জন্য বিলাপের ব্যবস্থা করা হয়নি। আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বিলাপের ব্যাপারে নিষেধ করতে শুনেছি। আর আমার কাফন দিবে সেই বস্ত্রে যে বস্ত্রে আমি ছালাত আদায় করি। তোমাদের মধ্যকার বয়োজ্যেষ্ঠদেরকে সর্দার নির্বাচিত করবে। কেননা যতদিন তোমরা তোমাদের বয়োজ্যেষ্ঠদেরকে সর্দার বানাতে থাকবে, ততদিন তোমাদের পিতৃপুরুষের প্রতিনিধিত্ব তোমাদের মধ্যে বর্তমান থাকবে। আর যখন তোমরা তোমাদের মধ্যকার বয়ঃকনিষ্ঠদেরকে সর্দার নির্বাচিত করবে, তখন লোকসমক্ষে তোমাদের পিতৃপুরুষের অবমাননা সূচিত হবে এবং নিজেদের মধ্যে একে অপরকে যুহদ (সংসারের প্রতি অনাসক্ত)-এর প্রেরণা যোগাবে। নিজেদের সংসার ধর্ম সমুন্নত রেখ। কেননা এতে অন্যের দ্বারস্থ হ'তে হয় না। তোমরা ভিক্ষাবৃত্তি হ'তে অবশ্যই বিরত থাকবে। কেননা এটা হচ্ছে নিকৃষ্টতর পেশা। আর যখন তোমরা আমাকে দাফন করবে, তখন আমার কবর মাটির সাথে মিলিয়ে সমান করে দিবে। কেননা আমার এবং ঐ পার্শ্ববর্তী জনপদে বসবাসরত বকর ইবনু ওয়ায়েল গোত্রের মধ্যে প্রায়ই মনোমালিন্য চলত। পরে তাদের মধ্যকার কোন নির্বোধ ব্যক্তি এমন কোন কর্ম করে বসবে, তোমাদের পক্ষ হ'তে যার পাল্টা ব্যবস্থা তোমাদের দ্বীন ধর্মের জন্য অনিষ্টকর হয়ে দাঁড়াবে *(আদাবুল মুফরাদ হা/৯৬৪, সনদ ছহীহ)*।

**সমাপনী :** এ হাদীছে কি পরিমাণ সম্পদ থাকলে ভিক্ষুককে দান করা এবং মেহমানের আপ্যায়ন করা অপরিহার্য হয় তা বিবৃত হয়েছে। প্রত্যেক চতুষ্পদ পশুর মালিকের করণীয় এবং নিজের প্রকৃত সম্পদ কোনটা তা বর্ণিত হয়েছে। সেই সাথে মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তি কর্তৃক উত্তরসূরীর জন্য প্রয়োজনীয় উপদেশ দান করা হয়েছে। যে বিষয়গুলো আমল করা অতি যরূরী। আল্লাহ আমাদের সকলকে এ হাদীছটির উপরে পূর্ণ আমল করার তাওফীক দান করুন- আমীন!

*-শারমীন আখতার*
*পিঞ্জুরী, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।*

Contents



# গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

## দুরন্ত সাহসের এক অনন্য কাহিনী

সাহসিকতা প্রত্যেক মানুষের একটি মৌলিক গুণ। এ সাহসিকতা ভাল কাজে ব্যবহার করলে সুনাম হয়। আর খারাপ কাজে ব্যবহার করলে বদনাম হয়। অন্যায়কারীর সামনে সত্য কথা বলে তার অন্যায়ের প্রতিবাদ করা প্রশংসনীয় কাজ। রাসূলুলাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'সর্বোত্তম জিহাদ হ'ল অত্যাচারী বাদশাহর নিকট হক কথা বলা' *(আবূদাঊদ হা/৪৩৪৪; তিরমিযী হা/২১৭৪; মিশকাত হা/৩৭০৫)*। যুগে যুগে মহান ব্যক্তিগণ এই সাহসিকতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তাদের মধ্যে তাবেঈ ত্বাউস ইবনু কায়সান (রহঃ) অন্যতম।

ইসলামের পঞ্চম খলীফা হিসাবে খ্যাত ওমর ইবনু আব্দুল আযীয (রহঃ)-এর আমলে একজন বিখ্যাত তাবেঈ ছিলেন, যার নাম ত্বাউস। তাঁর বংশক্রম হ'ল আবু আব্দির রহমান ত্বাউস ইবনু কায়সান আল-খাওলানী আল-হামাদানী আল-ইয়ামানী। তিনি একজন দক্ষ ও বিজ্ঞ ফক্বীহ ছিলেন। তিনি ইবনু আব্বাস, আবু হুরায়রাহ (রাঃ) সহ অন্যান্য ছাহাবীগণের কাছ থেকে হাদীছ শুনেছেন। মুজাহিদ, আমর ইবনু দীনার সহ অনেকে তার নিকট থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। ওমর ইবনু আব্দুল আযীয যখন খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন তখন ত্বাউস (রহঃ) তার কাছে পত্র লিখে বললেন, আপনি যদি চান যে, আপনার রাষ্ট্র ভালভাবে পরিচালিত হোক, তাহ'লে আপনি ভাল লোকদেরকে রাষ্ট্রীয় কাজে নিযুক্ত করুন। তখন ওমর ইবনু আব্দুল আযীয বলেন, আমার উপদেশ গ্রহণের জন্য তার এ কথাই যথেষ্ট। তিনি ১০৬ মতান্তরে ১০৪ হিজরী সনে মক্কায় ইয়াওমুত তারবিয়ার একদিন পূর্বে মৃত্যুবরণ করেন। আব্দুল্লাহ ইবনু হাসান ইবনে আলী তাঁর জানাযার খাট বহন করেন এবং খলীফা হিশাম ইবনু আব্দিল মালেক তাঁর জানাযায় অংশগ্রহণ করেন।

একদা খলীফা হিশাম বিন আব্দুল মালেক হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় আসেন। তখন তিনি মক্কাবাসীকে বললেন, এ সময়ে কি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কোন ছাহাবী বেঁচে আছেন? বলা হ'ল, হে আমীরুল মুমিনীন! এতদিনে ছাহাবায়ে কেরাম মৃত্যুবরণ করেছেন। তখন তিনি বললেন, কোন তাবেঈ বেঁচে আছে কি? এসময় ত্বাউস ইবনু কায়সান ইয়ামানী (রহঃ) মক্কায় ছিলেন। প্রশাসনের লোকেরা গিয়ে তাঁকে খলীফার নিকটে নিয়ে আসল। তিনি খলীফার নিকটে প্রবেশ করে তাঁর জুতা কার্পেটের পার্শ্বে খুলে রাখলেন। অতঃপর আস-সালামু আলাইকুম বলে খলীফার অনুমতি ব্যতীত তাঁর পার্শ্বে গিয়ে বসলেন। এরপর বললেন, হে হিশাম! আপনি কেমন আছেন? ত্বাউস (রহঃ)-এর আচরণে হিশাম কঠিনভাবে রেগে গেলেন এবং তাঁকে হত্যা করার মনোভাব প্রকাশ করলেন। তখন তাকে বলা হ'ল, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি পবিত্র হারামে অবস্থান করছেন। আর আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ছাঃ) হারামের মধ্যে সব ধরনের হত্যাকাণ্ড নিষিদ্ধ করেছেন। অতএব এটা সম্ভব নয়। হিশাম বললেন, হে ত্বাউস! এ কাজ করার সাহস তুমি কোথায় পেলে? তিনি বললেন, আমি তো কোন অপরাধ করিনি। একথা শুনে খলীফা হিশামের রাগ আরও বৃদ্ধি পেল। তিনি বললেন, তোমার প্রথম অপরাধ তুমি কার্পেটের পার্শ্বে তোমার জুতা খুলে রেখেছ। দ্বিতীয় অপরাধ তুমি আমাকে আমীরুল মুমিনীন বলে সালাম দেওনি এবং আমাকে আমার উপনামে না ডেকে, নাম ধরে ডেকেছ। তারপর আমার অনুমতি ব্যতীত আমার পার্শ্বে এসে বসেছ। সর্বোপরি তুমি বলেছ, হে হিশাম! আপনি কেমন আছেন? তখন ত্বাউস (রহঃ) উত্তরে বললেন, হ্যাঁ আমি আপনার নিকটে আসার আগে আমার জুতা খুলে কার্পেটের পাশে রেখেছি। আমি তো প্রতিদিন পাঁচবার আমার প্রভুর ডাকে সাড়া দেয়ার সময় জুতা খুলে রাখি, তিনি তো কখনও আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হন না এবং আমার প্রতি রাগও করেন না। আপনি বলেছেন, আমি আপনাকে আমীরুল মুমিনীন বলে সালাম দেইনি। এর কারণ সমস্ত মানুষ আপনার খেলাফতে সন্তুষ্ট নয় এবং সবাই আপনাকে আমীরুল মুমিনীন হিসাবে মানেও না। তাই আমি আমীরুল মুমিনীন বললে তাতে মিথ্যার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার অপর অভিযোগ, আমি আপনাকে উপনামে আহ্বান করিনি বরং আপনার নাম ধরে ডেকেছি। এর কারণ আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীগণকে তাদের স্ব স্ব নামে ডেকেছেন যেমন- 'হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করেছি' *(ছোয়াদ ৩৮/২৬)*। 'হে ইয়াহইয়া *(মারইয়াম ১৯/১২)*, হে ঈসা *(ইমরান ৩/৫৫)*! ইত্যাদি। আর তিনি তাঁর শত্রুদের উপনামে ডেকেছেন। যেমন তিনি বলেন, 'ধ্বংস হউক আবু লাহাবের দু'হস্ত এবং সে নিজেও' *(লাহাব ১১১/০১)*।

আমি আপনার অনুমতি ব্যতীত আপনার পার্শ্বে বসেছি। কারণ আমি আমীরুল মুমিনীন আলী ইবনু আবী ত্বালিব (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, তুমি যদি কোন জাহান্নামীকে দেখতে চাও, তাহ'লে ঐ ব্যক্তির দিকে তাকাও, যে বসে আছে, অথচ তার আশে-পাশে লোকেরা তার সম্মানে দাঁড়িয়ে আছে। তাই আমি না দাঁড়িয়ে বসে পড়েছি। খলীফা হিশাম বিন আব্দুল মালেক তখন লা-জওয়াব হয়ে গিয়ে রাগ দমন করলেন। কিছুক্ষণ পর বললেন, হে ত্বাউস! আমাকে উপদেশ দাও। ত্বাউস (রহঃ) বললেন, আমি আমীরুল মুমিনীন আলী (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, জাহান্নামে পাহাড়ের চূড়ার ন্যায় লম্বা লম্বা সাপ হবে এবং খচ্চরের মত বড় বড় বিচ্ছু হবে যা প্রজাদের প্রতি অত্যাচারী শাসকদেরকে দংশন করতে থাকবে। অতঃপর ত্বাউস (রহঃ) সেখান থেকে উঠে চলে গেলেন *(ইবনু খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান ২/৫০৯-৫১০)*।

** আব্দুর রহীম*
*শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী*
*নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

# চিকিৎসা জগৎ

## টক দইয়ের উপকারিতা

বর্তমানে অধিকাংশ মানুষ স্বাস্থ্য সচেতন হ'লেও রোগ বালাই তার সাথে পাল্লা দিয়ে মানুষকে আক্রমণ করছে। কিন্তু মানুষকে বসে থাকলে চলবে না। প্রতিনিয়ত তাকে একদিকে রোগকে জয় করার চেষ্টা করতে হবে অন্যদিকে রোগ প্রতিরোধেরও চেষ্টা করতে হবে। আর রোগ প্রতিরোধ করার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হচ্ছে খাদ্য। খাদ্য যেমন রোগকে দূরে রাখতে পারে তেমনি আবার এই খাবারের কারণে শত রোগ মানুষের শরীরে বাসা বাঁধে। কাজেই অন্য নিয়ম কানুনের সাথে খাদ্যের ব্যাপারেও সবাইকে হতে হবে অনেক বেশী সচেতন, তবেই হয়ত সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়ে সুন্দর জীবনযাপন করা সম্ভব হবে।

পৃথিবীতে বেশ কিছু খাদ্য আছে, যা একই সাথে শত গুণের আধার। তেমনই একটা খাদ্য হচ্ছে 'টক দই'। এই টক দই আমাদের শরীরের জন্য নানা ধরনের কাজ করে থাকে। নিয়মিত টক দই খেলে তা দেহকে নানাভাবে উপকার করে। টক দইয়ে আছে আমিষ, ভিটামিন, মিনারেল ইত্যাদি। টক দইয়ে থাকে অসংখ্য ব্যাকটেরিয়া যা স্বাস্থ্যের জন্য ভীষণ উপকারী। এতে দুধের চেয়েও বেশী ভিটামিন বি, ক্যালসিয়াম ও পটাশ আছে। নিয়মিত টক দই খাওয়া শুরু করলে তার ফল পাওয়া যায় তড়িৎ গতিতে। সেকারণ ডাক্তার বা পুষ্টিবিদেরা সবসময়ই টক দই খেতে পরামর্শ দেন। বাইরের দেশগুলোতে যেমন ভারত বা পাকিস্তানে খাওয়ার পর টক দই খাওয়ার নিয়মটি ব্যাপকভাবে প্রচলিত।

**টক দইয়ের উপকারিতা :**

- এতে আছে প্রচুর পরিমান ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ডি, যা হাড় ও দাঁতের গঠনে সহায়ক। মহিলাদের টক দই বেশী প্রয়োজন, কেননা তারাই ক্যালসিয়ামের অভাবে বেশী ভোগেন।
- টক দইয়ের ব্যাকটেরিয়া অত্যন্ত উপকারী। এটা শরীরের ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়াকে মেরে ফেলে এবং উপকারী ব্যাকটেরিয়া বাড়িয়ে হজম শক্তি বৃদ্ধি করে।
- টক দই শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। এছাড়া ঠান্ডা, সর্দি, জ্বরকে দূরে রাখে।
- টক দইয়ে আছে ল্যাকটিক অ্যাসিড, যা কোষ্টকাঠিন্য দূর করে ও ডায়রিয়া প্রতিরোধ করে। এটি কোলন ক্যান্সার রোগীদের খাদ্য হিসাবে উপকারী।
- যারা দুধ খেতে পারেন না বা দুধ যাদের হজম হয় না, তারা অনায়াসেই টক দই খেতে পারেন। কারণ টক দইয়ের আমিষ দুধের চেয়ে সহজপাচ্য। ফলে স্বল্প সময়ে হজম হয়।
- টক দই ওজন কমাতেও সাহায্য করে। এর আমিষের জন্য পেট ভরা বোধ হয় ও শরীরে শক্তি পাওয়া যায়। ফলে অতিরিক্ত খাবার গ্রহণ করতে ইচ্ছে করে না। আর অতিরিক্ত খাবার খাওয়া বন্ধ হ'লে সহজেই ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।
- টক দই শরীরের উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে। প্রতিদিন মাত্র এক কাপ করে টক দই খেলে উচ্চ রক্তচাপ প্রায় এক তৃতীয়াংশ কমে যায় এবং স্বাভাবিক হয়ে আসে। এছাড়া এটি রক্তের খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রাও কমিয়ে দেয়।
- হার্টের অসুখ ও ডায়াবেটিসের রোগীরা টক দই খেলে রোগ নিয়ন্ত্রণে থাকে।
- টক দই শরীরে টক্সিন জমতে দেয় না। ফলে অন্ত্রনালী পরিষ্কার থাকে। যা শরীরকে সুস্থ রাখে ও বার্ধক্য রোধে সাহায্য করে।
- নিয়মিত টক দই খেলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে।

**ঘরে কিভাবে টক দই তৈরী করা যায় :**

এক লিটার দুধ জ্বাল দিয়ে ঘন করতে হবে। এবার ছয়/সাত চামচ টকদই-এর ভিতর দিয়ে ভাল করে ঘেঁটে দিতে হবে। তারপর মাটির পাত্রে দুধটা ঢেলে সাত আট ঘন্টা রেখে দিলেই টক দই তৈরী হয়ে যাবে। ফ্রিজে দই পাতা যায় না। কারণ ফ্রিজে ব্যাকটেরিয়া কাজ করে না।

**টক দই কিভাবে খাওয়া যায় :**

টক দই খাওয়ার সবচেয়ে জনপ্রিয় পদ্ধতি হচ্ছে বোরহানী করে খাওয়া। টক দইয়ের ভিতর বিট লবন, গোল মরিচ গুঁড়া, পুদিনা বাটা ইত্যাদি দিয়ে তৈরী করা বোরহানী খেতে যেমন অসাধারণ তেমনি স্বাস্থ্যকরও বটে। এছাড়া স্বাদ অন্যরকম করতে তেতুলের রস ও জিরা গুঁড়াও মেশানো যায়।

বোরহানীর সাথে টক দইয়ের ভিতর সবকিছু দিয়ে হ্যান্ড বিটার দিয়ে ভাল করে ফেটে বা ব্লেন্ডারে দিয়ে বোরহানী তৈরী করা যায়।

টক দই আরও খাওয়া যায় সালাদের সাথে। টমেটো, শসা, গাজর ইত্যাদি কেটে টক দই মিশিয়ে তার সাথে বিট লবন, গোল মরিচের গুঁড়া যোগ করে খেতে হবে। এছাড়াও বিভিন্ন ফল কেটে টক দই সহযোগেও খাওয়া যায়। দু'টো পদ্ধতিই সুস্বাদু এবং পুষ্টিকর।

**কতটুকু টক দই খাওয়া যাবে :**

একবারে এক কাপ টক দই খাওয়া যায়। বেশি বেশি কোনকিছুই ভালো নয়। টক দইয়ের ক্ষেত্রেও কথাটা প্রযোজ্য। সারাদিনে একচামচ করে কিছুক্ষণ পর পর টাক দই খেতে পারেন বা একবারে এক কাপ খাবেন।

যেভাবেই টক দই খাওয়া হোক না কেন মূল কথা হচ্ছে এটি দারুন উপকারী। নিয়মিতভাবে টক দই খেলে আমাদের শরীর থাকবে অনেক রোগমুক্ত, সতেজ ও স্বাভাবিক। যা প্রতিটি মানুষেরই কাম্য।

*॥ সংকলিত ॥*

Contents



# ক্ষেত-খামার

## করলা চাষ

করলা ও উচ্ছে তেতো হ'লেও অতি পুষ্টিকর সবজি। স্বাদে তিক্ত হ'লেও এর জনপ্রিয়তা ব্যাপক। বাজারে অধিকাংশ সময় এটা উচ্চমূল্যে বিক্রি হয়। করলা ও উচ্ছে সারাবছর বাজারে পাওয়া যায়। করলা আকারে একটু বড় ও উচ্ছে একটু ছোট হয়। করলার অনেক ঔষধি গুণ আছে। এর রস বহুমূত্র, চর্মরোগ, বাত এবং হাঁপানী রোগের চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত হয়। সাধারণভাবে স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী হিসাবে কেউ কেউ বিশেষত ডায়াবেটিস রোগীরা নিয়মিত এটি খেয়ে থাকেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোন কোন স্থানে ঔষধ হিসাবে এর ব্যবহার প্রচলিত।

**মাটির বৈশিষ্ট্য :** সব রকম মাটিতেই করলা/উচ্ছের চাষ করা যেতে পারে। তবে জৈব সারসমৃদ্ধ দোঁআশ ও বেলে দোঁআশ মাটিতে এর ফলন ভালো হয়।

**উৎপাদন মৌসুম :** বছরের যেকোন সময় করলার চাষ সম্ভব হ'লেও এ দেশে প্রধানত খরা মৌসুমেই করলার চাষ হয়ে থাকে। ফেব্রুয়ারী থেকে মে মাসের মধ্যে যে কোনো সময় করলার বীজ বোনা যেতে পারে। উচ্ছে বছরের যে কোনো সময় চাষ করা যায়। তবে শীতকালে এর চাষ বেশী হয়ে থাকে।

**জমি বাছাই এবং তৈরী :** করলা চাষের জন্য প্রথমেই সঠিক জমি নির্বাচন করতে হবে। সেচ ও নিষ্কাশনের উত্তম সুবিধাযুক্ত এবং পর্যাপ্ত সূর্যালোক পায় এমন জমি বাছাই করতে হবে। চাষ ও মই দিয়ে জমির মাটি ঢেলাহীন ও ঝুরঝুরে করতে হবে। করলা গাছের শিকড় যথাযথ বৃদ্ধির জন্য জমি এবং গর্ত উত্তমরূপে তৈরী করতে হবে। এছাড়া একই জমিতে বারবার একই ফসল চাষ পরিহার করতে পারলে রোগবালাই ও পোকামাকড়ের উপদ্রব কমানো যাবে।

**রোপন পদ্ধতি :** মাটি ভালোভাবে পানি দিয়ে ভিজিয়ে নিয়ে ১৫-২০ দিন বয়সের চারা পরেরদিন বিকালে রোপণ করতে হবে। চারা মাটির দলাসহ লাগাতে হবে। তারপর গর্তে পানি দিতে হবে।

**পরিচর্যা :**

**সেচ দেয়া :** খরা হ'লে প্রয়োজন অনুযায়ী সেচ দিতে হবে। পানির অভাবে গাছের বৃদ্ধির বিভিন্ন ধাপে এর লক্ষণ প্রকাশ পায়। যেমন প্রাথমিক অবস্থায় চারার বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যাওয়া, পরে ফুল ঝরে যাওয়া, ফলের বৃদ্ধি বন্ধ হওয়া ও ঝরে যাওয়া ইত্যাদি। করলার বীজ উৎপাদনের সময় ফল পরিপক্ব হওয়া শুরু হ'লে সেচ দেয়া বন্ধ করে দিতে হবে।

**পানি নিষ্কাশন :** জুন-জুলাই মাস থেকে বৃষ্টি শুরু হওয়ার পর আর সেচের প্রয়োজন হয় না। জমির পানি নিষ্কাশনের জন্য বেড ও নিষ্কাশন নালা সর্বদা পরিষ্কার করে রাখতে হবে। কারণ করলা জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না।

**মালচিং :** সেচের পর জমিতে চটা বাঁধলে গাছের শিকড়াঞ্চলে বাতাস চলাচল ব্যাহত হয়। কাজেই প্রত্যেক সেচের পর গাছের গোড়ার মাটির চটা ভেঙে দিতে হবে।

**আগাছা দমন :** চারা লাগানো থেকে ফল সংগ্রহ পর্যন্ত জমি সব সময় আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

**বাউনি দেয়া :** বাউনির ব্যবস্থা করা করলার প্রধান পরিচর্যা। চারা ২০-২৫ সে.মি. উঁচু হতেই ১.০-১.৫ মিটার উঁচু মাচা তৈরী করতে হবে। কৃষক ভাইয়েরা সাধারণত উচ্ছে চাষে বাউনি ব্যবহার না করে তার বদলে সারির চারপাশের জমি খড় দিয়ে ঢেকে দেয়। উচ্ছের গাছ খাটো হওয়ায় এ পদ্ধতিতেও ভালো ফলন পাওয়া যায়। তবে এভাবে করলা বর্ষাকালে মাটিতে চাষ করলে ফলের একদিকে বিবর্ণ হয়ে বাজারমূল্য কমে যায় ও ফলে পচন ধরে প্রাকৃতিক পরাগায়ন কমে যাওয়ায় ফলনও কম হয়। আর বাউনি বা মাচা ব্যবহার করলে খড়ের আচ্ছাদনের তুলনায় উচ্ছের ফলন ২৫-৩০% বৃদ্ধি পায়। ফলের গুণগত মানও ভালো হয়।

## কলা চাষ

পুষ্টিকর ফল হিসাবে বিশ্বব্যাপী কলার চাহিদা ব্যাপক। একবার কলার চারা রোপণ করলে ২/৩ মৌসুম চলে যায়। কলার গাছ বড় হওয়ার কারণে গরু-ছাগলের হাত থেকে রক্ষার জন্য বেড়া দিতে হয় না। বন্যাসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত না হ'লে ১ একর জমি থেকে ধান পাওয়া সম্ভব (ইরি-আমন মিলিয়ে) ৮০/৯০ মণ। এর আনুমানিক মূল্য ৪৫/৫০ হাযার টাকা। এতে খরচ হবে (সার, লেবার, চাষ ও পরিষ্কারসহ) প্রায় ১৬ হাযার টাকা। পক্ষান্তরে এক একর জমির কলা বিক্রি হবে ১ লাখ ৮০ হাযার থেকে ২ লাখ টাকা পর্যন্ত। এতে সর্বোচ্চ খরচ হবে ৫০ হাযার টাকা। এছাড়া কলার মোচা উৎকৃষ্টমানের তরকারি হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

**জাত বাছাই :** বাংলাদেশে অমৃত সাগর, মেহের সাগর, সবরি, অনুপম, চাম্পা, কবরী, নেপালি, মোহনভোগ, মানিকসহ বিভিন্ন জাতের কলাচাষ হয়ে থাকে।

**জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ :** ৭/৮ বার চাষ দিয়ে জমি ভালভাবে তৈরি করে নিতে হয়। অতঃপর জৈবসার (যেমন গোবর, কচুরিপানা ইত্যাদি) হেক্টর প্রতি ১২ টন হিসেবে প্রয়োগ করতে হবে। অতঃপর ২২ মিটার দূরত্বে গর্ত খনন করতে হবে। প্রতিটি গর্তে ৬ কেজি গোবর, ৫০০ গ্রাম খৈল, ১২৫ গ্রাম ইউরিয়া, ২৫০ গ্রাম টিএসপি, ১০০ গ্রাম এমপি, ১০০ গ্রাম জিপসাম, ১০ গ্রাম জিংক এবং ৫ গ্রাম বরিক এসিড প্রয়োগ করে মাটি দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। ১৫ দিন পর প্রতিটি গর্তে নির্ধারিত জাতের সতেজ ও সোর্ড শাকার (তরবারি চারা) চারা রোপণ করতে হবে। এভাবে একরপ্রতি সাধারণত ১ হাযার থেকে ১ হাযার ১শ' চারা রোপণ করা যায়। পরবর্তী সময়ে ২ কিস্তিতে গাছ প্রতি ১২৫ গ্রাম ইউরিয়া ও ১০০ গ্রাম এমপি ৩ মাস অন্তর অন্তর প্রয়োগ করতে হবে।

**রোপণের সময় :** কলার চারা বছরে তিন মৌসুমে রোপণ করা যায়। প্রথম মৌসুম মধ্য জানুয়ারী থেকে মধ্য মার্চ। দ্বিতীয় মৌসুম মধ্য মার্চ থেকে মধ্য মে। তৃতীয় মৌসুম মধ্য সেপ্টেম্বর থেকে মধ্য নভেম্বর।

**অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা :** শুকনো মৌসুমে ১৫-২০ দিন পর পর সেচের প্রয়োজন হয়। গাছ রোপণের প্রথম অবস্থায় ৫ মাস পর্যন্ত বাগান আগাছামুক্ত রাখা যরূরী। কলাবাগানে জলাবদ্ধতা যেন না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

**সাথী ফসল :** চারা রোপণের প্রথম ৪/৫ মাস বলতে গেলে জমি ফাঁকাই থাকে। যদি সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে চারা রোপণ করা হয়, তবে কলাবাগানের মধ্যে অন্তঃফসল হিসাবে মিষ্টি কুমড়া, শসা ও বিভিন্ন ধরনের সবজি উৎপাদন করা যায়।

**কলার রোগ ও তা প্রতিরোধ :** সাধারণত কলাতে বিটল পোকা, পানামা রোগ, বানচিটপ ভাইরাস ও সিগাটোকা রোগ আক্রমণ করে থাকে। বিটল পোকায় আক্রান্ত হ'লে কলা সাধারণত কালো কালো দাগযুক্ত হয়। প্রতিরোধের জন্য ম্যালথিয়ন অথবা লিবাসিস ৫০ ইসিসহ সেভিন ৮৫ ডব্লিউপি প্রয়োগ করা যেতে পারে। পানামা রোগে সাধারণত কলাগাছের পাতা হলুদ বর্ণ ধারণ করে। কোন কোন ক্ষেত্রে গাছ লম্বালম্বি ফেটে যায়। এ রোগের প্রতিরোধে গাছ উপড়ে ফেলা ছাড়া অন্য কোনো ব্যবস্থা নেই। বাঞ্চিটপ ভাইরাসে আক্রান্ত হ'লে কলার পাতা আকারে ছোট ও অপ্রশস্ত হয়। এটি দমনের জন্য রগর বা সুমিথিয়ন পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করা যেতে পারে। সিগাটোগায় আক্রান্ত হ'লে পাতায় ছোট ছোট হলুদ দাগ দেখা যায়। এক সময় এ দাগগুলো বড় ও বাদামি রং ধারণ করে। এ অবস্থা দেখা দিলে আক্রান্ত গাছের পাতা পুড়িয়ে ফেলতে হবে এবং মিলিটিলট-২৫০ ইসি অথবা ব্যাভিস্টিন প্রয়োগ করা যেতে পারে।

*॥ সংকলিত ॥*

Contents



# কবিতা

## রবের গুণগান

*এফ.এম. নাছরুল্লাহ*
*কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।*

প্রভাতী পাখি খুলেছে আঁখি
গায় রবের গুণগান
মসজিদের ঐ মিনার চূড়ায়
ভেসে আসে কার আযান?
মুয়াযযিনের মধুর আযানে
মুমিনের ঐ কর্ণপানে
ফুল পাপীয়ার ফুলকাননে
মুক্ত হাওয়ায় মুক্ত মনে
রবের গুণগান।
মুয়াযযিনের মধুর আযান
মুমিন শুনতে পান।
আল্লাহ তুমি শ্রেষ্ঠ মহান
সৃষ্টি করলে বিশ্ব জাহান
সকাল-সাঁঝে তোমার নামে
পড়ি আল-কুরআন।
চারিদিকে আলোর জ্যোতি
ভোর বিহনে উঠছে ফুটি,
জেগেছে তাই বিশ্ব মানব
সফল করতে দো-জাহান।
সুর মিতালী চারিদিকে
সিক্ত মন-প্রাণ,
আল্লাহ তোমার অবুঝ বান্দা
গাইছে তোমারই গুণগান।

## নওজোয়ানের ডাক

*আমীরুল ইসলাম মাষ্টার*
*ভায়া লক্ষ্মীপুর, চারঘাট, রাজশাহী।*

আয়রে তোরা আয় ছুটে
দল বেঁধে আয় সব জুটে
মুসলিম নওজোয়ান।
বেদ্বীন-কাফির জোট বেঁধেছে
মিটাইতে দ্বীন ইসলাম॥
আল্লাহ্র সেনা মুসলিম জাতি
নেইকো মোদের কোন ভীতি
জিহাদ মাঝে রয়েছে ঐ
জান্নাতী আঞ্জাম॥
বসে বসে ভাবছে মিছে
বেদ্বীন-কাফির জাতি
ফুৎকারেতে নিভিয়ে দিবে
দ্বীন ইসলামের বাতি।
হবে না তা কোন মতে
আল্লাহ মোদের আছেন সাথে
কাফিরের দল ধ্বংস হবে
যাবে জাহান্নাম॥
শহীদের ঐ ঈদগাহে আজ
ভীড় জমেছে ভারী
তাই তাকবীরের ঐ উঠছে আওয়াজ
গগণ বিদারী॥
এক সাথে আজ ঝাঁপিয়ে পড়
তাগূতী রাজ ধ্বংস কর
দুনিয়াতে ফের কায়েম কর
ইলাহী আহকাম॥

## দুর্নীতি

*আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ*
*কারমাইকেল কলেজ, রংপুর।*

দুর্নীতিতে দেশটা মোদের সব গিয়েছে ভরে
কোটি টাকার বিছানায় নেতা ঘুমায় আরাম করে।
নষ্ট করল স্বাধীনতার উজ্জ্বল ইতিহাস
গরীব-দুঃখীর টাকা মেরে করছে সর্বনাশ।
গায়ের পোশাক দেখে তাদের ভদ্র মনে হয়
ভিতরের ঐ পশু রূপটা বোঝা বড় দায়।
সমাজের ভিতরে দেখি তারাই হয় নেতা
টাকা দিয়ে স্তব্ধ করে আইনের ক্ষমতা।
সত্যটাকে গোপন করে মিথ্যার পক্ষে দেয় রায়
টাকার জোরে সবি যে হয় এই বাংলায়।
এদের দুর্নীতির ধারা দেখলে মনে হয়
বনের পশু ভালো আছে এরা ভালো নয়।
মানুষ নামের মুখোশ পরে এদের বসবাস
সৎ লোককে নির্যাতন করছে বার মাস।
এদের জন্য নষ্ট হচ্ছে এ দেশের পানি-বায়ু
ভাবছি কবে ফুরিয়ে যাবে মোদের জীবনের আয়ু।

## স্বাধীনতাকামী নারী

*জামীলা*
*মহিলা সালাফিইয়া মাদরাসা*
*নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

স্বাধীনতা মানে নারী-পুরুষের সমান অধিকার,
স্বাধীনতা মানে সমাজে নারীরা বর্বরতার শিকার!
স্বাধীনতা মানে নারীদের আজ পুরুষের বেশে চলা,
স্বাধীনতা মানে নারী ও পুরুষ নির্জনে কথা বলা।
স্বাধীনতা মানে নারীরাই হয় এদেশের সরকার,
স্বাধীনতা মানে নারীর ঘরে বসে থাকার নেই দরকার।
স্বাধীনতা মানে রাজপথে মিছিল করে নারীর মর্যাদা চাওয়া,
স্বাধীনতা মানে নগ্ন পোশাকে রাস্তায় হেঁটে যাওয়া।
স্বাধীনতা মানে অধিক হারে ইভটিজিং ও নির্যাতন,
স্বাধীনতা মানে নারী সমাজের গভীর অধঃপতন।
স্বাধীনতা মানে নারী জীবনে কলঙ্কের কালি লেপন,
স্বাধীনতা মানে তথাকথিত আধুনিক সমাজ গড়ার আমন্ত্রণ।
বাস্তবে এটাই কি নারীর সত্যিকার স্বাধীনতা?
নাকি স্বাধীনতার নামে ইবলীসের অধীনতা?

***

Contents



# সোনামণিদের পাতা

## গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (হাদীছ বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. মুসনাদে আহমাদ, মুওয়াত্ত্বা মালেক, ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ, ছহীহ ইবনু হিব্বান, সুনানে বায়হাক্বী।
২. যে হাদীছে কোন ছাহাবীর কথা, কাজ বা সমর্থন উল্লেখ করা হয়েছে, তাকে মাওকূফ হাদীছ বলে।
৩. যে হাদীছে কোন তাবেঈর কথা, কাজ বা সমর্থন উল্লেখ করা হয়েছে, তাকে মাকতূ' হাদীছ বলে।
৪. মুরসাল, মুনকাতি', মুনকার, মাক্বলূব, মুযতারাব ইত্যাদি।
৫. যঈফ হাদীছের উপরে আমল করা যাবে না।
৬. হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে বর্ণনাকারীদের সিলসিলা বা ধারাবাহিকভাবে তাঁদের নামের উল্লেখকে সনদ বলে।
৭. হাদীছের মূল বক্তব্যকে মতন বলে।
৮. খলীফা ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ)-এর যুগে।
৯. মুওয়াত্ত্বা ইমাম মালেক (সংকলিত হাদীছ ১৭০০টি)।
১০. শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) [মৃত্যু ১৪২০ হিঃ)]।

## গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (ধাঁধা)-এর সঠিক উত্তর

১. মোমবাতি। ২. লবণ। ৩. মৌচাক।
৪. উড়োজাহাজ। ৫. কলম।

## চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (যাকাত বিষয়ক)

১. ওশর শব্দের অর্থ কি?
২. যাকাত ফরয হয় কবে?
৩. যাকাত ফরয হওয়ার অন্যতম শর্ত কি?
৪. পরিধেয় বস্ত্রের যাকাতের বিধান কি?
৫. গুপ্তধনের যাকাতের হার কি?

## চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (চিকিৎসা বিষয়ক)

১. বন্যার পর কোন অসুখের প্রাদুর্ভাব বেশি দেখা যায়?
২. কলেরা বা ডায়রিয়ার রোগীকে স্যালাইন খেতে দেওয়া হয় কেন?
৩. শরীরের কোন স্থান পুড়ে গেলে কি করা উচিত?
৪. আঘাত লেগে ফুলে যাওয়ার প্রাথমিক চিকিৎসা কি?
৫. অ্যান্টিবায়োটিক কি?

*সংগ্রহে : আতাউল্লাহ বিন ইবরাহীম*
*কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।*

## সোনামণি সংবাদ

**অভ্যাগতপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী ২৫ ডিসেম্বর'১৪ বৃহস্পতিবার :** অদ্য সকাল সাড়ে ৭-টায় অভ্যাগতপাড়া দারুন নাজাত সালাফী মাদরাসায় এক 'সোনামণি' প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অভ্যাগতপাড়া উচ্চবিদ্যালয়ের (সাবেক) প্রধান শিক্ষক গোলাম রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন বাগমারা উপযেলা 'সোনামণি' সহ-পরিচালক হাফেয শহীদুল ইসলাম, তকিপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের (সাবেক) প্রধান শিক্ষক আব্দুল মালেক ও অত্র মাদরাসার শিক্ষক মুহাম্মাদ আবিদুল্লাহ প্রমুখ।

**গোবিন্দপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী ২৫ ডিসেম্বর'১৪ বৃহস্পতিবার :** অদ্য বাদ আছর গোবিন্দপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক 'সোনামণি' প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের সাবেক পেশ ইমাম জনাব যেহের আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন রাজশাহী-উত্তর সাংগঠনিক যেলা পরিচালক ডাঃ মুহাম্মাদ মুহসিন, বাগমারা উপযেলা 'সোনামণি' সহ-পরিচালক হাফেয শহীদুল ইসলাম ও অত্র শাখার প্রধান উপদেষ্টা মুযাফফর হুসাইন প্রমুখ।

## ফানুস

*ইমারত আলী*
*ভোলাবাড়ী, পবা, রাজশাহী।*

ক্ষণিকের আনন্দে বিভোর হয়ো না
হয়তো তোমার জন্য দুঃখ অপেক্ষা করছে,
আসে না ফিরে যে সময় চলে যায়
তেমনি হায়াৎ তোমার তিলে তিলে হচ্ছে ক্ষয়।
কিসের আশায় স্বপ্ন বুনো সারা জীবন
কোন আনন্দে তুমি গাইছ এত গান?
তুমি কে? নিজের মনকে প্রশ্ন কর একটিবার
দেখবে তুমি কতটা নিষ্প্রাণ!
ক্ষণিকের পৃথিবীতে তুমি-আমি তুচ্ছ
তুচ্ছ দুনিয়া সব মানুষের যত আয়োজন,
ক্ষণিকের পৃথিবীতে এতটা আনন্দিত হয়ো না
এবার স্রষ্টার তরে কর তোমার জীবন বিসর্জন।

## সত্য

*মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া হোসাইন*
*বাঘারপাড়া, যশোর।*

ছোট্ট থেকে একটি কথা
বলতেন আমার মা
সঠিক পথে চলতে হবে
মিথ্যা পথে না।
সত্য দিশা খুঁজতে আমি
পথে দিলাম পা
এদিক সেদিক খুঁজি ফিরি
সত্য মেলে না।
হঠাৎ আমি চলতি পথে
একটি আলো পেলাম
তা-ই দেখে চমকে উঠে
থমকে দাঁড়ালাম।
আলো আমায় বলছে ডেকে
এই খানেতে এসো
সত্য এটা তাকে তুমি
খুবই ভালোবাসো।
সেখান থেকে সত্যটাকে
নিয়ে এলাম বাড়ী
সত্য দেখে আমার সাথে
করল সবাই আড়ি।
সত্য নিতে সবাই এলো
সবাই নিতে চায়
কিন্তু আমি সত্যটাকে
দিতে রাযী নই।
অবশেষে হেসে হেসে
বললো আমার মা
সত্য সবার জন্য বটে
কারো একার না।
মায়ের কথায় লজ্জা পেয়ে
মুখটা হ'ল নীচু
সেখান থেকেই সত্য বিলাই
হই না কভু পিছু।

## স্বদেশ

### পঞ্চগড়ে কমলা চাষের উজ্জ্বল সম্ভাবনা

পঞ্চগড়ের বিভিন্ন এলাকায় বাণিজ্যিকভাবে কমলার চাষাবাদ শুরু হয়েছে। গড়ে উঠেছে ছোট-বড় শতাধিক বাগান। গাছে গাছে এখন কাঁচা-পাকা কমলা শোভা পাচ্ছে। চাষীরা কমলা চাষে পেয়েছেন ব্যাপক সাফল্য। প্রথমদিকে কয়েকজন কমলা চাষী শখের বশে বাড়ীর আঙ্গিনায় কমলার চারা রোপণ করেন। কয়েক বছরের মধ্যেই বাগানে ফল আসায় তারা বৃহৎ আকারে কমলা চাষের উদ্যোগ নেন। স্বল্প খরচে ও অল্প পরিশ্রমে অধিক মুনাফা হওয়ায় কমলা চাষের পরিধি দিন দিন বেড়ে চলেছে। গড়ে উঠেছে ছোট বড় ও মাঝারি ধরনের প্রায় শতাধিক বাগান। এসব বাগানে কমলা গাছের সংখ্যা প্রায় ৪০ হাযার ৭শ'টি। প্রতিটি গাছে দু'শ থেকে আড়াই'শ কমলা ধরেছে।

### মৌলবাদীকে গুলি করেছি!

গত ১৬ই ডিসেম্বর চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে ঘটে গেছে এক আশ্চর্যজনক ও লজ্জাকর ঘটনা। এক তরুণ মাদরাসা ছাত্রকে 'মৌলবাদী' আখ্যায়িত করে গুলি করেছে এক পুলিশ কনেস্টবল। খুলনার ছেলে মহব্বত ছিদ্দীক উচ্চতর শিক্ষার উদ্দেশ্যে প্রায় পাঁচ মাস আগে ভর্তি হয় চট্টগ্রামের হাটহাজারী মাদরাসায়। গত ১৬ই ডিসেম্বর রাত ৮-টার দিকে চিকিৎসকের কাছ থেকে হেঁটে মাদরাসা ক্যাম্পাসে আসার পথে হাটহাজারী থানার সামনে থেকে তাকে গুলি করে নোমান সিরাজী নামে এক পুলিশ কনেস্টবল। ভুক্তভোগী ছাত্রটির বক্তব্য 'থানার গেট পার হয়ে দু'তিন কদম সামনে আসা মাত্র আচমকা একটা গুলি এসে তার পায়ে লাগে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই আরেকটা গুলি এসে লাগে। গুলি খেয়ে সে ভীত-সন্ত্রস্ত কণ্ঠে নোমান সিরাজীকে তার অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সে রুদ্রমূর্তি ধারণ করে 'মৌলবীর বাচ্চা মৌলবী' বলে গালি দিয়ে বুটজুতা দিয়ে মহব্বতের মাথায় লাথি মারে। এসময় অন্য পুলিশ সদস্যরা তাকে গুলি করার কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলে, 'আমি মৌলবাদীকে গুলি করেছি...'। অর্থাৎ সে বুঝাতে চেয়েছে টুপি দাড়িওয়ালা মানেই মৌলবাদী। আর মৌলবাদীকে মারা কোন অন্যায় নয়।

আরও লজ্জার ব্যাপার হ'ল, পুলিশের পক্ষ থেকে অভিযুক্ত কনেস্টবলের কথা বলা হচ্ছে, সে মানসিক ভারসাম্যহীন!... [মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন]।

### সততার দৃষ্টান্ত দেখালেন চুয়াডাঙ্গার নিযামুদ্দীন

এক গরু ব্যবসায়ীর হারিয়ে যাওয়া ৩৫ হাযার ৫০০ টাকা পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি ও মাইকিং করে ফিরিয়ে দিয়ে এ যুগে মহত্ত্বের অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন চুয়াডাঙ্গার দর্শনা বাজারের নিযাম কসাই ও সিএএফ এজেন্ট আতিয়ার রহমান হাবু। ডুগডুগি পশুহাটে এ টাকা কুড়িয়ে পাওয়ার এক সপ্তাহ পর উপযুক্ত প্রমাণ সাপেক্ষে প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দিলেন এ মহৎ ব্যক্তিদ্বয়। গরু ব্যবসায়ী যয়নাল তালুকদার গত ২৯শে ডিসেম্বর চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপযেলার ডুগডুগি পশু হাটে গরু বেচা-কেনা করতে এসে টাকা হারিয়েছিলেন। হাট থেকে ফেরার সময় এই টাকা রাস্তার উপর থেকে কুড়িয়ে পান কসাই নিযামুদ্দীন। তিনি টাকা নিয়ে বিষয়টি জানান বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আতিয়ার রহমান হাবুকে। পরে হাবু নিজ খরচে দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেন। সাড়া না পেয়ে পরে আবারো পকেটের টাকা খরচ করে মাইকিং করেন। এরপরই খুঁজে পান এ টাকার প্রকৃত মালিক যয়নাল তালুকদারকে। টাকা ফিরিয়ে দেয়ার পর নিযামুদ্দীন জানান, এ টাকা কুড়িয়ে পাওয়ার পর থেকে খুব দুশ্চিন্তায় ছিলাম। নিজেকে খুব ভারী ভারী লাগছিল। এবার নিজেকে অনেক হালকা লাগছে। মনে হচ্ছে মাথা থেকে ভারী বোঝা নেমে গেল।

### এবার কচুরীপানা থেকে ক্ষুদে বিজ্ঞানীর কৃতিত্ব!

এদেশে পানি চলার পথ বন্ধ করা, মাছের উৎপাদন হ্রাস, নৌযান চলাচলে বিঘ্ন ঘটানো, মশা, মাছি ও অন্যান্য ক্ষতিকারক পোকামাকড়ের আবাসস্থল সহ ক্ষতিকারক দিক থেকে কচুরীপানা সবার নিকট অত্যন্ত সুপরিচিত। জৈব সার প্রস্তুতে ও গরু-ছাগলের খাদ্য হিসাবে কিছু ব্যবহার ছাড়া এর বিরাট একটি অংশ প্রতিবছর অব্যবহৃতই থেকে যায়। অথচ এই অব্যবহৃত আগাছা কচুরীপানা থেকেই তৈরী হবে ফার্নিচার। এমনই সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করলেন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়-এর 'ফরেস্ট্রি এন্ড উড টেকনোলজি' ডিপার্টমেন্টের ৪র্থ বর্ষের ছাত্র শাহ আহমাদুল হাসান। তার ৪র্থ বর্ষের প্রোজেক্ট থিসিস-এর গবেষণার বিষয় ছিল 'কিভাবে কচুরীপানা হ'তে সম্ভাবনাময় ফাইবার বোর্ড তৈরী করা যায়'?, যা দ্বারা ফার্নিচার তৈরী করা সম্ভব হবে। তিনি কচুরীপানা থেকে 'পাল্পিং পদ্ধতিতে' উদ্ভাবিত ফাইবার দিয়ে 'হট প্রেস প্রযুক্তি'র মাধ্যমে মাঝারী ঘনত্বের ফাইবার বোর্ড তৈরী করেন, যা বাজারে প্রচলিত মাঝারি ঘনত্বের বোর্ডের সমমানের। যা দ্বারা ঘরের অভ্যন্তরীণ সকল ফার্নিচার তৈরী করা সম্ভব। তিনি প্রফেসর ওবায়দুল্লাহ হান্নান ও প্রফেসর ড. ইফতেখার শামসের তত্ত্বাবধানে এই গবেষণা কাজটি সম্পন্ন করেন।

প্রফেসর শামসের মতে, এ উদ্ভাবন নিয়ে তিনি অত্যন্ত আশাবাদী। তিনি মনে করেন, এটি বাংলাদেশে ফাইবার বোর্ড তৈরীর একটি বিকল্প ও উত্তম কাঁচামালের উৎস হ'তে পারে। যা ব্যবহারের ফলে কাঠের ব্যবহার বহুলাংশে কমে যাবে এবং বনের উপর নির্ভরশীলতা অনেকাংশে হ্রাস পাবে। এছাড়া এ জাতীয় ফাইবার বোর্ড বাণিজ্যিকভাবে তৈরী করা গেলে তা দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশেও রপ্তানি করা সম্ভব হবে। গবেষক শাহ আহমাদুল হাসান এ উদ্ভাবনের জন্য মহান আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করে বলেন, এ বিষয়ে যে কোন সরকারী বা বেসরকারী পৃষ্ঠপোষকতা পেলে তিনি এ বিষয়ে আরো গবেষণা করতে এবং এ উদ্ভাবনকে দেশের মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করতে পারবেন।

### 'বিএলআরআই' উদ্ভাবন করল নতুন জাতের মুরগী

বাংলাদেশ প্রাণীসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট 'বিএলআরআই' উদ্ভাবন করেছে নতুন জাতের ডিমপাড়া মুরগী। সাধারণ মুরগী বর্তমানে ৮০ সপ্তাহে ডিমপাড়া বন্ধ করে। এই জাতের মুরগী ১০০ সপ্তাহ পর্যন্ত লাভজনক হারে ডিম দেয়। এছাড়াও এর ডিম আকারে বড়। উদ্ভাবিত এই নতুন জাতের মুরগীর নাম দেওয়া হয়েছে 'বিএলআরআই লেয়ার স্ট্রেইন-২' বা 'স্বর্ণা'। এ মুরগীর উদ্ভাবক বিএলআরআইয়ের মহাপরিচালক মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম জানান, খামার পর্যায়ে এ মুরগী লালন-পালনের মাধ্যমে এর উৎপাদনদক্ষতা যাচাই করে ইতিমধ্যে আশাব্যঞ্জক ফল পাওয়া গেছে।

## বিদেশ

### এবার সাময়িকীর প্রচ্ছদে রাসূল (ছাঃ)-এর ব্যঙ্গ কার্টুন

আবারও রাসূল (ছাঃ)-এর ব্যঙ্গ কার্টুন প্রকাশ করেছে ফরাসী সাময়িকী 'শার্লি এবদো'। তার বিরুদ্ধে অতি সম্প্রতি সন্ত্রাসী হামলার শিকার হয়ে পত্রিকাটির সম্পাদক ও চার কার্টুনিস্টসহ মোট ১২ জন নিহত হওয়ার এক সপ্তাহ পর সাময়িকীটি তাদের উপর হামলার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ তাদের নতুন সংখ্যার প্রচ্ছদে পুনরায় রাসূল (ছাঃ)-এর ব্যঙ্গ কার্টুন প্রকাশের মত ধৃষ্ঠতা দেখাল। প্রতি সপ্তাহে ম্যাগাজিনটি গড়ে ৩৫ থেকে ৬০ হাযার কপি ছাপা হলেও এবার তা ৫০ গুণ বাড়িয়ে ছাপা হয়েছে ৩০ লাখ কপি। অনূদিত হয়েছে মোট ১৬টি ভাষায়। যা সকাল ৯-টার পরে আর পাওয়া যায়নি। এর আগে ২০১১ সালে রাসূল (ছাঃ)-এর ব্যঙ্গ কার্টুন ছাপানোকে কেন্দ্র করে 'শার্লি এবদো' মুসলমানদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার করেছিল। আবার তাদের এরূপ ঘৃণ্য কর্মকাণ্ডে মুসলিম দেশগুলোর আপামর জনসাধারণের মাঝে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। পাকিস্তান, আলজেরিয়া, কাতার, তুরস্ক, ইরান প্রভৃতি দেশগুলি রাষ্ট্রপ্রধানগণ এই ঘৃণ্য পদক্ষেপের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, এ ঘটনার মাত্র কয়েকদিন পর ইসলাম গ্রহণ করেছেন ফ্রান্সের চলচ্চিত্র পরিচালক অভিনেত্রী ইসাবেলা ম্যাটিক। তিনি গত ১১ জানুয়ারী তার ফেসবুক পেজে তার ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিয়েছেন।

*[আমরা এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি এবং আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি যেন দুনিয়া ও আখেরাতে এদেরকে লাঞ্ছিত করেন। এর প্রতিবাদে যে অভিনেত্রী ইসলাম কবুল করেছে, আমরা তাকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং প্রার্থনা করছি তার মত অন্যরাও যেন দ্রুত ইসলাম কবুল করে এবং ফ্রান্স ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হয়ে যায়। সাথে সাথে ইসলামের শত্রুদেরকে এ ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণের আবেদন জানাচ্ছি (স.স.)]*

### ভারতে মাসজিদুল আক্বছামুখী মসজিদ

ভারতীয় উপমহাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন মসজিদ হিসাবে ঐতিহাসিকগণ ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত কেরালার চেরামান জুম'আ মসজিদকেই জানতেন। তবে সম্প্রতি এক চাঞ্চল্যকর তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। আর তা হ'ল ভারতের গুজরাটস্থ ভাবনগরের ঘোঘা জনপদে একটি প্রাচীন মসজিদ পাওয়া গেছে, যার কিবলা হচ্ছে জেরুযালেমের দিকে। উল্লেখ্য যে, জেরুযালেমের মসজিদুল আক্বছাই ছিল মুসলমানদের প্রথম কিবলা। হিজরতের পর হ'তে ১৬/১৭ মাস এদিকে ফিরেই মুসলমানরা ছালাত আদায় করত। অতঃপর দ্বিতীয় হিজরীতে বদর যুদ্ধের কিছু পূর্বে কিবলা পরিবর্তন সম্পর্কে আয়াত নাযিল হওয়ার পর মুসলমানরা কা'বা গৃহের দিকে মুখ করে ছালাত আদায় শুরু করেন।

অতএব ভাবনগরের এই মসজিদটির অস্তিত্ব প্রমাণ করছে যে, দ্বিতীয় হিজরীর পূর্বেই ছাহাবায়ে কেরাম ব্যবসার জন্য ভারত উপমহাদেশে আগমন করেছিলেন এবং এই মসজিদটিই ভারতের প্রাচীনতম মসজিদ। গুজরাটের ভাবনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক অধ্যাপক মাহবূব দেশাই জেরুযালেমের দিক মুখ করা এই মসজিদটির কথা তুলে ধরেন। তার গবেষণা মতে, মসজিদটি ১৩০০ বছরের বেশী পুরনো।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সারা পৃথিবীতে আর কোথাও এখনো জেরুযালেমের দিকে মুখ করা মসজিদ আছে কি-না তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। উল্লেখ্য, জেরুযালেম ভাবনগর থেকে উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত, আর মক্কা শরীফ অবস্থিত পশ্চিম দিকে। সমুদ্রগামী আরবরা ছিলেন দক্ষ নাবিক। তাদের দিক ভুল করার কথা নয় বলেই পর্যবেক্ষকেরা মনে করেন।

### আমেরিকায় কলম্বাসের ৫০০ বছর পূর্বে ৯ম শতকের কুরআনের পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার

বহু শতাব্দী ধরে এ কথা বিশ্বাস করা হয় যে, ক্রিস্টোফার কলম্বাস হ'লেন প্রথম ব্যক্তি যিনি আটলান্টিক মহাসাগরের অপর পাড়ের 'নতুন বিশ্বকে' আবিষ্কার করেছেন। তবে রোড আইল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক প্রদত্ত নতুন তথ্যপ্রমাণ থেকে বেরিয়ে এসেছে, সম্ভবত কলম্বাসের ৫০০ বছর পূর্বে ৯ম শতকের মুসলিম নাবিকেরা সর্বপ্রথম আমেরিকার উপকূলে বসতি স্থাপন করেছিলেন। এর ফলে এতদিনের প্রচলিত ইতিহাস নতুনভাবে লেখার প্রয়োজন হ'তে পারে। গবেষক দলের প্রধান অধ্যাপক ইভান ইউরেস্কো স্বীকার করেন, গবেষকেরা হঠাৎ এ বিষয়টি আবিষ্কার করেন। তিনি বলেন, 'আমরা আমেরিকার প্রাগৈতিহাসিক আদিবাসী বসতির সাক্ষ্যপ্রমাণ আবিষ্কারের আশায় বিগত কয়েক দশক ধরে ঐ এলাকায় কর্মরত ছিলাম। আমরা সেখানে নবম শতকে কাদামাটির ওপর আরবীতে লেখা কুরআনের পাণ্ডুলিপি দেখতে পাবো এমনটি আশা করিনি'।

গবেষকদল সেখানে নবম শতাব্দীর নাবিকদের একটি বড় সমাধিসৌধে চারটি কঙ্কাল দেখতে পান এবং এর সাথে তাদের পোশাক, মুদ্রা, দু'টি তলোয়ার এবং দু'টি কাদামাটির পাত্র সহ অন্যান্য বস্তু আবিষ্কার করেন। দু'টি পাত্রের একটিতে এই অতি মূল্যবান পাণ্ডুলিপিটি পাওয়া গেছে।

ম্যাসাচুসেটস বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী মধ্যযুগ সম্পর্কিত বিশেষজ্ঞ করীম ইবনে ফাল্লাহ এ পাণ্ডুলিপির সময়কাল নির্ণয় করেছেন। তিনি জানান, এটি নবম শতকের কুফিক লিপির পাণ্ডুলিপি। কলম্বাস প্রাক-আমেরিকায় কুফিক পাণ্ডুলিপি আবিষ্কারের ঘটনা অত্যন্ত বিস্ময়কর ঘটনা। স্মিথসোনিয়ানের জাদুঘর বিজ্ঞানী বায়রন কেন্ট মন্তব্য করেন, এ আবিষ্কার অত্যন্ত বিব্রতকর একটি বিষয়। এ কথা নিশ্চিত যে, কলম্বাসের পূর্বে আমেরিকা গমনের মতো প্রযুক্তিগত বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী মুসলমানরা ছিলেন। তবে তারা যে তা করেছেন এমন কোন নির্ভরযোগ্য তথ্যপ্রমাণ নেই। বর্তমান আবিষ্কার তাদের সেই কৃতিত্বের একটি শক্তিশালী প্রমাণ। উইলামেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বিখ্যাত লেখক রিচার্ড ফ্রাংকাভিজিলিয়াও স্বীকার করে বলেছেন, 'এ আবিষ্কার এক নযীরবিহীন ঘটনা। মুসলমানরা নবম ও দশম শতকে পৃথিবীর বিশাল অঞ্চলকে দ্রুত আবিষ্কার ও সেখানে বসতি স্থাপন করেছিলেন। কলম্বাস নিজেও সমুদ্রভ্রমণে জ্ঞান অর্জনের জন্য তাদের কাছে ঋণী। তাই মুসলমানদের নতুন বিশ্বে যাওয়ার মত প্রযুক্তি ও দক্ষতা যে ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

উল্লেখ্য, মুসলিম ঐতিহাসিক ও ভূগোলবিদ আবুল হাসান আলী আল-মাসঊদী (৮৭১-৯৫৭ খ্রিঃ) তার 'মুরূজুয যাহাব' গ্রন্থে লিখেছেন, স্পেনের কর্ডোভার নাবিক খাসখাস ইবনে সাঈদ ইবনে আসওয়াদ ৮৮৯ সালে ডেলবা (পালোস) থেকে জাহাযযোগে আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে অজানা ভূখণ্ডে গিয়ে পৌঁছেন। এরপর জাহাযে রাশি রাশি মণিমুক্তা বোঝাই করে তিনি দেশে ফিরে আসেন। মাসঊদীর বিশ্ব মানচিত্রে বিরাট মহাসাগরের বিশাল এলাকাকে অন্ধকার ও কুয়াশায় আবৃত বলে দেখানো হয়েছে। এটি হ'ল অজ্ঞাত ভূখণ্ড। অনেক বিশেষজ্ঞ এই অজ্ঞাত ভূখণ্ডকেই আমেরিকা মহাদেশ বলে মনে করেন।

Contents



## মুসলিম জাহান

### সঊদী বাদশাহ আব্দুল্লাহ্র মৃত্যু, নতুন বাদশাহ সালমান

মুসলিম বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব হারামাইন শারীফাইনের সম্মানিত খাদেম সঊদী আরবের বাদশাহ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আযীয আলে সঊদ গত ২২শে জানুয়ারী শুক্রবার স্থানীয় সময় রাত ১টার দিকে ইন্তেকাল করেছেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন*। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৯০ বছর। নিউমোনিয়াজনিত সমস্যায় তিনি ডিসেম্বর থেকে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। নলের মাধ্যমে তার শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তাঁর ইন্তেকালে সঊদী আরবে সরকারীভাবে কোন শোক দিবস পালনের ঘোষণা দেয়া হয়নি, জাতীয় পতাকাও অর্ধনমিত রাখা হয়নি। হয়নি কোন শোক র‍্যালি বা আসেনি কোন ছুটির ঘোষণা। বরং রিয়াদের প্রিন্স তুর্কি বিন আব্দুল আযীয মসজিদে অতি সাধাসিধাভাবে জানাযা শেষে তাকে আল-আঊদ গোরস্থানে দাফন করা হয়েছে এবং রীতি অনুযায়ী কবরের কোন চিহ্ন বা ফলক রাখা হয়নি।

পূর্ব নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী বাদশাহ আব্দুল্লাহ্র বৈমাত্রেয় ভাই যুবরাজ সালমান বিন আবদুল আযীয আলে সঊদ (৭৯) নতুন বাদশাহ হয়েছেন। একইভাবে ডেপুটি ক্রাউন প্রিন্স মুকরিন বিন আব্দুল আযীয যুবরাজ হয়েছেন। এছাড়া বাদশাহ সালমান নতুন ডেপুটি ক্রাউন প্রিন্স হিসাবে মুহাম্মাদ বিন নায়েফ (৫৫)-কে মনোনীত করেছেন। বর্তমান যুবরাজ মুকরিন বাদশাহ আব্দুল আযীযের শেষ সন্তান হওয়ায় পরবর্তীদের মধ্যে 'ডেপুটি ক্রাউন প্রিন্স' নিয়োগে যাতে কোন ধরনের জটিলতা সৃষ্টি না হয়, তার ব্যবস্থা বাদশাহ আব্দুল্লাহ আগেই করে গিয়েছিলেন। তিনি পরিবারের তৃতীয় স্তরের সদস্যদের মধ্য থেকে বাদশাহ্র দায়িত্বদানের জন্য ৩৫ সদস্যের একটি 'এলিজিয়েন্স কাউন্সিল' গঠন করেন। যার মাধ্যমে নতুন ডেপুটি যুবরাজ নির্বাচন করা হ'ল। আর এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাদশাহ আব্দুল আযীযের পৌত্রদের উত্তরাধিকারী হওয়ার ক্ষেত্রে মুহাম্মাদই প্রথম মনোনীত হলেন।

দায়িত্ব গ্রহণের পর নতুন বাদশাহ জনগণের উদ্দেশ্যে তাঁর প্রথম ভাষণে দেশের নীতিতে কোন পরিবর্তন না আনার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন এবং মুসলিমদের মধ্যে ঐক্যের আহ্বান জানান।

**সংক্ষিপ্ত জীবনী :** ১৯৩৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর জন্ম নেন বাদশাহ সালমান। তিনি সঊদী আরবের প্রতিষ্ঠাতা আব্দুল আযীয বিন সঊদের ২৫তম সন্তান। ১৯৫৪ সালে মাত্র ১৯ বছর বয়সে রিয়াদ প্রদেশের গভর্নর হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে ৫৪ বছর যাবৎ এ দায়িত্বে থাকেন। তাঁকে রিয়াদের উন্নয়নের স্থপতি হিসাবে গণ্য করা হয়। ২০১১ সালে ভাই প্রিন্স সুলতানের মৃত্যুর পর তিনি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নেন। ২০১২ সালে রাজপ্রাসাদে তার আগের উত্তরসূরী প্রিন্স নায়েফের মৃত্যুর পর তাকে পরবর্তী বাদশাহ হিসাবে ঘোষণা করা হয়। আবদুল্লাহ্র মতো সালমানকেও একজন মধ্যপন্থী শাসক বলা হয়ে থাকে। তিনি আল-সঊদ পরিবারের অভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলোর অন্যতম মধ্যস্থতাকারী। একই সাথে তিনি নাগরিক চাহিদার দিকে নযর রাখেন। তিনি একই সঙ্গে ধার্মিক, রক্ষণশীল এবং তুলনামূলক বহির্মুখী ব্যক্তিত্বের অধিকারী বলে বিশেষজ্ঞ মহলের অভিমত।

সততা, পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তি, ন্যায়পরায়ণতা, কঠোর পরিশ্রম ও নিয়মানুবর্তিতার ব্যাপারে তার সুখ্যাতি রয়েছে। রাজপরিবারের অনেক তরুণ প্রিন্সকে সালমান শাস্তি দিয়েছেন। এ কারণে সবাই তাকে শ্রদ্ধা ও ভয় করেন। একজন কূটনীতিক জানিয়েছেন, বয়সের ভার সত্ত্বেও তিনি খুবই কর্মক্ষম। প্রতিদিন সকাল ৭টায় নিয়ম করে অফিসে যান। এমনকি সপ্তাহে তিনটি আদালতও বসান।

## বিজ্ঞান ও বিস্ময়

### পৃথিবীর অনুরূপ গ্রহের সন্ধান লাভ

প্রায় পৃথিবীর মতই নতুন আরেকটি গ্রহের সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা 'নাসা'র কেপলার টেলিস্কোপের সাহায্যে সম্প্রতি দূরবর্তী সৌরজগতে নতুন আটটি গ্রহের সন্ধান পাওয়া গেছে। এগুলোর মধ্যে অন্তত তিনটিকে বাসযোগ্য গ্রহ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন বিজ্ঞানীরা। আমেরিকান অ্যাস্ট্রোনমিকাল সোসাইটির এক বৈঠকে নাসার বিজ্ঞানীরা জানান, এর মধ্যে একটি গ্রহের সাথে পৃথিবীর বেশ মিল রয়েছে। ৪৭৫ আলোকবর্ষ দূরের এই গ্রহটি পৃথিবীর মতই পাথুরে। আমাদের সৌরজগতের বাইরে এখন পর্যন্ত সন্ধান পাওয়া গ্রহগুলোর মধ্যে এর সাথেই সবচেয়ে বেশী মিল পাওয়া যায় পৃথিবীর। তবে এর আয়তন পৃথিবীর চেয়ে বারো ভাগ বেশী, তাপমাত্রাও খানিকটা বেশী। বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন কেপলার ফোর থার্টি এইট বি। ২০০৯ সাল থেকেই পৃথিবী সদৃশ গ্রহের সন্ধান করছে নাসার কেপলার টেলিস্কোপ। এ পর্যন্ত এ ধরনের প্রায় ৫০০টি গ্রহের খোঁজ পেয়েছে টেলিস্কোপটি।

### বাইসাইকেলের গতি ঘণ্টায় ৩৩৩ কি.মি.!

সম্প্রতি এক বাইসাইকেল আবিষ্কার করা হয়েছে, যার গতি প্রতি ঘণ্টায় ২০৭ মাইল বা ৩৩৩ কিলোমিটারের অধিক। ৩২ বছর বয়সী সাবেক বাসচালক জিসি ফ্রান্সের পল রিচার্ড রেসিং ট্র্যাকে এ রেকর্ড গতি অর্জন করেন। রকেটসজ্জিত বাইসাইকেলটির নাম 'কামিকেজি-৫'।

এ বাইসাইকেলের এত গতির রহস্য হচ্ছে, এ সাইকেলের পেছনে জুড়ে দেয়া হয়েছে তিনটি রকেট ইঞ্জিন। সাইকেলে এমন অবিশ্বাস্য গতি আনতে ইঞ্জিনে ৯০ শতাংশ ব্যবহার করা হয়েছে হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড। সাইকেলের বিভিন্ন অংশ হাতেই বানিয়েছেন ফ্রান্সিস। ফ্রান্সের লা ক্যাটালেট মোটর রেসিংয়ে ঘণ্টায় ৩৩৩ কি.মি. গতিতে সাইকেল চালিয়ে বিশ্বরেকর্ড গড়েছেন তিনি।

### থ্রিডি প্রিন্টিংয়ের যত সম্ভাবনা

বেশ কয়েক বছর আগে থ্রিডি প্রিন্টিং প্রযুক্তি উদ্ভাবন হ'লেও জটিল নকশার কিছু যন্ত্রপাতি তৈরীর মধ্যেই এটি সীমাবদ্ধ ছিল বহুদিন। সম্প্রতি এর সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে বিভিন্ন সূক্ষ্ম বস্তু তৈরীর উদ্যোগ নেন প্রযুক্তিবিদগণ। ফলে এই প্রযুক্তিতে জৈব উপাদান বা কোষ থেকে শুরু করে অর্ধপরিবাহী বস্তু পর্যন্ত তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। সূক্ষ্ম থ্রিডি প্রিন্টিংয়ের অগ্রগতি থেকে আশা করা যায়, মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং অতিসূক্ষ্ম ও উন্নত বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিও এই প্রিন্টারে তৈরী করা যাবে।

সূক্ষ্ম থ্রিডি প্রিন্টিং প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণায় রত হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা সম্প্রতি তৈরী করেছেন কৃত্রিম চোখ। এই চোখের কিছু অংশের গঠন জৈবিক, আর বাকিটা যান্ত্রিক। আর কেমব্রিজের গবেষকেরা রেটিনার কোষ দিয়ে তৈরী করেছেন চোখের রক্তসহ জৈবিক কিছু জটিল কোষসমষ্টি।

অতিসূক্ষ্ম জৈবিক বস্তু তৈরীতে থ্রিডি প্রিন্টারে কালি হিসাবে ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন ধরনের জৈবিক কোষ। আর যান্ত্রিক বস্তুগুলো তৈরীতে প্রিন্টারের কালি হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে ধাতুসহ বিভিন্ন ধরনের পদার্থ। গবেষকরা বলেন, সূক্ষ্ম থ্রিডি প্রিন্টিংই হবে ভবিষ্যতের থ্রিডি প্রিন্টিং প্রযুক্তির সবচেয়ে সমৃদ্ধ রূপ।

Contents



# সংগঠন সংবাদ

## আন্দোলন

### আমীরে জামা'আতের নারায়ণগঞ্জ সফর

**২৫শে ডিসেম্বর'১৪ বৃহস্পতিবার :** অদ্য রাত সাড়ে ১১-টার বাস যোগে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সফরসঙ্গী হিসাবে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার সহকারী শিক্ষক জনাব শামসুল আলমকে সাথে নিয়ে নব প্রতিষ্ঠিত ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত 'দারুল হাদীছ একাডেমী'র বার্ষিক অনুষ্ঠান ও সুধী সমাবেশে যোগদানের উদ্দেশ্যে নারায়ণগঞ্জ সফরে রওয়ানা হন। পরদিন সকাল ৭-টায় নারায়ণগঞ্জে পৌঁছে তিনি সুইজারল্যাণ্ড প্রবাসী 'দারুল হাদীছ একাডেমী'র জমি দাতা জনাব ইউসুফ ছাহেবের বাসায় ওঠেন এবং তার আতিথেয়তা গ্রহণ করেন। অতঃপর সকাল ১০-টার দিকে তিনি শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থান সমূহ পরিদর্শনে বের হন। প্রথমে শহরের চাষাড়াস্থ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে গমন করেন। সেখানে মসজিদ পাঠাগারে সংরক্ষিত বই-পুস্তক দেখেন এবং লাইব্রেরীর দায়িত্বশীলের সাথে কথা বলেন। সেখান থেকে নারায়ণগঞ্জ সদর হাসপাতালে যান। হাসপাতাল পরিদর্শনের পরে তিনি 'নারায়ণগঞ্জ নদীবন্দর' দেখতে যান। সেখানে তিনি আকিজ সিমেন্ট কারখানা এবং নদীবন্দরের বিভিন্ন স্থাপনা ঘুরে দেখেন। এসময়ে তাঁকে সার্বিক সহযোগিতা করেন স্থানীয় জনাব নূরুদ্দীন ও আবুল কালাম আযাদ প্রমুখ।

**জুম'আর খুৎবা :** শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান পরিদর্শন শেষে ফিরে এসে আমীরে জামা'আত 'দারুল হাদীছ একাডেমী'র নীচতলাস্থ নতুন জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। এ সময়ে সমবেত মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত বিশ্বাসের ভিত্তিতে সমাজ গড়া ব্যতীত দেশের কাংখিত পরিবর্তন ও উন্নয়ন সম্ভব নয়। সকলকে এ ব্যাপারে আন্তরিক হতে হবে।

**সুধী সমাবেশ :** বাদ আছর হ'তে শুরু হওয়া শহরের উপকণ্ঠে ফতুল্লা থানাধীন দেওভোগস্থ 'দারুলহাদীছ একাডেমী' ভবনে ২০১৪ সালের বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের পুরস্কার প্রদান ও নতুন বছরের ক্লাস শুরু উপলক্ষে অনুষ্ঠিত 'সুধী সমাবেশ ও পুরস্কার বিতরণী' অনুষ্ঠানে মাগরিবের কিছু পূর্বে যোগদান করেন। অতঃপর বাদ মাগরিব সেখানে প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' একটি সমাজ সংস্কার আন্দোলন। এ আন্দোলন শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলকে স্ব স্ব স্তরে নির্দিষ্ট কর্মসূচীর মাধ্যমে গড়ে তুলতে চায়। সুস্থ ও সুশৃংখল সমাজ বিনির্মাণে এ আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। তিনি বলেন, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং কর্মসূচী ও কর্মপদ্ধতির ঐক্য থাকলে যেকোন দলের সাথে ঐক্য সম্ভব। কিন্তু আদর্শ বিকিয়ে দিয়ে কারু সাথে ঐক্য সম্ভব নয়। আদর্শগত ঐক্য প্রচেষ্টায় আমরা সর্বদা অগ্রণী ছিলাম। আগামীতেও থাকব ইনশাআল্লাহ। তিনি বলেন, হিংসা ও হঠকারিতা পরিহার করে স্রেফ আখেরাতের স্বার্থে বিনয় ও সহনশীলতা অবলম্বন করলে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে যেকোন সমস্যা সমাধান করা সম্ভব।

'দারুল হাদীছ একাডেমী'র সভাপতি ও 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক জনাব গোলাম মোক্তাদির, ঢাকা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক বর্তমানে কুয়েত প্রবাসী মিয়াঁ হাবীবুর রহমান, ঢাকার মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খত্বীব মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি জনাব যয়নাল আবেদীন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক ও দারুলহাদীছ একাডেমীর সেক্রেটারী জনাব তাসলীম সরকার।

**আলোচনা সভা :** রাত ৯-টার দিকে মুহতারাম আমীরে জামা'আত শহরের চাষাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে গমন করেন। সেখানে এশার ছালাতের পরে অপেক্ষমান মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে তিনি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ করেন। তিনি বলেন, নারায়ণগঞ্জে পা রেখেই আমি আজ সকালে শহর দেখতে প্রথম চাষাড়া মসজিদে এসেছি। এখন বিদায়ের সময় আপনাদের ডাকে সাড়া দিয়ে পুনরায় এখানে এলাম। বুঝতেই পারছেন হৃদয়ের টানটা কোথায়? অতএব আসুন! আমরা আমাদের আদর্শিক বন্ধন আরও দৃঢ় করি।

অতঃপর সেখান থেকে রাত ১০-টায় ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন এবং ঢাকার লালমাটিয়া হাউজিং সোসাইটি কলেজের সিনিয়র প্রভাষক জনাব আশরাফুল ইসলামের লালমাটিয়াস্থ বাসায় রাত্রি যাপন করেন।

**মহিলা সমাবেশ :** পরদিন ২৭শে ডিসেম্বর সকাল ৯-টায় জনাব আশরাফুল ইসলামের বাসায় এক মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে পর্দার অন্তরালে সমবেত মা-বোনদের উদ্দেশ্য প্রদত্ত ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, সমাজ সংস্কার আন্দোলনে মা-বোনেরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। পরিবার হ'ল সমাজের প্রাথমিক ও মূল ইউনিট। এই ইউনিটের পরিচালক হলেন মা-বোনেরা। প্রচলিত জাহেলিয়াতের ধাক্কা পরিবারকেই আঘাত করছে সর্বাগ্রে। তাই পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে পরিবারগুলিকে জাহেলিয়াত মুক্ত করার দৃঢ় শপথ নিতে হবে মা-বোনদের। অতএব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর অধীনে সংঘবদ্ধ হয়ে আপনারা স্ব স্ব পরিবারে দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যান।

এ সময়ে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের শিক্ষক জনাব ইউসুফ জাহান।

অতঃপর বেলা ১১-টার বাসে রওয়ানা হয়ে সন্ধ্যা ৫-টায় তিনি রাজশাহী পৌঁছেন।

Contents



## মসজিদ ও মাদরাসা উদ্বোধন

**মহেশ্বরপাশা, খুলনা ৩রা জানুয়ারী শনিবার :** অদ্য সকাল ১০-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মহেশ্বরপাশা শাখার উদ্যোগে শহরের গাযীর মোড়ে 'সোনামণি সালাফিইয়াহ মাদরাসা' ও মসজিদ উদ্বোধন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক জনাব গোলাম মোক্তাদির। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি শো'আইব হোসাইন ও দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ, বাঁকাল, সাতক্ষীরার শিক্ষক মাওলানা আল-আমীন।

উল্লেখ্য যে, বিগত ১৩ অক্টোবর'১৪ইং তারিখে জনাব আলতাফ হোসাইনকে সভাপতি ও জনাব মুহাম্মাদ আফসার উদ্দীনকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট 'আন্দোলন'-এর মহেশ্বরপাশা শাখা কমিটি গঠন করা হয়।

## হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাইন্ডিং সেকশন উদ্বোধন

**৯ই জানুয়ারী শুক্রবার :** অদ্য সকাল সাড়ে ৮-টায় রাজশাহীর নওদাপাড়াস্থ আত-তাহরীক কার্যালয় সংলগ্ন নবনির্মিত প্রেস গৃহে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস' স্থাপনের সূচনা হিসাবে প্রাথমিকভাবে একটি কাটিং মেশিন স্থাপনের মাধ্যমে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাইন্ডিং সেকশনে'র শুভ উদ্বোন করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**।

এ উপলক্ষে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত নেতা-কর্মী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে তিনি সর্বাগ্রে মহান আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করেন। অতঃপর বলেন, দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন আজ বাস্তবায়িত হ'তে যাচ্ছে দেখে যারপর নাই আনন্দিত বোধ করছি। অনতিবিলম্বে প্রেস মেশিন স্থাপনের মাধ্যমে সে স্বপ্ন পূর্ণতা লাভ করবে ইনশাআল্লাহ। তিনি বলেন, ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের বিপরীতে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক বই-পুস্তক ও গ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমে সমাজ সংস্কারের লক্ষ্য নিয়ে ১৯92 সালে **'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'** প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই বিভিন্নমুখী বাধা-বিপত্তি মোকাবেলা করে হাদীছ ফাউণ্ডেশন তার লক্ষ্যপানে নির্ভীকভাবে এগিয়ে চলেছে। যার ফসল উক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে ইতিমধ্যে দেশ-বিদেশে ব্যাপকভাবে সমাদৃত ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা মাসিক **আত-তাহরীক** সহ প্রায় অর্ধ শতাধিক গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের ধারাবাহিক প্রকাশ। তিনি বলেন, আভ্যন্তরীণ ও রাষ্ট্রীয় বাধার সম্মুখীন না হ'লে বহু আগেই হয়তবা আমাদের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হ'ত।

উল্লেখ্য যে, আমীরে জামা'আত বক্তব্যের শুরুতে হাদীছ ফাউণ্ডেশনের সচিব জনাব অধ্যাপক আব্দুল লতীফ-এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সকলকে এই শুভক্ষণে প্রেস মেশিন ক্রয়ের জন্য আর্থিক সহযোগিতার আহ্বান জানান। এ সময়ে তিনি নিজে প্রথমে দান শুরু করলে উপস্থিত সকলেই নগদ ও বাকীতে দানের জন্য নাম তালিকাভুক্ত করেন। অতঃপর আমীরে জামা'আত তাদের সকলের জন্য এবং বিশেষ করে প্রেস স্থাপনে আর্থিক অনুদানে বিশেষ অবদানের জন্য সঊদী আরবের রিয়াদস্থ 'আত-তাহরীক পাঠক ফোরাম'-এর সদস্যবৃন্দ এবং 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সঊদী আরব শাখার ভাইদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান এবং আন্তরিক দো'আ করেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর সচিব অধ্যাপক আব্দুল লতীফ, আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম সহ 'আন্দোলন'-এর মজলিসে আমেলা সদস্যবৃন্দ, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কর্ম পরিষদ সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন যেলা থেকে আগত 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র সভাপতি ও প্রতিনিধিবৃন্দ, 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্যবৃন্দ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স-এর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল খালেক সালাফী সহ অন্যান্য নেতা-কর্মী ও সুধীগণ উপস্থিত ছিলেন।

## মারকায সংবাদ

### (১) আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স :

**জুনিয়র দাখিল পরীক্ষা (জেডিসি) :** ২০১৪ সালের জুনিয়র দাখিল পরীক্ষায় বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর বালক ও বালিকা শাখা মিলে ৮৯ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এবারও শতভাগ পাস করে। তন্মধ্যে বালক শাখার ৬২ জনের মধ্যে ১৬ জন জিপি ৫ (A+), ৪২ জন জিপিএ ৪ (A) এবং ৪ জন জিপিএ ৩.৫০ (A-) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। বালিকা শাখা থেকে ২৭ জনের মধ্যে ৮ জন জিপিএ ৫ (A+), ১৭ জন জিপিএ ৪ (A) এবং ২ জন জিপিএ ৩.৫০ (A-) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

**ইবতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষা :** ২০১৪ সালের ইবতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর বালক ও বালিকা শাখা মিলে ৯৭ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এবারও শতভাগ পাস করে। তন্মধ্যে বালক শাখার ৭৫ জনের মধ্যে ১০ জন জিপিএ ৫ (A+), ৫৪ জন জিপিএ ৪ (A), ১৭ জন জিপিএ ৩.৫০ (A-) এবং ৩ জন জিপিএ ২.৭৫ (B) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। অত্র মাদরাসার বালিকা শাখা থেকে ২২ জনের মধ্যে ২ জন জিপিএ ৫ (A+), ১২ জন জিপিএ ৪ (A), ৬ জন জিপিএ ৩.৫০ (A-) এবং ২ জন জিপিএ ২.৭৫ (B) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। উল্লেখ্য যে, রাজশাহী মহানগরীর ১০টি মাদরাসার ইবতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষায় মোট জিপিএ-৫ পেয়েছে ২৩ জন শিক্ষার্থী। এর মধ্যে ১২ জনই আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্সের শিক্ষার্থী।

### (২) দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ, বাঁকাল, সাতক্ষীরা :

অত্র মাদরাসা থেকে ২০১৪ সালের জুনিয়র দাখিল পরীক্ষায় ২৮ জন ছাত্র অংশগ্রহণ করে। তাদের মধ্যে ৫ জন জিপিএ ৫ (A+), ১৮ জন জিপিএ ৪ (A) এবং ৫ জন জিপিএ ৩.৫০ (A-) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

একই বছরের ইবতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষায় ২৯ জন শিক্ষার্থী

অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে ৩ জন জিপিএ ৫ (A+), ১৯ জন জিপিএ ৪ (A), ৬ জন জিপিএ ৩.৫০ (A-) এবং একজন জিপিএ ২.৭৫ (B) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। পাশের হার শতভাগ।

**(৩) আল-মারকাযুল ইসলামী ও ইয়াতীমখানা, কালদিয়া, বাগেরহাট :**

অত্র মাদরাসা থেকে ২০১৪ সালের ইবতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষায় ৫ জন ছাত্র অংশগ্রহণ করে। তাদের মধ্যে ৩ জন জিপিএ ৪ (A) এবং দুই জন জিপিএ ৩.৫০ (A-) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

**(৪) মাদরাসাতুল হাদীছ আস-সালাফিইয়াহ, সাবগ্রাম, বগুড়া :**

অত্র মাদরাসা থেকে ২০১৪ সালের ইবতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষায় ১৮ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে ১৭ জন জিপিএ-৫ (A+) এবং একজন জিপিএ-৪ (A) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। পাশের হার শতভাগ।

## মৃত্যু সংবাদ

**(১) অধ্যক্ষ আব্দুছ ছামাদের ইন্তেকাল :** প্রবীণ আহলেহাদীছ আলেম, কুমিল্লার বুড়িচং থানাধীন কোরপাই কাকিয়ারচর ইসলামিয়া সিনিয়র মাদরাসার সাবেক অধ্যক্ষ ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও তাওহীদ ট্রাস্ট (রেজিঃ)-এর সাবেক নায়েবে আমীর মাওলানা আব্দুছ ছামাদ (৮৭) গত ২৬শে ডিসেম্বর শুক্রবার দিবাগত রাত ১-টায় কুমিল্লার বুড়িচং থানাধীন কাকিয়ারচর গ্রামে নিজ বাড়ীতে ইন্তেকাল করেন *(ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন)*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৫ পুত্র ও ৪ কন্যা সহ বহু নাতি-নাতনী, আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে যান। পরদিন ২৭শে ডিসেম্বর দুপুর ২-টায় তার বাড়ী সংলগ্ন কাকিয়ারচর পূর্বপাড়া জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে তাঁর জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন তাঁর সেজো জামাতা মাওলানা মুহাম্মাদ হারূণ হোসাইন। অতঃপর পারিবারিক গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

তার জানাযার ছালাতে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার, কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহ সহ যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মকর্তা, রাজনৈতিক ব্যক্তি, সমাজ নেতাসহ যেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে বিপুল সংখ্যক মুছল্লী যোগদান করেন। জানাযা পূর্ব সংক্ষিপ্ত ভাষণে ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন সমবেত মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের** সালাম পৌঁছে দেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

(২) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ সাংগঠনিক যেলার সাবেক দফতর সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ ফযলুল হক (৭৪) গত ২৮ ডিসেম্বর রোজ রবিবার বেলা সাড়ে ১০-টায় হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন *(ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন)*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ২ ছেলে ও ১ মেয়ে রেখে যান। পরদিন সকাল সাড়ে ১০-টায় যেলার গোমস্তাপুর থানাধীন নিজ গ্রাম বাঙ্গাবাড়ীতে তাঁর জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযার ছালাতে ইমামতি করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। এ সময়ে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুব বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস, রাজশাহী মহানগরী 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক ডাঃ সিরাজুল হক, রাজশাহী মহানগরী 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক নাজীদুল্লাহ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ-উত্তর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি আমানুল্লাহ সহ যেলা 'আন্দোলন' 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'র দায়িত্বশীলবৃন্দ। তাঁকে পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়।

উল্লেখ্য যে, তার জানাযা পড়ানোর জন্য আমীরে জামা'আতকে অছিয়ত করা ছিল। কিন্তু দেশের অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে তিনি যেতে না পারায় তার পক্ষে মোটরসাইকেল যোগে কেন্দ্রীয় প্রচার ও যুববিষয়ক সম্পাদক ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ রাজশাহী থেকে গিয়ে জানাযায় যোগদান করেন এবং আমীরে জামা'আতের পক্ষে ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ইমামতি করেন।

**(৩) শঠিবাড়ীতে পেট্রোল বোমায় পোড়া গর্ভবর্তী নারীর মৃত্যু :** গত ১৪ জানুয়ারী রাত ১-টা আগে-পিছে আইনশৃংখলা বাহিনীর প্রহরায় ৩০টি গাড়ী রংপুর থেকে ঢাকা যাওয়ার পথে রংপুরের শঠিবাড়ীতে গভীর রাতে দুর্বৃত্তদের পেট্রোল বোমা হামলায় গাড়ীর ৪ জন যাত্রী সাথে সাথে মারা যায়। আহতদের মধ্যে একটি পরিবারের গর্ভবতী মা ও দুই সন্তান অগ্নিদগ্ধ হয়ে রংপুর মেডিকেলে স্থানান্তরিত হন। সেখান থেকে পরে সেনা প্রহরায় ঢাকার সেনাবাহিনী হাসপাতাল সিএমএইচে নেওয়া হয়। সেখানে তিনদিন পর তিনি ৭ মাসের একটি মৃত সন্তান প্রসব করেন। তার একদিন পর তিনি নিজে মারা যান। অগ্নিদগ্ধ দু'টি মেয়ে এখনও সিএমএইচে চিকিৎসাধীন আছে। গত ২০শে জানুয়ারী মঙ্গলবার সকালে তার লাশ ঢাকা থেকে এ্যাম্বুলেন্সযোগে এনে গাইবান্ধায় নিজ গ্রামের পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়। মৃতার ভাই মাইদুল ইসলাম ২১ তারিখ সকালে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করেন ও দো'আ চান। উল্লেখ্য যে, ২০০৯ সালে সিঙ্গাপুর যাওয়ার পর তিনি দাওয়াত পান এবং আহলেহাদীছ হন। তাঁদের বাড়ী গাইবান্ধা যেলার সুন্দরগঞ্জ উপযেলার ১১নং হরিপুর ইউনিয়নের লাখিয়ারপাড়া গ্রামে। কুড়িগ্রাম যেলাধীন উলিপুর থানার সীমান্তে গ্রামটির অবস্থান। তিনি সকল মুমিন ভাই-বোনদের নিকট তাঁর বোনের পরকালীন মুক্তি ও অগ্নিদগ্ধ ভাগিনেয়ীদের দ্রুত আরোগ্য লাভের জন্য দো'আ চেয়েছেন।

*[আমরা তাদের রূহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।-সম্পাদক]*

# প্রশ্নোত্তর

*দারুল ইফতা*
*হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ*

***প্রশ্ন (১/১৬১) : 'ক্বিয়ামতের দিন সূর্য সোয়া হাত নীচে নেমে আসবে' হাদীছের এই বাণীটির যৌক্তিকতা ও ওলামায়ে কেরামের ব্যাখ্যা জানতে চাই।***

*-যুলফিক্বার আলম*
*খানপুকুর, পঞ্চগড়।*

**উত্তর :** রাসূল (ছাঃ) বলেন, ক্বিয়ামতের দিন সূর্যকে সৃষ্টিকুলের অতি নিকটে করে দেওয়া হবে। এমনকি সূর্য প্রায় এক বা দুই মাইলের ব্যবধানে হয়ে যাবে *(মুসলিম হা/২৮৬৪, আহমাদ হা/২৩৮৬৪, মিশকাত হা/৫৫৪০)*। অতএব প্রশ্নে বর্ণিত 'সোয়া হাত নীচে নেমে আসবে' কথাটি সঠিক নয়। হাদীছটির বর্ণনাকারী তাবেঈ সুলাইম বিন আমের (রহঃ) বলেন, আমি জানি না যে 'মীল' শব্দ দ্বারা যমীনের দূরত্ব না চোখে সুরমা দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত শলাকার দূরত্ব বুঝানো হয়েছে' *(মুসলিম ঐ দ্রঃ)*। মূলতঃ এর দ্বারা সূর্যের নিকটবর্তী হওয়ার পরিমাণ বুঝানো হয়েছে *(মিরক্বাত হা/৫৫৪০-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ)*।

প্রথমতঃ হাদীছ অনুযায়ী সূর্য সেদিন যত নিকটবর্তী হবে এবং তার প্রভাবে মানুষের যে অবস্থার কথা বর্ণিত হয়েছে, দুনিয়াবী হিসাবে তা অবিশ্বাস্য। কিন্তু এটা গায়েবের খবর হওয়ায় মুমিনের জন্য তা সত্য বলে মেনে নেওয়া আবশ্যক। আর এর যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা বিদ'আত *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ৩৩/১৭৮)*।

দ্বিতীয়তঃ ক্বিয়ামতের দিন দুনিয়াবী বৈশিষ্ট্য থেকে পৃথক শারীরিক গঠন ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে মানুষ পুনরুত্থিত হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, 'যেদিন এই পৃথিবীকে অন্য পৃথিবীতে পরিবর্তন করা হবে এবং সকলেই আল্লাহ্‌র সামনে প্রকাশিত হবে, যিনি এক ও মহা পরাক্রান্ত *(ইবরাহীম ১৪/৪৮)*। সেদিনের দৈর্ঘ্য হবে দুনিয়ার হিসাবে পঞ্চাশ হাযার বছর *(মা'আরেজ ৭০/৪)*। অতএব গায়েবের বিষয়ে যুক্তি তালাশ করা নিতান্ত নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। বরং পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে পরকালীন প্রস্তুতি গ্রহণ করাই মুমিনের কর্তব্য *(বিস্তারিত দ্রঃ মাজমূ' ফাতাওয়া ওছায়মীন ২/৩৬)*।

***প্রশ্ন (২/১৬২) : খাঁচায় আটকে রেখে পাখি পোষায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?***

*-আবু আমাতুল্লাহ*
*মঠবাড়িয়া, পিরোজপুর।*

**উত্তর :** খাঁচায় আটকে রেখে পাখি পালনে শরী'আতে কোন বাধা নেই। তবে অবশ্যই পাখির আহার প্রদানসহ যথাযথ যত্ন নিতে হবে। আনাস (রাঃ)-এর ছোট ভাই আবু উমায়ের বুলবুলি পাখি পুষতেন এবং তার সাথে খেলা করতেন। একদা পাখিটি মারা গেলে রাসূল (ছাঃ) মজা করে বলেছিলেন, হে আবু উমায়ের! তোমার ছোট বুলবুলিটির কি হ'ল?' *(বুখারী হা/৬১২৯, মুসলিম হা/২১৫০, মিশকাত হা/৪৮৮৪)*। আর যথাযথভাবে খাদ্য প্রদান ও যত্ন না নিতে পারলে জায়েয হবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, এক মহিলা একটি বিড়ালকে বেঁধে রেখে খেতে না দেওয়ায় মারা যায়। ফলে মহিলাটিকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয় *(বুখারী হা/৩৩১৮, মুসলিম হা/২৬১৯; মিশকাত হা/৫৩৪১)*।

***প্রশ্ন (৩/১৬৩) : কোন মুসলিম বা অমুসলিমকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানো যাবে কি?***

*-রেযওয়ান রানা*
*ফৌজদারহাট, চট্টগ্রাম।*

**উত্তর :** জন্মদিবস, মৃত্যুদিবস, শোক দিবস সহ যত দিবস পালিত হয়, তার সাথে ইসলামের কোনই সম্পর্ক নেই। এগুলি স্রেফ জাহেলিয়াত এবং বিজাতীয় অপসংস্কৃতি মাত্র। অতএব এগুলি পালন করা, এর জন্য শুভেচ্ছা জানানো, কার্ড পাঠানো ইত্যাদি সবই নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে ব্যক্তি (কিয়ামতের দিন) তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৪৭)*।

***প্রশ্ন (৪/১৬৪) : গরু বা অন্য কোন পশুকে কৃত্রিমভাবে প্রজনন করা এবং এর বিনিময় গ্রহণ করতে কোন বাধা আছে কি?***

*-রওশানুল ইসলাম*
*গজঘন্টা, গংগাচড়া, রংপুর।*

**উত্তর :** পশুর ক্ষেত্রে প্রজনন বৃদ্ধির জন্য যে কোন পদ্ধতি গ্রহণ করা যায়। কারণ শরী'আতের বিধান পশুর উপরে প্রযোজ্য নয়। তা কেবল জিন ও ইনসানের প্রতি প্রযোজ্য *(যারিয়াত ৫৬; মায়েদাহ ৫/৩)*। অতএব কৃত্রিমভাবে প্রজনন করা জায়েয। আর এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ ব্যক্তি হিসাবে কাজের বিনিময় গ্রহণেও কোন বাধা নেই।

***প্রশ্ন (৫/১৬৫) : জনৈক হিন্দু ব্যক্তি সুস্থ হওয়ায় নিয়ত অনুযায়ী মসজিদে কিছু টাকা ও কুরআন দিয়ে মানত পূরণ করতে চায়। এক্ষণে উক্ত মানত গ্রহণ করা যাবে কি?***

*-কাওছার আলী, দিনাজপুর।*

**উত্তর :** উক্ত মানত গ্রহণ করা যাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অমুসলিমদের নিকট থেকে বিভিন্ন সময়ে 'হাদিয়া' গ্রহণ করেছেন *(বুখারী হা/২৬১৫-১৮ 'মুশরিকদের নিকট থেকে হাদিয়া গ্রহণ' অনুচ্ছেদ)*।

***প্রশ্ন (৬/১৬৬) : ছালাতে শেষ বৈঠকে দো'আ মাছূরাহ পড়ার পর নিজের জন্য ইচ্ছানুযায়ী দো'আ করা যায় কি? অনেকেই বলেন, তাশাহ্হুদ লম্বা করা নিষিদ্ধ। এ বিষয়ে জানিয়ে বাধিত করবেন।***

*-আদৃতা*, জার্মানী।*

Contents



**উত্তর :** ছালাতের শেষ বৈঠক দো'আ কবূল হওয়ার অন্যতম প্রধান স্থান। রাসূল (ছাঃ) বলেন, সবচেয়ে বেশী দো'আ কবুল হয় শেষ রাতে এবং প্রত্যেক ফরয ছালাতের শেষে *(তিরমিযী হা/৩৪৯৯, মিশকাত হা/৯৬৮)*। উক্ত হাদীছে 'ছালাতের শেষ ভাগ' অর্থ সালামের পূর্বে শেষ বৈঠক *(ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা'আদ ১/৩০৫; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৩/২৬৮)*। রাসূল (ছাঃ) শেষ তাশাহ্হুদে একাধিক দো'আ করতেন *(বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/৯০৯)*। অতএব শেষ বৈঠকে ইচ্ছা মত দো'আ করতে কোন বাধা নেই। আর বান্দার যেকোন মনষ্কামনা পেশ করার জন্য 'রব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুনিয়া... আযা-বান্নার' দো'আটি পাঠ করাই যথেষ্ট। রাসূল (ছাঃ) এই দো'আটিই অধিকাংশ সময় পাঠ করতেন' *(বুখারী হা/৪৫২২; মিশকাত হা/২৪৮৭)*।

এক্ষণে শেষ বৈঠক তুলনামূলক কিছু লম্বা করায় দোষ নেই। তবে এমন লম্বা নয়, তাতে ছালাতের সাযুজ্য বিনষ্ট হয় এবং মুছল্লী বিরক্ত হয়।

** [আপনার নাম পরিবর্তন করে আরবীতে ইসলামী নাম রাখুন (স.স.)]*

***প্রশ্ন (৭/১৬৭) : 'ফেরেশতারা শিশুদের সাথে খেলা করার কারণে তারা হাসে বা কাঁদে'- এ বিষয়টির কোন সত্যতা আছে কি?***

*-মাহমূদ আল-ফারূক*
*ওমরপুর, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

**উত্তর :** কথাটি ভিত্তিহীন। তবে প্রত্যেক মানুষের সাথেই সর্বদা ফেরেশতা থাকে। আল্লাহ বলেন, 'প্রত্যেক মানুষের জন্য তার সামনে ও পিছনে পরপর আগত পাহারাদার ফেরেশতাগণ রয়েছে। যারা তাকে হেফাযত করে আল্লাহ্র হুকুমে' *(রা'দ ১৩/১১)*। সে হিসাবে শিশুদের সাথেও ফেরেশতা থাকে। কিন্তু তারা শিশুদের সাথে খেলা করে মর্মে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না।

***প্রশ্ন (৮/১৬৮) : আযল-এর বিধান সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই।***

*-মাসঊদ, মিরপুর, ঢাকা।*

**উত্তর :** 'আযল' হ'ল, স্ত্রীমিলনের সময় বাইরে বীর্যপাত করা। যার উদ্দেশ্য স্ত্রীকে গর্ভধারণ থেকে বিরত রাখা। শারীরিক অসুস্থতা অথবা দুই সন্তানের মাঝে প্রয়োজনীয় ব্যবধান রাখার ক্ষেত্রে অস্থায়ীভাবে আযল করা শরী'আতে বৈধ। জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য এটি একটি কৌশল মাত্র। তবে বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহ চাইলে এর পরেও গর্ভে সন্তান আসতে পারে। জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, আমার দাসীর সাথে আমি মিলিত হ'লেও তার গর্ভধারণ আমি পসন্দ করি না। তিনি বললেন, তুমি চাইলে আযল করতে পার, তবে আল্লাহ তা'আলা যা তাক্বদীরে লিখেছেন তা হবেই *(মুসলিম হা/৩৬২৯; মিশকাত হা/৩১৮৫)*।

সন্তানের ভরণ-পোষণের ভয়ে 'আযল' করা নিষিদ্ধ। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা দরিদ্রতার ভয়ে সন্তানদেরকে হত্যা করো না। কেননা আমি যেমন তোমাদেরকে রূযী দেই, তেমনি তাদেরকেও রূযী দেব' *(আন'আম ৬/১৫১)*। অতএব আযল পদ্ধতি অথবা বর্তমান যুগে আবিষ্কৃত জন্মনিয়ন্ত্রণের যত পদ্ধতি রয়েছে, সেগুলো শারীরিক অসুস্থতা অথবা দুই সন্তানের মাঝে প্রয়োজনীয় ব্যবধান রাখার উদ্দেশ্যে অস্থায়ীভাবে গ্রহণ করা জায়েয। স্থায়ীভাবে গর্ভনিরোধ নিষিদ্ধ।

মনে রাখতে হবে যে, ইসলামে অধিক সন্তান লাভে উৎসাহিত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমরা প্রেমময়ী ও অধিক সন্তানদায়িনী নারীকে বিবাহ কর। কেননা আমি ক্বিয়ামতের দিন অন্যান্য উম্মতের চাইতে তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে গর্ব করব' *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৩০৯১; আহমাদ)*। জন্মনিয়ন্ত্রণ বা জন্মনিরোধে উক্ত উদ্দেশ্য যেমন ব্যাহত হয়, তেমনি নারীর স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। যে নারীর যত সন্তান বেশী, সে নারী তত সুখী ও স্বাস্থ্যবতী। সন্তান জন্ম দেওয়াই নারীর প্রকৃতি। আর এই প্রকৃতির উপর হস্তক্ষেপ করলে তার মন্দ প্রতিক্রিয়া হওয়াটাই স্বাভাবিক।

***প্রশ্ন (৯/১৬৯) : ব্রেসলেটের ম্যাগনেটিক পাথরের মধ্যে কোন ঔষধি গুণ আছে কি? যদি থাকে তবে তা ব্যবহার করায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?***

*-মীযানুর রহমান*
*বদরগঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, রংপুর।*

**উত্তর :** এতে কোন ঔষধি গুণ নেই। এসম্পর্কে যা কিছু ধারণা করা হয়, তা কুসংস্কার মাত্র। তাছাড়া রাসূল (ছাঃ) অসুস্থতা দূর করার জন্য শরীরে কোন কিছু ঝুলাতে নিষেধ করেছেন *(তিরমিযী হা/২০৭২; মিশকাত হা/৪৫৫৬)*। অতএব রোগ প্রতিরোধ, চোখ লাগা ইত্যাদি যে উদ্দেশ্যেই হৌক না কেন, তা ব্যবহার থেকে বিরত থাকা আবশ্যক *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ, ফৎওয়া নং ১৭০৪২)*।

***প্রশ্ন (১০/১৭০) : রক্ত দান করা কি শরী'আতসম্মত? এটা 'ছাদাক্বা'র অন্তর্ভুক্ত হবে কি?***

*-আব্দুল কুদ্দূস, লালমণিরহাট।*

**উত্তর :** অসুস্থ ব্যক্তির প্রয়োজনে রক্ত দান করায় কোন বাধা নেই। বরং মানুষের জীবন বাঁচানোর স্বার্থে এরূপ সাহায্য করা নিঃসন্দেহে নেকীর কাজ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। যে ব্যক্তি তার কোন ভাইয়ের সাহায্যে এগিয়ে আসে, আল্লাহ তা'আলা তার সাহায্যে এগিয়ে আসেন। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে তার ভাইয়ের কোন কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ তা'আলাও ক্বিয়ামতের দিন তার একটি কষ্ট দূর করবেন' *(বুখারী হা/২৪৪২; মুসলিম হা/২৫৮০; মিশকাত হা/৪৯৫৮ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'সৃষ্টির প্রতি দয়া' অনুচ্ছেদ)*। তিনি বলেন, (নেকীর উদ্দেশ্যে কৃত) প্রত্যেক সৎকর্মই ছাদাক্বা *(বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/১৮৯৩)*। অতএব এটিও ছাদাক্বার অন্তর্ভুক্ত হবে।

***প্রশ্ন (১১/১৭১) : শ্বশুর বাড়ীতে স্থায়ীভাবে থাকলেও মাঝে মধ্যে পিতার বাড়িতে যাই। এক্ষণে পিতার বাড়িতে ছালাত কৃছর করা যাবে কি?***

*-এম.এস.এ আব্দুর রব*
*ওমরগাড়ী, চারঘাট, রাজশাহী।*

**উত্তর :** সাময়িকভাবে অবস্থান করলে পারবে। কেননা রাসূল (ছাঃ) মদীনা থেকে মক্কায় হজ্জব্রত পালন করতে গিয়ে কৃছর করেছিলেন, যদিও তিনি পূর্বে মক্কার অধিবাসী ছিলেন। তাঁর সাথে বহুসংখ্যক ছাহাবী ছিলেন, মক্কায় যাদের বাড়ি-ঘর ও নিকটাত্মীয় ছিল। কিন্তু রাসূল (ছাঃ) কাউকেই পূর্ণ ছালাত আদায়ের নির্দেশ দেননি *(ইমাম শাফেঈ, কিতাবুল উম্ম ১/২১৬)*। এছাড়া রাসূল (ছাঃ) সেখানে জুম'আ আদায় না করে যোহর ছালাত আদায় করেছিলেন *(ইরওয়া হা/৫৯৪)*।

***প্রশ্ন (১২/১৭২) : সতর না ঢেকে সামান্য বস্ত্র পরা অবস্থায় ওযূ করলে উক্ত ওযূতে ছালাত আদায় করা যাবে কি, না সতর ঢেকে পুনরায় ওযূ করতে হবে?***

*-খাদীজা*
*চারঘাট, রাজশাহী।*

**উত্তর :** এ অবস্থায় পুনরায় ওযূ করতে হবে না। কারণ সতর অনাবৃত অবস্থায় ওযূ করা ওযূ ভঙ্গের কারণ সমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়। ওযূ ভঙ্গের প্রধান কারণ হ'ল, পেশাব ও পায়খানার রাস্তা দিয়ে কিছু বের হওয়া *(নিসা ৪/৪৩, বুখারী হা/১৩৫)*।

***প্রশ্ন (১৩/১৭৩) : পিতা-মাতাকে মারধর করার পর ভুল বুঝতে পেরে ক্ষমা চাইলে মাতা ক্ষমা করলেও জীবিত পিতা ক্ষমা করেননি। এক্ষণে আল্লাহ্র নিকটে তওবা করলে উক্ত গোনাহ মাফ হবে কি?***

*-যুবায়ের, পিংলু, জয়পুরহাট।*

**উত্তর :** পিতা-মাতাকে প্রহার করা কবীরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত *(বুখারী হা/৬১৭১, মিশকাত হা/৩৭৭৭)*। এ গোনাহটি হাক্কুল ইবাদের সাথে সম্পর্কিত গোনাহ। সুতরাং এর জন্য কেবল আল্লাহ্র নিকটে তওবা করলেই যথেষ্ট হবে না *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৮/১৮৭; নববী, শরহ মুসলিম হা/১৮৮৬-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ)*। বরং অনুতপ্ত হয়ে পিতার নিকটে ক্ষমা নেওয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে এবং তার সাথে সদ্ব্যবহার অব্যাহত রাখতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি এবং পিতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি' *(তিরমিযী হা/১৮৯৯, মিশকাত হা/৪৯২৭)*।

***প্রশ্ন (১৪/১৭৪) : প্রবল শীতের কারণে বা রোগ বৃদ্ধির আশংকায় ফরয গোসল না করে তায়াম্মুম বা ওযূ করে ছালাত আদায় করা যাবে কি?***

*-আব্দুর রহীম*
*পুঠিয়া, রাজশাহী।*

**উত্তর :** প্রবল শীতের কারণে শারীরিক অসুস্থতা, রোগ সৃষ্টি বা বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকলে ওযূ নয়, বরং তায়াম্মুম করে ছালাত আদায় করবে *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫৩১)*। আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ) বলেন, 'যাতুস সালাসিল' যুদ্ধে শীতের রাতে আমার স্বপ্নদোষ হয়েছিল। শারীরিক অসুস্থতার আশংকায় গোসল না করে তায়াম্মুম করে সাথীদের নিয়ে ফজরের ছালাত আদায় করলাম। পরে সাথীরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এই ঘটনা বর্ণনা করলে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি কি অপবিত্রাবস্থায় তোমার সাথীদের নিয়ে ছালাত আদায় করেছ? তখন আমি গোসল না করার কারণ ব্যাখ্যা করলাম এবং বললাম আল্লাহ বলেছেন, 'তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের সম্মুখীন কর না' *(বাক্বারাহ ২/১৯৫)*। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাসলেন এবং চুপ থাকলেন *(আবুদাঊদ হা/৩৩৪, 'ঠাণ্ডা লাগার ভয় থাকলে অপবিত্র ব্যক্তি কি করবে' অনুচ্ছেদ, সনদ ছহীহ)*।

***প্রশ্ন (১৫/১৭৫) : ৪৫ বছরের অধিক বয়সী মহিলা শারীরিক অক্ষমতার কারণে স্বামীর চাহিদা মিটাতে অপারগতা প্রকাশ করলে গোনাহগার হবেন কি?***

*-মুহাম্মাদ ইবরাহীম, চাঁদপুর।*

**উত্তর :** আল্লাহ তা'আলা কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না *(বাক্বারাহ ২/২৮৬)*। তবে তাকে সামর্থ্য অনুযায়ী চেষ্টা করতে হবে। চেষ্টায় ঘাটতি হ'লে গুনাহগার হবে *(তাগাবুন ৬৪/১৬)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন কোন ব্যক্তি স্ত্রীকে তার বিছানায় ডাকে সে তার বিছানায় যেতে অস্বীকার করে এবং অসন্তুষ্ট অবস্থায় রাত্রি যাপন করে, তখন ফেরেশতাগণ তার প্রতি সকাল পর্যন্ত অভিশাপ করতে থাকেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩২৪৬)*।

***প্রশ্ন (১৬/১৭৬) : আমার কাপড়ের দোকানে মেয়েদের টপস, জিপসি, প্যান্ট, টাইটস ইত্যাদি আধুনিক পোষাক বিক্রয় করে থাকি। এটা শরী'আতসম্মত হবে কি?***

*-সোহেল আমীন*
*সিটি প্লাজা, গোহাটা রোড, যশোর।*

**উত্তর :** নগ্নতা প্রকাশক ও যৌন উদ্দীপক যেকোন পোষাক পরিধান করা হারাম *(মুসলিম হা/২১২৮, মিশকাত হা/৩৫২৪)*। নারী-পুরুষের পোষাক এমন হবে যাতে (১) দেহের গোপনীয় স্থান সমূহ অন্যের চোখে প্রকট হয়ে না ওঠে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫২৪)*। (২) ঢিলাঢালা, ভদ্র ও মার্জিত হওয়া *(আ'রাফ ৭/২৬; মুসলিম, মিশকাত হা/৫১০৮)*। (৩) অমুসলিমদের সদৃশ না হওয়া *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৪৭)*। (৪) অহংকার প্রকাশ না পাওয়া *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৪৩১১-১৪, ৪৩২১; নাসাঈ, ইবনু মাজাহ হা/৪৩৮১)*। অতএব কোন ধরনের হারাম পোষাকের ব্যবসা করা শরী'আতসম্মত নয় *(আবুদাঊদ হা/৩৪৮৫ ও ৩৪৮৮, সনদ ছহীহ)*।

***প্রশ্ন (১৭/১৭৭) : জনৈক ব্যক্তি তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য ৫ লক্ষ টাকা ১ বছরের জন্য বিনিয়োগ হিসাবে চান। বিনিময়ে তিনি চার কিস্তিতে পরবর্তী একবছরে মোট পাঁচ লক্ষ ৫০ হাযার টাকা এবং সাথে মাসিক মুনাফা পরিশোধ করবেন। এরূপ লেনদেন শরী'আতসম্মত হবে কি?***

Contents



*-খালিদ, মহাখালী, ঢাকা।*

**উত্তর :** এরূপ লেন-দেন জায়েয নয়। এখানে বিনিয়োগের মোট টাকার অতিরিক্ত পঞ্চাশ হাযার টাকা স্পষ্ট সূদ। যা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ছাঃ) হারাম করেছেন *(বাক্বারাহ ২/২৭৫)*। শরী'আতে যৌথ ব্যবসা পদ্ধতি দু'টি- (১) মুশারাকা : দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বিনিয়োগ করবে এবং বিনিয়োগের পরিমাণ অনুযায়ী লাভ-লোকসান বণ্টিত হবে *(দারাকুৎনী হা/৩০৭৭)* (২) মুযারাবা : একজনের অর্থে অপরজন ব্যবসা করবে। লভ্যাংশ চুক্তি অনুপাতে উভয়ের মধ্যে বণ্টিত হবে *(আবুদাঊদ হা/৪৮৩৬; সনদ ছহীহ, নায়ল হা/২৩৩৪-৩৫)*।

***প্রশ্ন (১৮/১৭৮) : মসজিদের মেহরাবের উপরে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' এবং একপাশে 'আল্লাহ' অপর পাশে 'মুহাম্মাদ' লেখা যাবে কি?***

*-রফীকুল ইসলাম*
*মধ্য মাগুরা, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।*

**উত্তর :** মসজিদের মেহরাবের উপরে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' লেখা যাবে না। কেননা মসজিদে এরূপ লেখার নিয়ম রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের যুগে ছিল না। আর মেহরাবের এক পার্শ্বে 'আল্লাহ' অপর পার্শ্বে 'মুহাম্মাদ' লিখা শিরক। এতে আল্লাহ ও রাসূলকে তথা স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে সমান গণ্য করা হয়। এইসব লেখার পিছনে সাধারণতঃ এই আক্বীদা কাজ করে যে, যিনিই আল্লাহ তিনিই মুহাম্মাদ। অর্থাৎ আল্লাহই মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর রূপধারণ করে দুনিয়াতে এসেছেন *(নাঊযুবিল্লাহ)*। যার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় ছূফীদের আবিষ্কৃত মীলাদ মাহফিলে পঠিত উর্দূ কবিতার মাধ্যমে। যেমন বলা হয়, *'ওহ্ জো মুস্তাবী আরশ থা খোদা হো কার, উতার পাড়া হ্যায় মদীনা মেঁ মোছতফা হো কার।'* অর্থ: আরশের অধিপতি আল্লাহ ছিলেন যিনি, মুছতফা রূপে মদীনায় অবতীর্ণ হ'লেন তিনি'। এগুলো পরিষ্কারভাবে শিরক। অতএব আল্লাহ ও মুহাম্মাদ পাশাপাশি লেখা থেকে মসজিদকে পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

আজকাল অনেকে এগুলি বাসের মাথায় দু'পাশে লেখেন। অনেকে মুহাম্মাদ-এর বদলে 'গরীব নেওয়ায' লেখেন। কোন কোন গাড়ীর মাথায় বড় করে আরবীতে 'আল্লাহু' লেখা হয়। এগুলি লেখা অনর্থক। কেননা মসজিদে, ঘর-বাড়ীতে, দেওয়ালে, পাত্রে বা পরিবহনে এসব লেখার কোন প্রমাণ কুরআন-হাদীছে নেই। এতে কোন লাভও নেই। বরং বিসমিল্লাহ বলে কাজ শুরু করা ও আলহামদুলিল্লাহ বলে কাজ শেষ করার মধ্যেই কেবল আল্লাহ্র রহমত ও বরকত নিহিত রয়েছে। অতএব এসব অনর্থক কাজ থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

***প্রশ্ন (১৯/১৭৯) : জুম'আ ও যোহর ছালাতের সময় কি একই? যদি তাই হয়, তবে খুৎবা লম্বা না করে জুম'আর ছালাত আউয়াল ওয়াক্তে আদায় করাই কি উত্তম হবে?***

*-ছাদরুল ইসলাম*
*-মেলান্দী, মোহনপুর, রাজশাহী।*

**উত্তর :** জুম'আ ও যোহরের ছালাতের সময় একই। আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, সূর্য যখন (পশ্চিম আকাশে) ঢলে যেত তখন নবী করীম (ছাঃ) জুম'আর ছালাত আদায় করতেন *(বুখারী হা/৯০৪; মিশকাত হা/১৪০১)*। তবে এর অর্থ এই নয় যে, যোহরের ছালাত যেমন ১৫ মিনিটে শেষ হয়, খুৎবা সহ জুম'আর ছালাত তেমনি সংক্ষিপ্ত সময়ে শেষ হবে। যোহরের ছালাতে খুৎবা নেই। কিন্তু জুম'আর ছালাতে খুৎবা রয়েছে। যার অর্থ ভাষণ। ফলে তা লম্বা হবেই। অতএব খুৎবা আখেরাত মুখী, সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ হওয়া বাঞ্ছনীয় *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০৫-০৬)*। তবে দীর্ঘ হওয়াও জায়েয আছে *(মুসলিম হা/২৮৯২)*। জাবের (রাঃ) বলেন, খুৎবার সময় রাসূল (ছাঃ)-এর দু'চোখ উত্তেজনায় লাল হয়ে যেত। গলার স্বর উঁচু হ'ত? ক্রোধ ভীষণ হ'ত। যেন তিনি কোন সৈন্যদলকে হুঁশিয়ার করছেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০৭)*। অতএব ঐ খুৎবা অবশ্যই দু'পাঁচ মিনিটের জন্য ছিল না। বরং প্রয়োজনমত ছিল। অতএব খুৎবা দীর্ঘ হ'লে খুৎবা শুরুর সময় প্রয়োজনমত এগিয়ে নিতে হবে এবং ছালাত আউয়াল ওয়াক্তে পড়াই উত্তম হবে।

উল্লেখ্য যে, আজকাল জুম'আর মূল দু'টি খুৎবা আরবীতে ১০ মিনিটে শেষ করে দেওয়া হয় এবং তার পূর্বে মিম্বরে বসে বাংলায় আরেকটি খুৎবা দেওয়া হয়। যা পরিষ্কারভাবে বিদ'আত। যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

***প্রশ্ন (২০/১৮০) : মহিলাদের জন্য হাসপাতালে নার্সের চাকুরী কতটুকু শরী'আতসম্মত?***

*-মাসঊদ রানা, বিরল, দিনাজপুর।*

**উত্তর :** বাড়ীতে অবস্থান করাই মহিলাদের কর্তব্য *(আহযাব ৩৩)*। এক্ষণে চিকিৎসা মানুষের মৌলিক চাহিদা সমূহের অন্তর্ভুক্ত। যা নারী-পুরুষ সকলের জন্যই একান্ত প্রয়োজন। সেকারণ নারীদের জন্য নারী এবং পুরুষদের জন্য পুরুষ চিকিৎসক ও সেবক থাকা এবং হাসপাতালগুলিতে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক বিভাগ থাকা আবশ্যক। এরূপ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নারীদের নার্স বা চিকিৎসকের দায়িত্বপালনে শরী'আতে কোন বাধা নেই। তবে এরূপ ব্যবস্থা না থাকলে সার্বক্ষণিক পর্দার মধ্যে থাকা এবং পূর্ণ নিরাপত্তার নিশ্চয়তা সাপেক্ষে নারীরা নার্সিং বা চিকিৎসা পেশায় অংশগ্রহণ করতে পারে।

***প্রশ্ন (২১/১৮১) : পিতার জীবদ্দশায় বড় বোন এবং মৃত্যুর পর ছোট ভাই মারা গেছে। এক্ষণে বড় বোনের সন্তানেরা নানার সম্পদের অংশীদার হবে কি? আর ছোট ভাইয়ের স্ত্রী-সন্তান না থাকায় তার প্রাপ্ত অংশ কারা পাবে? ছোট ভাইয়ের চিকিৎসা বাবদ খরচ করায় বড় ভাই এখন তার সম্পদের কোন অংশ নিতে পারবে কি?***

*-শফীকুর রহমান, পাংশা, রাজবাড়ী।*

**উত্তর :** পিতার জীবদ্দশায় তার মেয়ে মৃত্যুবরণ করায় এবং

মেয়ের ভাই-বোন জীবিত থাকায় ঐ মেয়ের সন্তানেরা তাদের নানার সম্পত্তির ওয়ারিছ হবে না *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ, ফৎওয়া নং ১৯১৪৯, ১৬/৪৮৯ পৃঃ)*। এমতাবস্থায় নানা তার নাতী-নাতনীদের জন্য অছিয়ত করে যাবেন। আর পরবর্তীতে মারা যাওয়া ছোট ভাইয়ের সম্পদ তার ওয়ারিছদের মাঝে ভাগ হবে। বড় ভাই চিকিৎসা খরচ বাবদ মৃত ভাইয়ের প্রাপ্ত সম্পদ থেকে নিবেন। অতঃপর অবশিষ্ট সম্পদ ওয়ারিছদের মাঝে বণ্টিত হবে। এ সময় বড় ভাইও ওয়ারিছ হিসাবে অংশ পাবেন।

***প্রশ্ন (২২/১৮২) : দাজ্জাল কি শেষ যামানায় জন্ম লাভ করবে, না পূর্ব থেকেই সে জীবিত রয়েছে? জানিয়ে বাধিত করবেন।***

*-ডা. সেলিম মোল্লা, বুড়িচং, কুমিল্লা।*

**উত্তর :** দাজ্জাল পূর্ব থেকেই জীবিত রয়েছে এবং বিখ্যাত ছাহাবী তামীম দারী (রাঃ) ও তার ত্রিশজন সাথীর সাথে অজ্ঞাত এক দ্বীপে বন্দী অবস্থায় তার সাক্ষাৎ ঘটেছিল। সেখানে দাজ্জাল তাদের নিকট থেকে রাসূল (ছাঃ)-এর আগমন সম্পর্কে জেনে অচিরেই বন্দীদশা থেকে সে মুক্তি পাবে বলে আশা প্রকাশ করেছিল। এ ঘটনাকে রাসূল (ছাঃ) স্বয়ং সত্যায়ন করেছিলেন *(মুসলিম হা/২৯৪২, ৪৬; আহমাদ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩০৮১)*। অন্য বর্ণনায় রাসূল (ছাঃ) বলেন, দাজ্জাল শেষ যামানায় খোরাসান থেকে বের হবে *(তিরমিযী হা/২২৩৭; ইবনু মাজাহ হা/৪০৭২)*। কিন্তু তার জন্মগ্রহণের কথা বলা হয়নি। অতএব সে পূর্ব থেকেই জীবিত রয়েছে এবং শেষ যামানায় কিয়ামতের প্রাক্কালে বের হবে।

বর্তমান যুগের ইহুদী-খৃষ্টান সহ যালেম শাসকদের 'দাজ্জাল' আখ্যায়িত করে কোন কোন ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল অপপ্রচার চালাচ্ছে। ইসলামী শরী'আতে এর কোন ভিত্তি নেই।

***প্রশ্ন (২৩/১৮৩) : কা'বাঘরের কাজ সম্পন্ন করার পর আল্লাহ তা'আলা ইব্রাহীম (আঃ)-কে অবশিষ্ট বালু ও পাথর সজোরে চারদিকে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দিলেন এবং বললেন যে, এ পাথরের টুকরা ও বালুকণা যেখানেই পড়বে, সেখানেই মসজিদ তৈরী হবে। এ ঘটনার কোন সত্যতা আছে কি?***

*-নাজমুল ইসলাম*
*ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।*

**উত্তর :** এরূপ ঘটনা ভিত্তিহীন।

***প্রশ্ন (২৪/১৮৪) : মহিলারা নখ বড় রাখতে ও নেইল পালিশ ব্যবহার করতে পারবে কি?***

*-ওমর ফারূক*
*ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ,ভারত।*

**উত্তর :** নখ বড় রাখা যাবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নখ ছোট করাকে মানুষের পাঁচটি স্বভাবধর্মের অন্তর্ভুক্ত বলেছেন *(বুখারী, মুসলিম হা/২৫৮, মিশকাত হা/৪৪২০ 'চুল আঁচড়ানো' অনুচ্ছেদ)*। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পানি প্রবেশে বাধা সৃষ্টিকারী কোন বস্তু ব্যবহার করা যাবে না। কেননা ওযূ-গোসলের ক্ষেত্রে দেহের সামান্য কোন স্থান শুকনা থাকলেও পবিত্রতা অর্জিত হয় না *(মুসলিম হা/২৪৩, সুবুলুস সালাম হা/৫০)*। সেকারণ নেইল পালিশ ব্যবহার করা যাবে না। বরং এর পরিবর্তে নারীরা মেহেদী ব্যবহার করতে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'নারীদের সুগন্ধি হচ্ছে যা দেখা যায়, গন্ধ পাওয়া যায় না। আর পুরুষের সুগন্ধি হচ্ছে যা দেখা যায় না, গন্ধ পাওয়া যায়' *(নাসাঈ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৪৪৪৩)*।

***প্রশ্ন (২৫/১৮৫) : হজ্জের খরচ বহন করার মত মূল্যমানের জমি থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ হজ্জ পালন না করে মারা যান, তাহ'লে তিনি গোনাহগার হবেন কি?***

*-আব্দুর রহমান*
*ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা।*

**উত্তর :** নিজের ও পরিবারের সকল মৌলিক চাহিদা পূরণের পর যদি অবশিষ্ট সম্পদ দ্বারা হজ্জের খরচ নির্বাহ করা যায়, তবে সেক্ষেত্রেই কেবল তা ফরয হবে। এরূপ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যদি ইসলামের এ রুকন আদায় না করে কেউ মারা যায়, তাহ'লে অবশ্যই তাকে ফরয ত্যাগ করার কারণে গুনাহগার হ'তে হবে *(আলে ইমরান ৩/৯৭; মুসলিম হা/১৩৩৭; মিশকাত হা/২৫০৫)*।

***প্রশ্ন (২৬/১৮৬) : পৃথক প্রাচীর থাকা সত্ত্বেও মসজিদের পশ্চিম দিকে কবর থাকলে উক্ত মসজিদে ছালাত হবে কি? আর মসজিদ থেকে কবরস্থান কতটুকু দূরে থাকা আবশ্যক? মসজিদ পাঁচতলা থাকলে কবরস্থানের দেওয়ালও পাঁচতলা সমান উঁচু করতে হবে কি?***

*-ফযলুল হক*
*জামালপুর সদর, জামালপুর।*

**উত্তর :** রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কবরের দিকে ফিরে ছালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন *(মুসলিম হা/৯৭২; নাসাঈ হা/৭৬০; ছহীহাহ হা/১০১৬)*। তবে মসজিদের দেয়াল ও কবরস্থানের মাঝে যদি রাস্তা থাকে কিংবা কবরস্থানের পৃথক প্রাচীর থাকে, তাহ'লে সে মসজিদে ছালাত আদায় করতে কোন বাধা নেই। এ ক্ষেত্রে মসজিদ পাঁচ-দশ তলা হওয়ায় কোন অসুবিধা নেই। সাধারণ প্রাচীর বা রাস্তা থাকলেই যথেষ্ট হবে।

***প্রশ্ন (২৭/১৮৭) : সন্তান জন্মদানের সময় মা মারা যাওয়ায় উক্ত সন্তানের সহোদর বড় বোন ব্যতীত দুগ্ধ দানের কেউ নেই। এমতাবস্থায় বোনের দুগ্ধদান জায়েয হবে কি?***

*-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক*

**উত্তর :** এরূপ বাধ্যগত অবস্থায় বোনের দুধ পান করানোয় কোন বাধা নেই। সেক্ষেত্রে উক্ত সন্তান ও বড় বোনের সন্তানদের মধ্যে বিবাহের কোন সুযোগ থাকবে না। এছাড়া শিশুটি মেয়ে হ'লে এবং বড় বোন মারা গেলে বা তার সাথে তার স্বামীর বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটলে উক্ত স্বামী দুধ পিতা হওয়ার কারণে উক্ত মেয়েকে বিবাহ করতে পারবে না *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২১/১০৬, ফাৎওয়া নং ১৯৩২৯; বুখারী হা/২৬৪৫)*।

***প্রশ্ন (২৮/১৮৮) : মসজিদে নববীতে আয়েশা খুঁটি, হান্নানা খুঁটি এরূপ বিভিন্ন খুঁটি রয়েছে। এসব স্থানের পাশে ছালাত আদায় করায় বিশেষ কোন ফযীলত আছে কি?***

*-আশরাফ মজুমদার*
*জেদ্দা, সঊদী আরব।*

**উত্তর :** এসব স্থানে ছালাত আদায় করার পৃথক কোন ফযীলত নেই। মসজিদে নববীর যে কোন স্থানে ছালাত আদায় করলে (মসজিদে হারাম ছাড়া) সে ছালাত অন্য স্থানের এক হাযার ছালাত অপেক্ষা উত্তম হবে *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৬৯২ 'মসজিদ সমূহ' অনুচ্ছেদ)*। উল্লেখ্য যে, মসজিদে কারু নামে দরজা বা খুঁটি বানানো ঠিক নয়। কারণ তাতে মানুষ ফযীলতের ধোঁকায় পড়ে বিদ'আতে লিপ্ত হ'তে পারে। রাসূল (ছাঃ)-এর যামানায় মসজিদে নববীতে এইসব খুঁটি ছিল না।

***প্রশ্ন (২৯/১৮৯) : স্ত্রী স্বামীকে এরূপ বলেছে যে, 'তুমি যদি আমাকে স্পর্শ কর, তবে তা তোমার মৃত মায়ের সাথে যেনার সদৃশ হবে'। এক্ষণে এর কাফফারা কি হবে?***

**উত্তর :** এগুলি বাজে কথার অন্তর্ভুক্ত। যা মুমিনের বৈশিষ্ট্য নয়। আল্লাহ বলেন, সফলকাম মুমিন তারাই, যারা ছালাতে খুশূ-খুযূ অবলম্বন করে' 'এবং যারা অনর্থক কাজ এড়িয়ে চলে' *(মুমিনূন ২৩/১-৩)*। উল্লেখ্য, স্ত্রীর পক্ষ থেকে যিহার হয় না *(ফাতাওয়া মারআতুল মুসলিমাহ ২/৮০৩ পৃঃ; উছায়মীন, ফাতাওয়া নুরুন আলাদ দারব-১৯)*।

***প্রশ্ন (৩০/১৯০) : শোনা যায় রাসূল (ছাঃ)-এর ছায়া ছিল না। এ বক্তব্য কতটুকু দলীল সম্মত?***

*-সাইফুল ইসলাম, শ্রীপুর, গাযীপুর।*

**উত্তর :** রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের মত মানুষ ছিলেন। অতএব তাঁর ছায়া থাকাই স্বাভাবিক। ছায়াহীন হওয়ার জন্য তাঁকে নূরের সৃষ্টি হওয়ার প্রয়োজন ছিল। অথচ আল্লাহ বলেন, হে নবী তুমি বলে দাও যে, 'আমি তোমাদের মত একজন মানুষ মাত্র' *(কাহ্ফ ১৮/১১০)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, '(নবী) অন্য কিছুই নয়, বরং তোমাদের মতই একজন মানুষ। তোমরা যা খাও, সে তা খায়। তোমরা যা পান কর, সে তা পান করে' *(মুমিনূন ২৩/৩৩)*। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'আমি যখন দ্বীন সম্পর্কে তোমাদের কোন নির্দেশ দেই, তখন তোমরা তা গ্রহণ কর। আর যখন আমার 'রায়' অনুযায়ী কোন কিছুর নির্দেশ দিই, তখন (মনে রেখ) আমি তোমাদের মত একজন মানুষ' *(মুসলিম হা/২৩৬২; মিশকাত হা/১৪৭)*। অতএব তাঁর ছায়া না থাকার প্রশ্নই আসে না।

***প্রশ্ন (৩১/১৯১) : প্রথম কাতারে ডান পাশে দাঁড়ানোর বিশেষ কোন ফযীলত আছে কি?***

*-মতীউর রহমান*
*কৃষ্ণচন্দ্রপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।*

**উত্তর :** ছালাতে প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর বিশেষ ফযীলত আছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'প্রথম কাতারের (মুছল্লীদের) উপর আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন এবং ফেরেশতাগণ দো'আ করেন' *(ইবনু মাজাহ হা/৯৯৭)*। তিনি বলেন, 'পুরুষদের জন্য সর্বোত্তম কাতার হ'ল প্রথম কাতার' *(মুসলিম হা/৪৪০, মিশকাত হা/১০৯২)*।

তবে ইমামের সাথে একাকী ছালাত আদায়কালে ইমামের ডান দিকে দাঁড়াতে হবে *(বুখারী হা/৬৯৯, ১১৭; মুসলিম হা/৬৬০; মিশকাত হা/১১০৬)*। এছাড়া যখন ইমামের পিছনে দু'পার্শ্ব সমান হবে, তখন কাতারের ডানে দাঁড়ানো মুস্তাহাব। কিন্তু ডান পাশ অতিরিক্ত বেড়ে গেলে বামে দাঁড়ানো উত্তম হবে *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১২/১৮৪)*। তবে কোনক্রমেই ডান প্রান্ত থেকে বা মসজিদের উত্তর দেওয়াল থেকে দ্বিতীয় কাতার বা পরবর্তী কাতার সমূহ শুরু করা যাবে না। উল্লেখ্য, কাতারের ডানদিকে দাঁড়ানো সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(ইবনু মাজাহ হা/১০০৫, সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৬৮৬)*।

***প্রশ্ন (৩২/১৯২) : পীরদের মুরীদ হয়ে কত মানুষ নামাযী হচ্ছে, পাপ কাজ ছেড়ে দিচ্ছে। অথচ এইসব পীরদের সমালোচনা করায় বহু মানুষ এদের থেকে বিমুখ হয়ে পড়ছে। অতএব পীর থেকে সাধারণ মানুষকে বিমুখ করা শরী'আতসম্মত হবে কি?***

*-বেনিয়ামীন, বামনা, বরগুনা।*

**উত্তর :** পীরগণ তাদের মুরীদদের নেক আমলের দিকে আহ্বানের পাশাপাশি শিরক ও বিদ'আতের দিকে আহ্বান করেন। আর শিরক-বিদ'আত মানুষের সকল নেক আমলকে নিষ্ফল করে দেয় *(যুমার ৩৯/৬৫)*। পীরবাদের সবচেয়ে বড় ক্ষতি এই যে, তারা মানুষকে কুরআন-হাদীছ থেকে মুখ ফিরিয়ে পীরের ধ্যানে মগ্ন রাখেন। পীরের কথিত কাশফ ও কেরামত এবং ভিত্তিহীন অলীক কল্পকাহিনীসমূহ এদের নিকট প্রধান দলীল হিসাবে গণ্য হয়। যুগে যুগে মানুষকে ধর্মের নামে শিরকে লিপ্ত করেছে এই শ্রেণীর লোকেরা। অথচ কাশফ ও কেরামত ইসলামী শরী'আতের কোন দলীল নয়। সুতরাং এসব দল থেকে মানুষকে দূরে রাখার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো আবশ্যক।

***প্রশ্ন (৩৩/১৯৩) : নামের শেষে হাসান, হোসাইন, আলী ইত্যাদি যুক্ত করে নাম রাখা যাবে কি?***

*-হাবীবুর রহমান*
*মাস্টার পাড়া, সপুরা, রাজশাহী।*

**উত্তর :** উপরোক্ত সবগুলি নামই সুন্দর অর্থ বহন করে। সুতরাং তা রাখায় কোন দোষ নেই। তবে শী'আদের আক্বীদা অনুযায়ী রোগমুক্তি ও বিশেষ ফযীলতের আশায় এগুলি রাখা হ'লে তা শিরক হবে। শী'আরা বলে থাকে, আমার জন্য পাঁচজন রয়েছেন যাদের মাধ্যমে আমি সকল দুরারোগ্য ব্যাধি দূর করি। তারা হলেন, মুছতফা, মুরতাযা, তাঁর দুই পুত্র (হাসান-হোসায়েন) ও ফাতেমা'।

Contents



***প্রশ্ন (৩৪/১৯৪) : ছালাতের মধ্যে আঙ্গুল ফুটানো শরী'আতসম্মত কি? এটা করায় ছালাত বাতিল হয়ে যাবে কি?***

*-শেখ সাদী, মোল্লাহাট, বাগেরহাট।*

**উত্তর :** ছালাতের মধ্যে আঙ্গুল ফুটানো শরী'আতসম্মত নয়। ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর গোলাম শো'বা বলেন, আমি ইবনু আব্বাসের পাশে ছালাত আদায় করছিলাম। আমি আঙ্গুল ফুটালে তিনি আমাকে ছালাতের মধ্যে আঙ্গুল ফুটাতে নিষেধ করেন *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/৭৩৫৮, ইরওয়া হা/৩৭৮-এর ব্যাখ্যা, ২/৯৯ পৃঃ)*। এছাড়া এতে ছালাতের খুশূ-খুযূ বিনষ্ট হয়। তবে একারণে ছালাত বাতিল হবে না *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৩/২১৯)*। কিন্তু ত্রুটিপূর্ণ হবে।

***প্রশ্ন (৩৫/১৯৫) : গাছের প্রথম ফল বরকতের আশায় মসজিদে বা গরীব-মিসকীনকে দান করা অথবা কোন আলেম ব্যক্তিকে খাওয়ানো যাবে কি?***

*-সোহরাব হোসাইন*
*শাহবাগ, ঢাকা।*

**উত্তর :** গাছের নতুন ফল মসজিদে বা গরীব-মিসকীনদের মধ্যে দান করার ফযীলত সম্পর্কে কোন দলীল পাওয়া যায় না। তবে বরকতের দো'আ নেওয়ার জন্য পরহেযগার ব্যক্তির নিকটে নিয়ে যাওয়া সুন্নাত। ছাহাবীগণ নতুন ফল রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট নিয়ে যেতেন। তখন তিনি আল্লাহ্র দেওয়া নতুন নে'মতের জন্য তাতে বরকতের দো'আ করে দিতেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, 'মানুষ যখন প্রথম ফল দেখত, তখন সে ফল রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট নিয়ে আসত। অতঃপর তিনি তা হাতে নিয়ে বলতেন, 'হে আল্লাহ! তুমি আমাদের জন্য আমাদের ফলে বরকত দাও। ...অতঃপর তিনি উপস্থিত কোন ছোট বালককে ডাকতেন এবং সেই ফল তাকে দিয়ে দিতেন' *(মুসলিম হা/১৩৭৩, মিশকাত হা/২৭৩১)*। এর উদ্দেশ্য এটা নয় যে, তিনি নিজে এটা খেতে পারবেন না। বরং এর উদ্দেশ্য ছিল, উপস্থিত কোন বাচ্চাকে খুশী করা।

***প্রশ্ন (৩৬/১৯৬) : জারজ সন্তান প্রতিপালন করা যাবে কি? এজন্য ঐ ব্যক্তি কোন ছওয়াব পাবে কি?***

*-আলমগীর*
*বাড্ডা, টাংগাইল।*

**উত্তর :** পরিচিত বা অপরিচিত যেকোন জারজ সন্তান পালন করা যাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যভিচারিণী গামেদী মহিলার জারজ সন্তানকে জনৈক ছাহাবীর হাতে দিয়ে তাকে লালন-পালনের জন্য আদেশ করেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫৬২)*। কারণ জারজ হওয়ার জন্য সন্তান দায়ী নয়। অতএব তাকে লালন-পালনের জন্য অবশ্যই ছওয়াব রয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'মুমিন পুরুষ বা নারী যে কোন সৎকর্ম করলে আমরা তার বিনিময়ে সর্বোত্তম প্রতিদান দেব' *(নাহল ১৬/৯৭)*।

***প্রশ্ন (৩৭/১৯৭) : নফস ও রূহের মধ্যে পার্থক্য কি?***

*-সিরাজুল ইসলাম*
*নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

**উত্তর :** রূহ ও নফসের মধ্যে প্রকৃত অর্থে কোন পার্থক্য নেই। যদিও পারিভাষিক অর্থে পার্থক্য আছে। যেমন প্রাণীকে 'নফস' বলা হয়। কিন্তু 'রূহ' বা আত্মা বলা হয় না। আল্লাহ বলেন, প্রত্যেক প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে *(আলে ইমরান ১৮৫)*। এতে বুঝা যায় যে, দেহ ও আত্মার মিলিত সত্ত্বাকে 'নফস' বলা হয়। আর শুধুমাত্র আত্মাকে 'রূহ' বলা হয়। একদা ইহূদীগণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে নবী! তুমি বল, রূহ হ'ল আল্লাহ্র একটি আদেশ' *(ইসরা ১৭/৮৫)*। যার প্রকৃতি মানুষের জ্ঞানের বাইরে। এমনকি আম্বিয়ায়ে কেরামও এর প্রকৃতি জানতেন না *(শাওকানী, যুবদাতুত তাফসীর, ইসরা ৮৫ আয়াতের ব্যাখ্যা)*। আর নফস সেটাই, যা আল্লাহ মানব দেহে ফুঁকে দিয়েছেন। মৃত্যুর সময় যা দেহ থেকে বেরিয়ে যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই যখন রূহ কবয করা হয়, তখন তার চোখ তা দেখতে থাকে' *(মুসলিম হা/৯২০; মিশকাত হা/১৬১৯ 'জানায়েয' অধ্যায়)*। অন্য হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা কি দেখনি যে, মৃত্যুর সময় মানুষের চোখ তাকিয়ে থাকে? ছাহাবায়ে কেরাম বললেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! তখন তিনি বললেন, 'তা তো ঐ সময় যখন তার চোখ তার নফসকে দেখতে থাকে' *(মুসলিম হা/৯২১)*।

***প্রশ্ন (৩৮/১৯৮) : মাথা মাসাহ করার পর ঘাড় মাসাহ করতে হবে কি? এ বিষয়ে দলীল সহ জানিয়ে বাধিত করবেন।***

*-আব্দুল্লাহ আল-মামূন*
*ছোট বনগ্রাম, রাজশাহী।*

**উত্তর :** ওযূতে ঘাড় মাসাহ করার কোন প্রমাণ নেই। আবূদাঊদে এ সম্পর্কে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, তা যঈফ *(আবূদাঊদ হা/১৩২, সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৯-এর আলোচনা দ্রঃ)*। ইমাম নববী একে বিদ'আত বলেছেন *(নায়লুল আওত্বার ১/২৪৫-৪৭)*। হেদায়ার ব্যাখ্যাকার আল্লামা ইবনুল হুমামের ভাষ্যমতে কেউ কেউ বলেন, এটা বিদ'আত *(ফাৎহুল ক্বাদীর, ১/৫৪)*। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'ঘাড় মাসাহ-এর ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) হ'তে কোন ছহীহ হাদীছ নেই' *(যাদুল মা'আদ ১/১৮৭)*। 'যে ব্যক্তি ওযূতে ঘাড় মাসাহ করবে, ক্বিয়ামতের দিন তার গলায় বেড়ী পরানো হবে না' বলে যে হাদীছ বলা হয়ে থাকে, সেটি মওযূ বা জাল *(আলবানী, সিলসিলা যঈফাহ হা/৭৪৪)*।

***প্রশ্ন (৩৯/১৯৯) : ওয়াইস ক্বারনী সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।***

*-আব্দুর রহমান, রাজশাহী।*

**উত্তর :** ওয়াইস বিন আমের আল-ক্বারনী (৫৯৪-৬৫৮ খ্রিঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর যুগের লোক। তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে তার সাক্ষাৎ হয়নি। যে কারণে তিনি ছাহাবী নন, বরং তাবেঈ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তাবেঈদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি হ'ল ওয়াইস' *(মুসলিম হা/২৫৪২, মিশকাত হা/৬২৫৭)*। ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আমি

বলতে শুনেছি, তোমাদের নিকট ইয়ামন থেকে এক ব্যক্তি আসবে, যাকে ডাকা হবে 'ওয়াইস' নামে। সে শুধুমাত্র তার মাকে ইয়ামনে রেখে আসবে। তার শরীরে কুষ্ঠ রোগ ছিল। সে আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করলে এক দীনার অথবা এক দিরহাম সমপরিমাণ স্থান ছাড়া আল্লাহ তা দূর করে দেন। তোমাদের যার সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটবে, সে যেন তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনার আবেদন করে *(মুসলিম ঐ)*। পরবর্তীতে ওমর (রাঃ)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হ'লে, তিনি তার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনার আবেদন জানান। উত্তরে তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবী হিসাবে আপনি আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার অধিক যোগ্য। এসময় তিনি উপরোক্ত হাদীছটি শুনালে তিনি তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন *(মুসলিম হা/২৫৪২, আহমাদ হা/২৬৬)*। ওয়াইস ক্বারনী ৩৭ হিজরীতে আলী (রাঃ)-এর পক্ষে ছিফফীনের যুদ্ধে নিহত হন *(হাকেম হা/৫৭১৬)*।

উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'ওয়াইস ক্বারনী'কে জামা দান করেছিলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মহব্বতে বত্রিশটি দাঁত ভেঙ্গেছিলেন মর্মে প্রচলিত বক্তব্যটি ভিত্তিহীন। এছাড়া এই উম্মতের মধ্যে শুধুমাত্র ওয়ায়েস কুরনীকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খলীল বা দোস্ত বলেছেন মর্মে যে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে, সেটিও 'জাল' *(সিলসিলা যঈফা হা/১৭০৭)*।

***প্রশ্ন (৪০/২০০) : হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কি কুরআনের আয়াত সমূহে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করেছিলেন? এ ব্যাপারে সঠিক ইতিহাস জানতে চাই।***

*-বেলাল হোসাইন*
*নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

**উত্তর :** হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কুরআনের আয়াত সমূহে কোন পরিবর্তন-পরিবর্ধন করেননি এবং কারো পক্ষে তা করাও সম্ভব নয়। আল্লাহ বলেন, 'আমরাই কুরআন নাযিল করেছি এবং আমরাই এর হেফাযতকারী' *(হিজর ১৫/৯)*। প্রকৃতপক্ষে খলীফা আব্দুল মালেক ইবনু মারওয়ানের নির্দেশে তিনি বিখ্যাত তাবেঈ ও আরবী ব্যাকরণবিদ আবুল আসওয়াদ আদ-দুআলী (৬০৩-৬৮৮ খ্রীঃ)-এর দুই ছাত্র নাছর বিন আছেম লায়ছী এবং ইয়াহইয়া বিন ইয়া'মার 'আদওয়ানীকে কুরআনে হরকত দেয়ার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন। যাতে অনারব মুসলিমদের জন্য কুরআন তেলাওয়াত সহজ হয়। এভাবে এই দুই ছাত্রের মাধ্যমেই এই মহান কাজটি সুসম্পন্ন হয় *(যুরক্বানী, মানাহিলুল ইরফান ১/৪০৬-৪০৭)*। হরকত ছাড়া কুরআন পড়তে অপারগ অনারবদের জন্যই এরূপ করা হয়েছিল মাত্র। এছাড়া হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কুরআনের মোট ১১টি বর্ণে পরিবর্তন এনেছিলেন মর্মে যে বর্ণনাটির প্রসিদ্ধি রয়েছে *(আবুদাঊদ সিজিস্তানী, আল-মাছাহেফ ১৫৭ পৃঃ)*, তা মওযূ' বা জাল। কারণ এর বর্ণনা সূত্রে আব্বাদ বিন ছুহায়েব নামে একজন রাবী রয়েছেন, যিনি মাতরূক বা পরিত্যক্ত *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৬১৯৯-এর আলোচনা দ্রঃ)*।

বস্তুতঃ কুরআনের আয়াত হওয়ার জন্য হরকত থাকা বাধ্যতামূলক নয়। বাধ্যতামূলক হচ্ছে নির্ভুলভাবে পাঠ করা। তাই অনারবদের জন্য এর পাঠ সহজ করার জন্যই হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এ কাজটি করিয়েছিলেন মাত্র। তিনি এতে কোনরূপ কমবেশী করেননি।